পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 295 Tuesday, 24 September, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৯৫ সংখ্যা ❋ ৭ আশ্বিন ১৪৩১, মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আরজি কর কাণ্ডে সন্দীপ সহ ধৃতদের জামিন খারিজ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর কাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর কিছুদিন আগে সেই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই আধিকারিকরা। এরপরে সিবিআইয়ের কাছে জেল হেফাজতে ছিলেন তিনি। সোমবার আদালতে ধৃতদের আইনজীবীর তরফে জামিনের আবেদন করা হলে তা সরাসরি খারিজ করে দেয় আদালত। এরপর আরজি কর কাণ্ডে ধৃত সন্দীপ ঘোষ সহ চার জনের জামিন খারিজ করে আদালতের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এখনই তাঁদের জামিন মঞ্জুর হচ্ছে না। কারণ আদালত মনে করছে ধৃতেরা যেহেতু প্রভাবশালী তাই এই মুহূর্তে জামিন পেলে তাঁরা প্রমান লোপাট করতে পারে। তাই তাঁদের আরও ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে এর আগে সন্দীপ ঘোষের পাশাপাশি সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছে টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। এখন সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন তিনি। এই মামলায় চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, অভীক দে, টালা থানার এসআইকে সিজিওতে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন গোয়েন্দারা। এছাড়াও নির্যাতিতার ময়নাতদন্ত করেছিলেন যে চিকিৎসক সেই অপূর্ব বিশ্বাসকেও ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এদিকে আজ সোমবার এই ঘটনায় সিজিও কমপ্লেক্সে নির্মল ঘোষকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল। তবে শুধু এই মামলাতেই নয়, এর পাশাপাশি আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলাতেও এর আগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছে সেখানকার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দাপ ঘোষ। তখন তাঁকে ৮ দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল আলিপুর আদালত। আর এই আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপের সঙ্গে আরজি করের দুই ভেন্ডার এবং সন্দীপের নিরাপত্তারক্ষীকেও গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। এবার আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সন্দীপ সহ চারজনের জামিন খারিজ করল আদালত।

'আমার অনেক কথা বলার ছিল'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক ধর্ষণ-খুন মামলার তদন্তে পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে তলব করেছিল সিবিআই। সেই তলবে সাড়া দিয়ে সোমবার সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে যান বিধায়ক। সিবিআই দফতরে ঢোকার আগে সংবাদমাধ্যমে নির্মল ঘোষ জানিয়েছেন, তাঁর কিছু নথি জমা দেওয়ার আগে সেই কারণেই তিনি এসেছেন। পাশাপাশি সিবিআই অফিসারদের সঙ্গে তাঁর কথাও হয়েছে। টানা ৭ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে এদিন বিধায়ক জানালেন, ''আমার অনেক কথা বলার ছিল, সিবিআইয়েরও অনেক কথা জানার ছিল। সেই কারণেই দু'পক্ষ অ্যাপয়েনমেন্ট করি। সেই কথাগুলো জনসমক্ষে বলার মতো নয়। তাই বলতে পারব না।'' তিনি আরও জানান, এহেন নৃশংস ঘটনায় যারা দোষী তাদের ফাঁসি হোক সেটাই তিনি চান। সিবিআই সূত্রে খবর, ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় নির্যাতিতার দেহ সকারে কী ভূমিকা ছিল নির্মলের, সেই উত্তর খুঁজতেই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানা যাচ্ছে, দেহ উদ্ধারের দিন হাসপাতাল, শ্মশানে দেখা গিয়েছিল নির্মল ঘোষকে। ওই দিন নির্মল ঘোষের সঙ্গে সন্দীপ ঘোষের কথাও হয়েছিল বলে খবর। প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা যে এলাকার বাসিন্দা ছিলেন, সেখানকারই বিধায়ক নির্মল ঘোষ। ইতিমধ্যেই আরজি কর কাণ্ডে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন হাসপাতালের ফরেন্সিক মেডিসিনের প্রফেসর অপূর্ব বিশ্বাস। তাঁর অভিযোগ, ময়নাতদন্ত করার ক্ষেত্রে চাপ দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার রাতের মধ্যেই যদি ময়নাতদন্ত না হয় তাহলে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেওয়ারও হুমকি দেন কোনও এক প্রাক্তন কাউন্সিলর।

'ভোটের জন্য যে টাকা খরচ হয়, তার একাংশ দিলে বন্যা আটকাতে পারতাম'

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ বন্যা পরিস্থিতি সামলাতে সবাইকে আরও সক্রিয় হওয়ার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার বর্ধমানে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ''ফ্লাড সেন্টার তৈরি করলেও বাঁধ ভাঙছে। পুজোর ছুটির মধ্যেই সমস্ত কাজ সেরে ফেলতে হবে।'' পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা পরিস্থিতির কারণে ভেঙে যাওয়া রাস্তা ও মাটির বাড়ি দ্রুত মেরামতির নির্দেশও দেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বাংলার এমন বন্যা পরিস্থিতির পিছনে এদিন সরাসরি কেন্দ্রকেই কাঠগড়ায় তোলেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ডিভিসি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ওদের ভ্রূক্ষেপ না থাকলেও প্রতিদিনই জল ছাড়ার কারণে রাজ্যের পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। মমতার অভিযোগ, ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলে নিজেদের বাঁচাতে জল ছেড়ে দিচ্ছে ডিভিসি। যার ফলে বাংলা বানভাসী হলেও সেদিকে নজর নেই কেন্দ্রের। মমতার অভিযোগ, ''কেন্দ্র ভোটের জন্য যে টাকা খরচ করে, তার একাংশ যদি রাজ্যকে দিত তাহলে আমদেরও এমন পরিস্থিতি সামলাতে সুবিধা হয়।'' তবে নতুন করে বৃষ্টি হলে রাজ্যের পরিস্থিতি যে আরও খারাপ হবে সেই আশঙ্কার কথাও এদিন শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। বর্ধমানে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখে মমতা বলেন, ''ডিভিসি যদি আবার জল ছাড়ে তাহলে আমি এবার কড়া ব্যবস্থা নেব। এই বন্যা রুখতে আরও সক্রিয় হতে হবে। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা শস্যবীমার টাকা পাবে। আবার বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে তাই এই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সবাইকে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। সকলেই যাতে ত্রাণ পান সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ঝাড়খন্ডে বৃষ্টি হলে নিজেদের বাঁচাতে বাংলার উপর জল ঢেলে দেওয়া হয়।''

রবিবারই বাংলার বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসিকে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি লিখে জানিয়ে দেন, 'আপনাদের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হতে পারছি না। কারণ, জল ছাড়ার বিষয়ে সতর্কবার্তা তো দূরে থাক, ডিভিসি এক তরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেয়।' এরপরই দামোদর ভ্যালি জলাধার নিয়ন্ত্রণ কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন বাংলার দুই প্রতিনিধি। প্রথম থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এটা 'ম্যান মেড বন্যা'। যা ২০০৯ সালের পর থেকে নিম্ন দামোদরে সবচেয়ে ভয়াবহ এবং বাংলার প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে ডিভিসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তখন জল না ছাড়ার শত অনুরোধ জানিয়েও লাভ হয়নি। এদিন বর্ধমানে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করার সময় মুখ্যমন্ত্রীকে বারবার বলতে শোনা যায়, ''কুৎসা, অপপ্রচারে কান দেবেন না। কুৎসা করলে টিআরপি বাড়ে না। মানুষের পাশে থাকতে হয়।'' তিনি আরও বলেন, ''পাঁচটা কাজ করলে একটায় ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। তা দিয়ে ন্যারেটিভ না বানিয়ে, আসুন আমরা বন্যাকবলিত মানুষদের পাশে দাঁড়াই।'' প্রসঙ্গত, সদ্য শেষ হয়েছে চিকিৎসকদের আন্দোলন। যদিও তাঁরা বলেছেন, আরজি করের নির্যাতিতার পূর্ণ বিচার না হওয়া অবধি আন্দোলন চলবে, কেবল কর্মবিরতি তুলেছেন তাঁরা। পাশাপাশি, স্বাস্থ্যসচিবকে অপসারণের দাবিতেও এখনও অনড় তাঁরা। এছাড়া তাঁদের অন্যান্য দাবিগুলির প্রায় সবই মেনে নিয়েছে সরকার। অনেকের মতে, এই পরিস্থিতিতে শাসকদলের অবস্থান খানিকটা কোণঠাসা বইকী। তাই সেই পরিস্থিতিতেই বন্যা পরিদর্শনের কাজে যখন জেলায় জেলায় ছুটে বেড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, তখন তিনি মনে করিয়ে দিলেন, যাই ঘটুক না কেন, 'মানুষের পাশে থাকার' কাজটি তিনি বা তাঁর সরকার করে চলেছে। বন্যা পরিস্থিতির অবনতির খবর পেয়েই গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী ছুটেছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর। ঘাটালেও গিয়েছিলেন তিনি। জলে নেমে বন্যার কাজ তদারকি করতে দেখা যায় তাঁকে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে নিরন্তর চলছে ত্রাণ পৌঁছনোর কাজ। সক্রিয় হয়েছেন সাংসদ-বিধায়করাও। এমনকি সরকারি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরও জলে নেমে ত্রাণ বিলি করতে দেখা গেছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেন, ''সরকার যেমন করছে তেমন পুলিশও অনেক জায়গায় কমিউনিটি কিচেন করেছে। আমাদের দলের পক্ষ থেকেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেখানে বন্যা হয়েছে, আমরা সেখানে সাধ্যমতো শুকনো খাবারের প্যাকেট দিচ্ছি। কেউ যেন বঞ্চিত না হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে। আমি সাংসদদের বলেছি, তাঁদের কোটার যে টাকা আছে সেটা দিয়ে গ্রামীণ রাস্তাগুলি যতটা পারবেন করুন।'' মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, ''পুজোর ছুটির মধ্যেই সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। ফ্লাড সেন্টার তৈরি করলেও বাঁধ ভাঙছে। পুজোর ছুটির মধ্যেই সমস্ত কাজ সেরে ফেলতে হবে।'' এরপরই পূর্ত দফতরকে যে সব রাস্তা ভেঙেছে তা সমীক্ষা করে দেখার নির্দেশ দেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আগামী ডিসেম্বরে ১১ লক্ষ পাকা বাড়ি করার জন্য সরকার টাকা ছাড়বে। দফতরকেও বলা হয়েছে জল কমলেই যেন সমীক্ষার কাজ শেষ করে।''

সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল আরজি কর মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর আরজি কর মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছিলেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। সেই শুনানির দিন এবার পিছিয়ে গেল। রাজ্যের তরফে দিন পরিবর্তনের আর্জি জানানো হয়েছিল। সেই আর্জি মেনে নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। ২৭ তারিখের বদলে ৩০ সেপ্টেম্বর হবে আরজি কর মামলার শুনানি। তিলোত্তমা কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলার শুনানি চলছে। ইতিমধ্যেই তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য সরকার ও সিবিআই। সেই সব রিপোর্ট খতিয়ে

দেখেছেন প্রধান বিচারপতি। আরজি করের চিকিৎসকের মৃত্যুর পাশাপাশি, আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি, জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন সহ একাধিক বিষয়ের উত্থাপন হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যের তরফ থেকে আগেই সময় পরিবর্তন করার আর্জি জানানো হয়েছিল। সোমবার সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল। এদিন প্রধান বিচারপতি আর্জি মেনে নিয়ে জানিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর হবে শুনানি। রাজ্যের তরফে একটি মেইল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা সব পক্ষকে পাঠানো হবে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি মনোজ মিশ্র, বিচারপতি জে বি পর্দিওয়ালার বেঞ্চে চলছে শুনানি। রাজ্যের তরফে সওয়াল করছেন আইনজীবী কপিল সিব্বল, সিবিআই-এর তরফে সওয়াল করছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। শেষবারের শুনানিতে ছিলেন মোট ২৩২ জন আইনজীবী।

'৮৫ হাজারে কী হবে পুজো কমিটিগুলোকে ১০ লক্ষ করে দিন'

রাজ্যকে বললেন প্রধান বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ চলতি বছরে দুর্গা পূজায় ৮৫,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে পুজো কমিটিগুলোকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রায় প্রতি বছর এই অনুদানের অঙ্ক বাড়িয়েছেন তিনি। গত বছর যা ছিল ৭০ হাজার, এবার তা বেড়ে হয়েছে ৮৫ হাজার। সেই অনুদান নিয়ে রাজ্যের প্রতি তির্যক মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। পুজোর অনুদান নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে হাইকোর্টে। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি বলেন, ''রাজ্যের পুজো কমিটিগুলোকে কম করে ১০ লক্ষ টাকা দিন, ৮৫ হাজার টাকায় কী হয়?'' প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। পুজোর অনুদানের ৮৫,০০০ টাকা কোথা থেকে আসছে, এই প্রশ্ন তুলেই জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল হাইকোর্টে। সৌরভ দত্ত নামে এক ব্যক্তি আগেও এই অনুদান নিয়ে মামলা করেছিলেন হাইকোর্টে। সেই মামলাতেই এবার নতুন করে আবেদন করা হয়েছে। জনস্বার্থ মামলায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এই টাকার উৎস কী? ক্লাবগুলি এই টাকা গাইডলাইন মেনে খরচ করছে কি না। সোমবার প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম রাজ্যের অনুদান প্রসঙ্গে বলেন, ''৮৫ হাজার টাকায় প্যান্ডেল বা পুজোর কোনও কাজ হওয়া সম্ভব নয়। এই টাকায় খুব বেশি হলে একটা তাঁবু বানানো যেতে পারে। আর না হলে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের কাজে লাগতে পারে। আমি দু'বছর পুজোয় ঘুরে দেখেছি যে এই টাকায় কিছু হয় না। অনুদানের টাকা কমপক্ষে ১০ গুণ বাড়ানো হলে সেটা পুজোর কাজে লাগতে পারে।'' তিনি আরও বলেন, ''দুর্গা পূজা রাজ্যের ঐতিহ্য। সেই কারণে পুজোকমিটি গুলিকে উৎসাহিত করার জন্য হয়ত এই টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয়। প্রত্যন্ত এলাকায় হয়ত এই টাকায় কিছু হতে পারে, কিন্তু এখানে নয়।'' দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে একটি মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। অভিযোগ উঠেছিল, কার্ড রয়েছে, অথচ টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এদিনের শুনানিতে সেই প্রসঙ্গ উঠে আসে আদালতে। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য সরকার ১,০০০ টাকা দেয়। তাদের আরও বেশি প্রয়োজন। সেটা সরকার বিবেচনা করে দেখলে ভাল হয়।'' একই সঙ্গে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এদিন উল্লেখ করেন, আদালত থেকে চুক্তিভিত্তিক কর্মী অপসারণের ফলে আদালত অসুবিধায় পড়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ২৩ বছর কাজ করার পর ২৩ হাজার কর্মী সর্বোচ্চ ২৩ হাজার টাকা নিয়ে অবসর নিচ্ছেন। পিডব্লুডি-র কয়েকজন কর্মী দাবিপত্রও জমা দিয়েছিল। ২৫ জন সেইরকম কর্মীকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধান বিচারপতি।

এবার জামিন এনামুলেরও, একে একে সকলেই বেরিয়ে আসছেন তিহাড় থেকে

গরু পাচার মামলায় এবার সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন এনামুল হক। ইডির করা মামলায় সোমবার জামিন পেলেন মুর্শিদাবাদের এই ব্যবসায়ী। বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ ও বিচারপতি অরবিন্দ কুমারের বেঞ্চে জামিন পান তিনি। অর্থাৎ অনুব্রত মণ্ডল, সুকন্যা মণ্ডলের পর এবার তিহাড় থেকে বেরোবেন এনামুলও। দীর্ঘদিন জেলে থাকা সত্ত্বেও এখনও বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি, এই সওয়ালের ভিত্তিতেই এদিন জামিন পেলেন এনামুল। এনামুল হক গরুপাচার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত। তাঁর

বাড়ি থেকে নগদ ৪৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল। একুশের বিধানসভা ভোটের আগে কয়লাকাণ্ড ও গরু পাচার কাণ্ড নিয়ে জোর কদমে তদন্তে নামে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সেই সময়ই এনামুল হক নামে মুর্শিদাবাদের এক ব্যবসায়ীর নাম উঠে আসে। আগেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল একটি ঘুষ দেওয়ার মামলায়। সেই গ্রেফতারির পর জামিনও পান। তবে ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হন আবার। গরু পাচার মামলায় ২০২২ সালে ইডিও গ্রেফতার করে তাঁকে। সেই এনামুলও এবার তিহাড় থেকে বেরোবেন।

সন্দীপ-অভিজিৎ কি সিসিটিভি ফুটেজ নষ্ট করেছেন? তদন্তে আরও সক্রিয় সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার রেশ এখনও কেউ ভুলতে পারেননি। ওখানে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল। যার জেরে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল রাজ্য জুড়ে। সদ্য উঠেছে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি। আর এই আবহের মধ্যেই এবার পানিহাটির তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নির্মল ঘোষকে তলব করল সিবিআই। এই আবহে তরুণী চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের মূল রহস্য সিসিটিভি ফুটেজেই লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে করছেন সিবিআই অফিসাররা। কলকাতা পুলিশের কাছে যে সিসিটিভি ফুটেজ ছিল সেটা সিবিআইকে দেওয়া হয়েছে। তবে তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিবাদ দেখা দিয়েছিল। এদিকে আইএমএ'র কলকাতা শাখার সহ-সভাপতি পদত্যাগ করতেই আলোড়ন পড়ে যায়। তার মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের সিবিআই দফতরে উপস্থিতি নানা গুঞ্জন তৈরি করেছে। সিবিআইয়ের দাবি, গত ৯ আগস্ট ঘটনার দিনের এবং তার ১৫ দিন আগের ফুটেজও সঠিকভাবে সংরক্ষণ বা বিকৃত করা হয়েছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখবে তারা। সিসিটিভি ফুটেজ বিকৃতিতে আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজি মণ্ডলের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন সিবিআই অফিসাররা। এই দু'জনেই এখন সিবিআই হেফাজতে আছেন। তবে সন্দেহ হচ্ছে দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ থাকা নিয়ে। অন্যদিকে রবিবারই কলকাতা আইএমএ শাখার বৈঠক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেখানে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা হয়েছিল। ইস্যু কিন্তু সেই আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা এবং নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। এই ঘটনার পর তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ককে সিবিআই তলব অন্য মাত্রা যোগ করেছে। তার মধ্যে সিসিটিভির পুরনো ফুটেজ নতুন করে

খতিয়ে দেখতে চাইছেন সিবিআই তদন্তকারীরা। এই ঘটনার দিনের ফুটেজে বেশ কয়েকজনের সন্দেহজনক গতিবিধি ধরা পড়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। এই বিষয়ে অভিজিৎ এবং সন্দীপকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হচ্ছে। আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষও আইএমএ'র কলকাতা শাখার সদস্য ছিলেন। এখন তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, ধর্ষণ-খুন করার ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগে ও পরে ঘনঘন দু'জনের মোবাইলে ফোন এসেছিল। যাঁরা ফোন করেছিলেন, তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, ঘটনার কয়েকদিন আগেও হাসপাতালে যাতায়াত করেন সন্দেহভাজনরা। দেখা করেন সন্দীপের সঙ্গেও। তবে কী কারণে সেটা অবশ্য পরিষ্কার নয়। জেরায় তাঁরা মুখ খুলতে চাননি। সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই এবং রাজ্যের পক্ষ থেকে দু'রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

২৫ তারিখ আপার প্রাইমারির প্যানেল প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ করুণাময়ীতে আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন ঘিরে যখন ধুন্ধুমার, তখনই এল বিজ্ঞপ্তি। ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আপার প্রাইমারির নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ডেডলাইন ছিল কলকাতা হাইকোর্টের। ২৫ সেপ্টেম্বরই প্যানেল প্রকাশ করার কথা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। গত ২৮ আগস্ট ৪ সপ্তাহের ডেডলাইন স্থির করেছিল আদালত। সেইমতোই সোমবার ২৩ তারিখ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল ২৫ তারিখ অর্থাৎ আগামী বুধবার প্যানেল প্রকাশ করা হবে।

মোদি আর নেই সে মোদি, বিরোধীরা যা করাতে চায়, তাই হয়, জম্মু-কাশ্মীরে ভোটপ্রচারে রাহুল

শ্রীনগর, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ জম্মু-কাশ্মীরে ভোটপ্রচারে এসে সোমবার প্রত্যাশামতোই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি-আরএসএসের দুর্গে রীতিমতো বোমাবর্ষণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। আগামী বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর জম্মু-কাশ্মীরে দ্বিতীয় দফার ভোট। তার আগে এদিনই ছিল প্রচারের শেষদিন। রাহুল পুঞ্চ এবং শ্রীনগরের জনসভায় গেরুয়া শিবির লক্ষ্য করে একের পর এক তোপ দাগেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে লড়ছে ন্যাশনাল কনফারেন্স। সেই দলের প্রধান তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা মঞ্চে রাহুলকে ভবিষ্যৎ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলে ব্যাখ্যা করেন। রাহুল ভাষণে বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত-এ অনেক গুরুগম্ভীর কথা বলেন। কিন্তু, কাম কি বাত ভুলে যান।'' কংগ্রেস দল প্রধানমন্ত্রী মোদিকে মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছে। এই দাবি করে রায়বরেলির এমপি আরও বলেন, ''এই মোদি আর আগের মোদি নেই। কংগ্রেস মোদিকে মানসিকভাবে হারিয়ে দিয়েছে। এখন বিরোধীরা যা চাইছে, তাই হচ্ছে।'' স্থানীয়দের প্রাদেশিক মনোভাবকে উসকে দিয়ে কংগ্রেস সাংসদের দাবি, কাশ্মীরে এখন বহিরাগতর রাজ চলছে।

সিঙ্গুরের দুঃখ ভুলে শিল্প গড়তে বাংলায় ফিরছে টাটারা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সময়টা ২০০৬ সাল, হুগলি জেলার ছোট্ট ব্লক সিঙ্গুর তখন বাংলা এমনকী দেশের অন্যতম রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে পরিনত হয়েছে। শুধু আলোচনাই নয়, সমালোচনা কম শুনতে হয়নি তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে। কারণ সিঙ্গুরের প্রায় ১০০০ হাজার একর জমি নিয়ে ন্যানো কারখানা গড়তে চেয়েছিল রতন টাটার সংস্থা টাটা মোটরস। উদ্দেশ্যে শিল্পায়নের হলেও শিল্পের জন্য জমি দখল প্রক্রিয়ায় ভুলের খেসারত দিতে হয়েছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারকে। শিল্পায়নে যারা জমি দিয়েছেন ও যারা জমি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না তাঁদের হাতিয়ার করেই টাটাকে ইস্যু করে বাম বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর, ধর্ণা-অনশন, মিছিল-মিটিঙেও সেই জট কাটেনি। টাটার তৎকালীন ডিরেক্টর রবি কান্তের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল মমতার। কিন্তু জট কাটেনি তবুও। তকালীন বিরোধী নেত্রীর অনড় মনোভাবের কারণে শেষপর্যন্ত হাল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল

দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প সংস্থাটি। বাম-তৃণমূলের সংঘাতের মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত সিঙ্গুর ছাড়তে বাধ্য হয় টাটা মোটরস। ফলে রাজনীতির জাঁতাকলে পড়ে ভেঙে যায় মধ্যবিত্ত 'একলাখি গাড়ি'র স্বপ্ন। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। রাজ্যে শাসন ক্ষমতা বামেদের হাত থেকে চলে এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। আজ প্রায় দ্বি-দশক পেরিয়েও সিঙ্গুরের স্মৃতি ভুলতে পারেনি বাঙালি। আজও বাংলার রাজনীতির অবচেতন মননে সিঙ্গুরে টাটার বিদায় গভীরভাবে ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। যারফলে অনেকেই বর্তমান রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলতে পিছুপা হননি। বাঙালির মতোই কিন্তু বাংলার টান এখনও অস্বীকার করতে পারেনি টাটা। যুগ বদলেছে পেট্রোলের জায়গায় বৈদ্যুতিন গাড়ির প্রচলন বাড়ছে ক্রমেই। এবার সেই বিষয়কে মাথায় রেখে ফের সিঙ্গুরে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে টাটা গোষ্ঠী। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী দিনে সিঙ্গুর থেকে বৈদ্যুতিন বাই সাইকেল উৎপাদন করবে রতন টাটার সংস্থাটি। ভবিষ্যতে এই সাইকেলের চাহিদা হবে আকাশ ছোঁয়া। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই সমাজের সমস্ত শ্রেনীর জন্য নয়া প্রকল্প পেশ করেছে টাটা। যার দাম মাত্র ৩০ হাজার টাকা। টানা তিন ঘণ্টা চার্জ দিলেই একবারে ৪০ কিমি পর্যন্ত চলতে পারবে এই সাইকেল। ব্যাটারিতে রয়েছে দু বছরের ওয়ারেন্টি। ওজনে হালকা হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় সহজেই নিয়ে যাওয়া যাবে। টাটার এই নতুন প্রকল্প সিঙ্গুরে ফের বাস্তবায়িত হলে বাংলার অর্থনীতিতে শিল্পের অভাব কিছুটা পূরণ হবে বলেই মনে করছে শিল্পমহল। সেক্ষেত্রে মমতার বিরুদ্ধে বামেদের শিল্প-বিরোধী তকমার পাল্টা জবাব দিতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনটা মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আপাতত হাজতেই থাকতে হবে আমানতুল্লাহকে, ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়লো বিচারবিভাগীয় হেফাজত

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ আপাতত জেলেই থাকতে হবে আম আদমি পার্টির বিধায়ক আমানতুল্লাহ খানকে। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড অর্থ তছরূপ মামলায় আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বে।ছে আমালাতুল্লাহ খানের বিচারবিভাগীয় হেফাজত। সোমবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত আমানতুল্লাহ খানের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে।আমানতুল্লাহ খান দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। সেই মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার আমানতুল্লাহ খানকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে পেশ করা হয়। হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়ে তাঁকে আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

৩৭০ ধারা পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে থাকব ঃফারুখ আব্দুল্লাহ

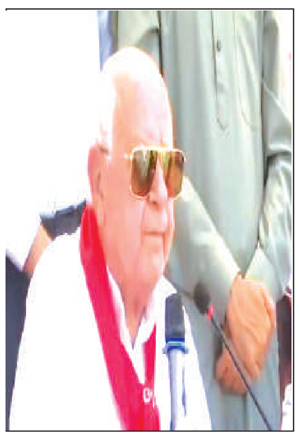

শ্রীনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ অনুচ্ছেদ ৩৭০ নিয়ে ফের সওয়াল করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুখ আব্দুল্লাহ। সোমবার ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি ফারুখ আব্দুল্লাহ বলেছেন, এটি আইনি লড়াই, ৩৭০ ধারা পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে যেতে থাকব। এটি জনগণের সম্মানের বিষয়।সোমবার ফারুখ আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর আমাদের জমি ও চাকরি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অন্য রাজ্যের লোকজনকে এখানে চাকরি দেওয়া হচ্ছে, এটা আপনাদের জমি এবং আপনাদের সন্তানদের এই চাকরি পাওয়া উচিত। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা ১ লক্ষ যুবককে কর্মসংস্থান দেব।

লাড্ডু প্রসাদ বিতর্ক! তিরুপতি মন্দিরে মহা শান্তি হোমযজ্ঞ টিটিডি-র

তিরুপতি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ লাড্ডু প্রসাদ বিতর্কের মধ্যেই সোমবার মহা শান্তি হোমযজ্ঞর আয়োজন করা হল তিরুপতি মন্দিরে। টিটিডি (তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমস)-র পক্ষ থেকে লাড্ডু প্রসাদ বিতর্কের মধ্যেই মহা শান্তি হোমের আয়োজন করা হয়েছে। তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমস (টিটিডি)-এর নির্বাহী আধিকারিক শামালা রাও এবং বোর্ডের অন্যান্য আধিকারিকরা পুরোহিতদের সঙ্গে হোমযজ্ঞতে অংশ নিয়েছেন।ভারতের জনপ্রিয় তিরুপতি মন্দিরে সারা বছর লাখ লাখ ভক্তের সমাগম হয়। তিরুপতি মন্দিরের আরাধ্য দেবতা ভেঙ্কটেশ্বর। যিনি ভগবান বিষ্ণুর অবতার। বালাজি, গোবিন্দ, শ্রীনিবাস, একাধিক নামে ডাকা হয় এই দেবতাকে।

প্রসাদ বিতর্কে মুখ খুললেন চিরাগ পাসোয়ান, বললেন এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত নয়

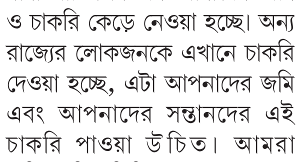

রাঁচি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরে লাড্ডু প্রসাদ বিতর্কে এবার মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। বলেছেন, এই ধরনের ঘটনা কখনই বরদাস্ত করা যায় না।সোমবার সকালে রাঁচিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, এই ঘটনা যতটা নিন্দনীয়, ততটাই উদ্বেগজনক। কোটি কোটি মানুষের অনুভূতিতে যেভাবে আঘাত করা হয়েছে, তা বরদাস্ত করা হবে না। যারাই এই ঘটনার জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে।

গত এক দশকে সংস্কার, সম্পাদন ও রূপান্তরের মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারত ঃপ্রধানমন্ত্রী

নিউইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ গত এক দশকে সংস্কার, সম্পাদন ও রূপান্তরের মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমেরিকার নিউইয়র্কে শীর্ষস্থানীয় টেক কোম্পানির সিইও-দের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, গত এক দশকে সংস্কার, সম্পাদন ও রূপান্তরের মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারত। আমরা সময়ের প্রয়োজন অনুসারে সংস্কারকে গুরুত্ব দেব, এখন ভারত উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন দেখে এবং সেগুলি পূরণ করতে কঠোর পরিশ্রমও করে। ভারত পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার তৃতীয় মেয়াদে, আমরা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করব।...প্রযুক্তি হল বিকশিত ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আমরা প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং বিনিয়োগের জন্য প্রচুর সুযোগ প্রদান করেছি..এখন ভারতে সবচেয়ে কার্যকর ডিজিটাল ইকোসিস্টেম রয়েছে। ভারতে তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, আমরা সেমিকন্ডাক্টর ও চিপস নিয়ে যে নীতি নিয়ে এসেছি তা ভারতে স্বাগত জানানো হচ্ছে এবং এই সেক্টরের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিত্বরা ভারতে বিনিয়োগ করতে খুব আগ্রহী। আমরা ভারতে ডিজাইনের উপর অনেক জোর দিচ্ছি...ভারতে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইন সিস্টেমে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হতে পারে ভারত...ভারতে ইলেকট্রনিক সেক্টরের মূল্য ১৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি এবং আমরা এই সেক্টরে ৬ মিলিয়ন কাজের সুযোগ তৈরি করতে ২০৩০ সালের মধ্যে এটিকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখি... ভারতের যুব সমাজ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত অধ্যয়নে প্রচুর আগ্রহ নিচ্ছে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অতিশী, আবারও বিঁধলেন বিজেপিকে

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সোমবার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অতিশী মারলেনা। সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে গিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অতিশী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অতিশী আবারও বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন। অতিশী বলেছেন, আমি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিয়েছি। আগামী চার মাস আমি দিল্লি সরকার পরিচালনা করব, মর্যাদা এবং নৈতিকতার উদাহরণ স্থাপন করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। গত দুই বছর ধরে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে কোনও খামতি রাখেনি বিজেপি। বিজেপিকে আক্রমণ করে অতিশী বলেছেন, কেজরিওয়ালের উপর মিথ্যা মামলা করা হয়েছিল, তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ছয় মাসের জন্য জেলে রাখা হয়েছিল... অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, দিল্লির জনগণ তাঁর সততার উপর আস্থা না দেখা পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসবেন না। তাই তিনি পদত্যাগ করেছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার অরবিন্দ কেজরিওয়ালেরই। আমি আশাবাদী দিল্লির জনগণ তাঁকে আবারও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত চেয়ারটি এই অফিসেই থাকবে এবং অরবিন্দ কেজরিওয়লের জন্য অপেক্ষা করবে।

নিয়োগপ্রার্থীদের এসএসসি ভবন অভিযানে উত্তেজনা

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ নিয়োগের দাবিতে ফের রাস্তায় নামলেন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা। সোমবার দুপুরে এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা।অভিযান ঘিরে এদিন প্রবল উত্তেজনা দেখা যায়।সল্টলেকে করুণাময়ী মেট্রো স্টেশনের গেট থেকে বেরিয়ে এসএসসি ভবনের দিকে রওনা দেন তাঁরা। করুণাময়ী স্টেশনের গেট থেকেই হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন তাঁরা। আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের ঠেকাতে মেট্রো স্টেশনের সিঁড়ির সামনেই মোতায়েন ছিলেন পুলিশকর্মীরা। কিন্তু পুলিশকর্মীদের দৃশ্যত পাশ কাটিয়েই রাস্তায় নেমে পড়েন উচ্চ প্রাথমিক চাকরি প্রার্থীরা।পরে বিক্ষোভকারীদের একাংশকে সেখান থেকে সরিয়ে বাসে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। বাকি একাংশ আচার্য সদনের (এসএসসি ভবন) পিছনের গেটের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।আন্দোলনকারীদের ঠেকাতে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল পুলিশ। পর্যাপ্ত বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছিল। মেট্রো স্টেশনের কিছুটা দূরে রাস্তার উপর ব্যারিকেডও করা ছিল। তবে আন্দোলনকারী চাকরি প্রার্থীরা যে মেট্রো স্টেশন থেকে এই ভাবে দৌড়ে এগিয়ে আসবেন, তার জন্য দৃশ্যত প্রস্তুত ছিলেন না পুলিশকর্মীরা।মেট্রো স্টেশনে পুলিশকর্মীদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে এসএসসি ভবনের দিকে ছুটতে থাকেন উচ্চ প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা। পুলিশের ব্যারিকেড সরিয়ে করুণাময়ীর মোড় পেরিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন তাঁরা। যদিও কিছু ক্ষণের মধ্যেই আবার ব্যারিকেড স্বস্থানে ফিরিয়ে আনেন পুলিশকর্মীরা। ঠেকানো হয় আন্দোলনকারীদের। কিন্তু তত ক্ষণে চাকরিপ্রার্থীদের একটি অংশ ব্যারিকেড পার করে এগিয়ে যান সামনের দিকে।

শাস্ত্রীয় দুর্গা পূজার বিধি

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ,২৩সেপ্টেম্বরঃ বৈশাখ মাসে পঞ্জিকা প্রকাশ হইতেই দেখিলাম গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় রাজা বৃহস্পতি এবং মন্ত্রী রবি। আবার পি. এম. বাকচি পঞ্জিকায় দেখিলাম রাজা চন্দ্র এবং বৃহস্পতি মন্ত্রী, আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় রাজা চন্দ্র এবং মন্ত্রী বৃহস্পতি। যাহা হউক পূজায় পঞ্জিকার পূজার সময় ঠিক আছে। তিথি লইয়াই মাতামাতি করিয়াছেন।দুর্গা পূজার বিধি কি? দুর্গা পূজায় যেমন তিথির প্রয়োজন আছে তেমনি নক্ষত্রেরও প্রয়োজন আছে। বৃহৎ ধর্ম পুরাণে বলা হইয়াছে রামের জন্য দুর্গা পূজার বোধন পর্ব্বে ব্রহ্মাকে দেবী ভগবতী বলিতেছেন, হে ব্রাহ্মণ সপ্তমী হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত তিথি চতুষ্টয়ে যথাক্রমে মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবনা নক্ষত্র হইলে পূজার প্রশস্ত সময় এবং বহু ফল লাভ হয় ''।আবার শ্রীম দেবী ভাগবতে ব্যাসদেবের উক্তি নবরাত্র ব্রতের বিধানে আশ্বিন মাসের প্রতিপদ তিথিতে অবশ্যই হস্তা নক্ষত্রযুক্ত হইতে হইবে এবং সপ্তমী হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত মূলা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রবনা নক্ষত্রযুক্ত তিথিতে বিসর্জন করিতে হইবে।কালিকা পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রবনা নক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথিতে বিসর্জন করিবে।স্মাত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের দুর্গা পূজা তত্ত্বে দেখা যায় শারদীয়া দুর্গা পূজায় অধিক পূজার ব্যবহার। তাই তিনি তিথি - নক্ষত্র দেখিয়া বারবেলা কালবেলা বাদ দিয়া অধিক পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন।যাহা হউক আমার বিনীত অনুরোধ এখনও সময় আছে। যাহাতে বাঙালীর এই অশ্বমেধ যজ্ঞ, যাহাতে আপামর জনসাধারন গৃহবধূ হইতে পূজারী ব্রাহ্মনগন এই যজ্ঞ সুখসম্পন্ন করিয়া জনগনের মুখে হাসি ফোটাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করুন। আমার নিবেদন যেহেতু প্রতিটি নক্ষত্র রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করিতেছে, তাহা হইলে ইতঃস্তত করার কিছু নাই। তাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ মূলা নক্ষত্র বর্তমান ষষ্ঠীর দিন, যেহেতু মূলা নক্ষত্র সপ্তমী পূজা শাস্ত্রীয় বিধানে বলা হইযাছে, তাহা হইলে ২২শে আশ্বিন সপ্তমী পূজা সকাল ৭৩১২৪ সেন্ট পরে এবং ষষ্ঠী পূজা ২১ শে আশ্বিন সকাল ৭৭৫৭ সেন্ট পরে করিলে সারা দিনরাত্রি ষষ্ঠী পাওয়া যাইবে ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র রাত্রি ১২৫৭ সেন্ট পর্যন্ত। যেহেতু বৃহ নন্দী কেশর দুর্গা পূজা পদ্ধতিতে বলা হইযাছে বোধন অন্তে অধিবাস ষষ্ঠী তিথির মধ্যেই করিতে হইবে। এই প্রকার পূজা করিলে কোন সমস্যাই থাকিবে না।শাস্ত্রীয় দুর্গা পূজা কার্যকরী ও ফলপ্রসু হয়। শাস্ত্র সর্বৈব সত্য। সবুরে মেওয়া ফলে। চাই শাস্ত্রোজ্বল বুদ্ধি। পূজা কথার অর্থ আত্মার সংযোজন পরমাত্মা। বর্তমান সময়ে যুগোপযোগী বিবর্তনের ধারায় পূজা প্রথা চলে আসছে। পূজায় আছে স্বাস্থ্য রক্ষার বিধান। রোগাক্রান্ত সময় ও সমাজের জন্য পূজা বিশেষ প্রয়োজন। পূজা জগতের হিতার্থে ও লোক কল্যানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন শুদ্ধ হয়। আর শুদ্ধ মন যদি বিধি - নিষেধ মানতে পারে, তখন ষড়রিপু বশীভূত হয়। ফলে পূজায় দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ অসুখে নয় সুখে থাকার সহজ উপায়। শরীরও মন্দির, স্বাস্থ্য রক্ষা ও ধর্ম।

তিন বছরের শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ! প্রতিবাদে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ তৃণমূলের!

নদীয়া,২৩সেপ্টেম্বরঃ- কলকাতা আর জি কর কান্ড নিয়ে যেখানে বিজেপি সহ সব বিরোধী রাজনৈতিক দল তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত সাড়াশি আক্রমণ করতে মাঠে নেমেছে, এমতাবস্থায় নদীয়ায় বিজেপি নেতার বিরুদ্ধেই উঠলো এক শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। আর যা নিয়ে এবার বিজেপিকে আক্রমণ করতে পথে নেমেছে তৃণমূল। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর হরিপুর অঞ্চলে।জানা যায় নৃসিংহ পুর হাউস সাইট কলোনিতে তিন বছরের শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত পদপ্রার্থীর বাবা মনোরঞ্জন হালদারের বিরুদ্ধে। সুত্রের খবর অভিযুক্ত ব্যাক্তি বিজেপির ৮৬৭৩ বুথের সভাপতিও। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাবালিকা কন্যা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সৃথানীয় ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ প্রশাসন। হাসপাতালে এসে শিশু কন্যার পরিবারের সাথে কথা বলে রানাঘাট পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, তিনি পেশায়.দিনমজুরে, রবিবার দুপুরে তার স্ত্রী তাকে ফোন করে সমস্ত ঘটনা জানায়।এরপর বাড়িতে ছুটে আসেন তিনি। পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত মনোরঞ্জন হালদারের নাতির সাথে ওই তিন বছরের শিশু কন্যা অভিযুক্তর বাড়িতে খেলতে যায়, এরপরেই ঘটে এই ঘটনা। হঠাৎ ওই শিশু কন্যা কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে এসে তার মাকে জানাই যৌনাঙ্গে যন্ত্রণার কথা। তখনই জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সমস্ত ঘটনার উদঘাটন হয়। সাথে সাথেই শিশুকন্যাকে নিয়ে শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হয় পরিবার, এরপর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। যদিও ঘন্টা খানিকের মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে শান্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়,সোমবার পক্স আইনে মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয়। অন্যদিকে গত রবিবার রাতে শিশু কন্যার বাড়িতে ছুটে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল, এরপর প্রতিবাদে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ করতে শুরু করে। নেতৃত্ব দেন শান্তিপুর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্ব। সোমবার সকাল থেকেই এলাকার পরিস্থিতি সামাল দিতে বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট।

জনগণের সমস্যা সমাধানে দিল্লি বিজেপির প্রচারাভিযান

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা এবং বিজেপি নেতা বিজেন্দ্র গুপ্ত সোমবার এক অভিনব প্রচারাভিযান শুরু করেন। কনট প্লেস থেকে এই প্রচারাভিযান শুরু হয়। বীরেন্দ্র সচদেবার পাশাপাশি দলের অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, দিল্লির সমস্ত নির্বাচনী এলাকায় এই প্রচার চালাবে বিজেপি।জানা যাচ্ছে, এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে বিজেপি বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে জনগণের সঙ্গে কথা বলবে এবং তাঁদের সমস্যার বিষয়ে জানবে। উল্লেখ্য, এর আগে বিজেপি নেতা বীরেন্দ্র সচদেবা এবং হর্ষ মালহোত্রার নেতৃত্বে প্রতি শনিবার জনতার দরবার শুরু হয়। সেটির উদ্দেশ্য, জনগণের সমস্যার বিষয়ে শুনে তার সমাধান করা।

জয়পুর থেকে সওয়াই মাধোপুর পর্যন্ত কবচ ব্যবস্থা

জয়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার জয়পুরে যাচ্ছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। ওইদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ তিনি ট্রেনে করে জয়পুর থেকে সওয়াই মাধোপুর যাবেন। এই সময়ে মন্ত্রী দুটি স্টেশনের মধ্যে ট্র্যাক, সিগন্যাল এবং প্ল্যাটফর্ম পরিদর্শন করবেন। এর পর তিনি সওয়াই মাধোপুর জংশন থেকে সুমেরগঞ্জ মান্ডি পর্যন্ত কবচ ব্যবস্থা পরিদর্শন করবেন।উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শশীকিরণ বলেছেন যে, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সওয়াই মাধোপুর থেকে সুমেরগঞ্জ মান্ডি পর্যন্ত ট্রেনে করে কবচ ব্যবস্থার পরিদর্শন করবেন।

ফের বড়সড় সাফল্য নদীয়ার রানাঘাট পুলি জেলার! কোন এলাকায় আর চলবে না জুয়া সাট্টার ঠেক!! কড়া হুশিয়ারী প্রশাসনের

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়াঃরানাঘাট পুলিশ জেলা এলাকায় জুয়া খেলা নিয়ে আরও কঠোর পুলিশ প্রশাসন।জানা যায় ইতিমধ্যে গত ১ বছরে পুলিশ জেলা জুড়ে প্রায় ৪৬০ জনের অধিক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে প্রশাসন।গত রবিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গয়েশপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইয়ং ম্যানস ক্লাবের কাছ থেকে জুয়ার ঠেকে হানা দিয়ে ৯ জনকে গ্রেফতার করে কল্যাণী গয়েশপুর ফাঁড়ির পুলিশ। এই অভিযানে নগদ ৩০ হাজার টাকাও উদ্ধার হয়েছে বলে খবর পুলিশ সুত্রে।এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (hedquatar) জানান,রানাঘাট পুলিশ জেলার মধ্যে গত ১১ মাসে জুয়ার ঠেকে হানা চালিয়ে মোট ৪৬০জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।তার মধ্যে শুধু কল্যাণী থানার অধীনে জুয়ার ঠেকে হানা দিয়ে গত ৬ মাসে ৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে মোট ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। ভবিষ্যতে জুয়ার বিরুদ্ধে পুলিশের এই অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে জানান তিনি।প্রশাসনের দাবী সারা দিন গরিব মানুষ গুলি ৩০০-৪০০ টাকা রোজকার করে। তারা এসে জুয়া খেলতে বসছে বাড়িতে যাওয়া সময় যাচ্ছে খালি হাতে অন্যদিকে হয়তো তার বাড়ির বাচ্চা, বাবা মা স্ত্রী বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কখন চাল ডাল, ঔষধ নিয়ে আসবে তাদের বাবা বা ছেলে খালি হাতে যখন ফিরছে বাকি পরিবারের সদস্যদের না খেয়েই হয়তো ঘুমাতে হচ্ছে। আমরা বুঝি না খেয়ে রাত কাটানোর জ্বালা।বাচ্চা গুলি টাকার অভাবে সঠিক শিক্ষাও হয়তো পাচ্ছে না। বৃদ্ধ বাবা মা মেডিসিন না খেয়েই থাকতে হচ্ছে শুধু মাত্র এই জুয়ার জন্য। তাই পরিবারের বাকি মানুষ গুলির উপর দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ন হয়েই আরও কঠোর হচ্ছি আমরা এই জুয়া নিয়ে।প্রশাসনের এহেন উদ্যোগ তথা জুয়া - সাট্টার বিরুদ্ধে এই কঠোর পদক্ষেপ যে এখন থেকে আর জুয়াকে কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেবে না টিম সানিরাজ, তা বলাই বাহুল্য।

দাবার ইতিহাসে অগ্রণী অধ্যায় তৈরি করেছেন, কৃতীদের অভিনন্দন অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত ইতিহাসে নাম খোদাই করল! সোমবার এক্স হ্যান্ডলে এই বার্তা দিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি লিখেছেন, দাবা অলিম্পিয়াড ২০২৪-এ ওপেন এবং মহিলা উভয় বিভাগেই স্বর্ণপদক জেতার জন্য টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন। আপনারা নিখুঁত প্রতিভা দিয়ে দাবা অলিম্পিয়াডে প্রথম স্বর্ণপদক জিতে আমাদের দাবার ইতিহাসে একটি অগ্রণী অধ্যায় তৈরি করেছেন।আপনারা শুধু ভরতের উজ্জ্বলতায় বিশ্বকে মন্ত্রমুগ্ধ করেননি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমার সমস্ত শুভকামনা আপনার ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার জন্য রয়েছে আপনাদের সাথে।প্রসঙ্গত, বুদাপেস্টে ৪৫ তম দাবা অলিম্পিয়াডের ওপেন এবং মহিলা দুই বিভাগেই স্বর্ণপদক জিতে রবিবার বুদাপেস্টে ভারত তার ক্রীড়া ইতিহাসের অন্যতম সেরা মুহূর্ত রেকর্ড করেছে। ভারতীয় পুরুষ প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগিতায় রবিবার দিন দুর্দান্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিল যে তারা প্রায় এক রাউন্ড আগেই সোনা জয়ের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

বাঙালি হিন্দুর উপর মুসলমানের নির্যাতনে সরব হওয়ার আর্জি তথাগতের

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃআমরা বাঙালি হিংদুরা এমন ক্লীব যে বাঙালি হিন্দুর উপর মুসলমানের নির্যাতনের ব্যাপারে আমরা নির্বাক! এই দাবি করেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।সোমবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ উপজাতীয়দের উপর বাঙালি মুসলমানদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় উপজাতীয়রা তীব্র প্রতিবাদ করেছে।পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিকে অনুরোধঃবাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন ও অন্যান্য জায়গায় একটা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন ! মানুষ জানুক, হিন্দু হবার অপরাধে মানুষকে কি যন্ত্রনা পেতে হচ্ছে !

আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে, নিউইয়র্কে টেক কোম্পানির সিইও-দের সঙ্গে বৈঠকের পর বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

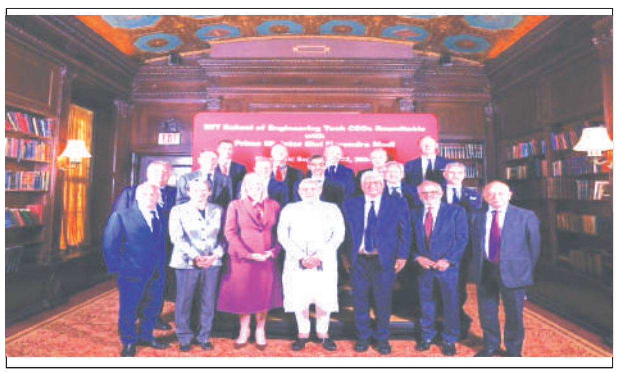

নিউইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃআমেরিকার নিউইয়র্কে শীর্ষস্থানীয় টেক কোম্পানির সিইও-দের গোলটেবিল বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী বলেছেন, গত বছর আমি যখন ওয়াশিংটনে এসেছিলাম, আমি একটি হাই-টেক হ্যান্ডশেক প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলাম এবং আমি আপনাদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম, এখন এক বছর পর আমি আবারও বসতে পেরে গর্বিত বোধ করছি। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উদ্ভাবকদের সঙ্গে ভারতের প্রতি শক্তি, উন্মাদনা এবং আস্থা আমাদের অনেক আনন্দ দেয়...আপনাদের পক্ষ থেকে প্রচুর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং আপনাদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শগুলি আমার কাছে খুবই মূল্যবান। সিইওদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের পর এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে স্বচ্ছ বিদ্যালয় অভিযান

বাঁকুড়া,২৩সেপ্টেম্বরঃ রা অক্টোবর। ১৮৬৯ সাল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। বিশ্ব শান্তির প্রতীক মহাত্মা গান্ধী। ভারতের জন্য মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নকে সম্মান জানাতে বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সৌজন্যে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শুরু হযেছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভি.এস.টি. ও ভি.সি.টি.- র কর্মকর্তাগণ। উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন

মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। সর্বোপরী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অংশীদার হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, স্বচ্ছ বিদ্যালয় ও স্বচ্ছ গ্রাম গড়ে তুলতে পারলেই স্বচ্ছ ভারত গড়ে উঠবে।

নগাঁওয়ের বেঙেনাআঁটিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

নগাঁও (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ নগাঁওয়ের বেঙেনাআঁটিতে বিধ্বংসী এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জনৈক সামসুল আলমের বসতঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আগুনের কবলে পড়ে তাঁর এএস ০১ ইজেড ৩১৩৮ নম্বরের হুন্ডাই এক্সেন্ট গাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পাশাপাশি ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র এবং মূল্যাবন নথিপত্র পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে।ভুক্তভোগী সামসুল আলম ঘটনা সম্পর্কে জানান, রবিবার গভীর রাতে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে তখন ঘুমে ছিলেন। সৌভাগ্যবলে প্রাণরক্ষা হলেও কোনও সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রে তৎক্ষণা খবর দেওয়া

যাত্রীর এক লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এখন হিরো অটোচালক পলাশ

আশিস কুমার ঘোষ,অশোকনগরঃ সম্প্রতি এক দুর্যোগের রাতে অশোকনগর স্টেশন থেকে অটোয় চেপে নগরউখড়া যাওয়ার পথে আসামের এক যাত্রী অটোর মধ্যে প্রায় এক লক্ষ টাকা সমেত একটি ব্যাগ ফেলে নেমে যান। সৎ ও নিষ্ঠাবান অটোচালক পলাশ দাশগুপ্ত অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওই যাত্রীকে না পেরে টাকার ব্যাগ নিয়ে অশোকনগর থানায় জমা দেন। অশোকনগর থানা থেকে আসামের ওই ভদ্রলোককে খুঁজে তার হাতে টাকার ব্যাক তুলে দেন। অটো চালকের এই সততায় এখন মুগ্ধ অশোকনগরবাসী। সকলেই গর্বিত পলাশের এই সততায়। অশোকনগর প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে অটোচালক পলাশকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। গত বৃহস্পতিবার সকালে অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের প্রাক্তন ছাত্র পলাশকে ওই স্কুলের তরফ থেকেও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অশোকনগর থানার ওসি চিন্তামণি নস্কর জানান শত অভাবের মধ্যেও পলাশের এই ধরনের সর্কম সমাজ কে উদ্বুদ্ধ করবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৬ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ৭ আশ্বিন, চান্দ্রঃ ২১ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮ আশ্বিন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১ আশ্বিন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২১ লাংবন, আসামঃ৬ আহিন্, মুসলিমঃ ১৯-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ২৮ঃ১২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৮ঃ০৫।চন্দ্র উদয়ঃরাত্রি ০৯ঃ৩৬ঃ৩৮(২৩) এবং অস্তঃসকাল ১১ঃ৫২ঃ৩৬(২৪)।কৃষ্ণ পক্ষ।তিথিঃষষ্ঠী (নন্দা) রাত্রিঃ০৭ঃ২২ঃ৩১ দং ৩৪৪৫৩২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃরোহিণী সকাল ঘ ০৪ঃ১৬ঃ২৪ দং ৫৬৫৯৩০ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৭ঃ২২ঃ৩১ দং ৩৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃবজ্র দুপুর ঘ ০০ঃ১৬ঃ১৭ দং ১৬৫৯৫৭.৫ পর্যন্ত পরে সিদ্ধিঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৮ঃ১৮ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৪০ঃ১৬ থেকে - ১১ঃ০৪ঃ১৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ১১ঃ০৪ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০৩ঃ০৪ঃ১৬ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ১৬ঃ১৩ থেকে - ০৩ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ২৮ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ১৬ঃ১৬ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০২ঃ২৮ঃ১২ থেকে - ০৩ঃ৫৮ঃ১২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৬ঃ৫৮ঃ১৭ থেকে - ০৮ঃ২৮ঃ১৬ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৯ঃ৫৮ঃ১৩ থেকে - ১১ঃ২৮ঃ১৪ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৫৬৩১৪৩ (১২) ৩ পদচন্দ্রঃ১২২৪৮৩ (৪) ৪ পদমঙ্গলঃ২১৪১৯১২ (৬) ৩ পদবুধঃ৫১১৮৫৫ (১২) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২৭৪৭৩৬ (৫) ২ পদশুক্রঃ৬৬২২৪ (১৪) ৪ পদ শনিঃ১০১৭১৮১৭ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১১৪৪৯৫০ (২৬) ৪ পদকেতুঃ৫১৪৪৯৫০ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃকন্যা রাশি সকাল ০৭ঃ০৮ঃ১৬ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৯ঃ২২ঃ২৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১১ঃ৩৮ঃ০৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ২৭ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০৩ঃ৩০ঃ২১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৫ঃ০৩ঃ৪৬ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৪৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১৫ঃ২৩ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১০ঃ১৩ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্রি ১২ঃ২৭ঃ০৪ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৪২ঃ৪৮ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৪ঃ০৮ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৫৬ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ১১টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ২৪ মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ পারিবারিক সমস্যা মেটানোর জন্য স্ত্রীর সাহায্যে কাজের সন্ধান পাবেন। শুভ দিন হবে আজ
বৃষ রাশিঃপৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার জন্য আরও উদ্যোগী হতে হবে। গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। সংসারে শান্তি।
মিথুন রাশিঃ প্রতিবেশীর সঙ্গে জমি-জমা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ আছে।
কর্কট রাশিঃকতিপয় জাতক-জাতিকাদের দ্বিমুখী উপায়ে রোজগার হতে পারে। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই থাকবে।
সিংহ রাশিঃবদ্যার্থীদের জন্য সময়টি অনুকূল। বন্ধুকে উপকার করতে গিয়ে বড় ধরনের ঝামেলায় জ৷য়ে পড়তে পারেন। শুভ রং লাল হবে
কন্যা রাশিঃআর্থিক উন্নতি হবে আজ। বিবাহের যোগ হবে আজ
তুলা রাশিঃছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য এই সময় খুব একটা ভালো নাও থাকতে পারে। যোগাসান রোজ করা উচিত
বৃশ্চিক রাশিঃসন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। মা, বাবা ও ভাইবোনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন।।
ধনু রাশিঃ পুরানো বন্ধুর সঙ্গে আবার নতুনভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হবে। তার সাহায্যে ব্যবসা শুরুর পরিকল্পনা করতে পারেন।
মকর রাশিঃবিবাহের যোগ হবে।
কুম্ভ রাশিঃ সংসারে শান্তি হবে।
মীন রাশিঃউর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় পদোন্নতি ও আর্থিক উন্নতি। কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। বিদেশ যাত্রা শুভ হতে পারে আজকে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ।

জয়নগরে হয়ে গেল নীল জলে আন্তঃজলা ক্লাব সাঁতার প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ সুন্দরবন সহ তসংলগ্ন এলাকায় জলে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার তুলনামূলক ভাবে বেড়ে চলেছে।তাই শিশু বয়স থেকেই শিশুদের সাঁতার শেখানোর দরকার আছে।কিন্তু বর্তমানে পুকুর কমে যাচ্ছে ফলে শিশুদের সাঁতার শেখানোর জায়গার দরকার হয়ে পড়েছে। আর সেই তাগিদে জয়নগর মজিলপুরে এই প্রথম নীল জলে মাটির পি এইচ মাত্রা ঠিক রেখে তিন থেকে কুড়ি বছরের শিশু ও কিশোর কিশোরীদের সাঁতার শেখানোর কাজ শুরু করেছে রামকৃষ্ণ সুইমিং পুল। দুই প্রশিক্ষিত সাঁতার প্রশিক্ষক শুভজিৎ চক্রবর্তী ও অভীক চক্রবর্তীর পরিচালনায় গত এক বছর ধরে জয়নগর মজিলপুর টাউন হলের পাশে জয়নগরের একমাত্র নীল জলে সাঁতার প্রশিক্ষণ নেওয়া হচ্ছে। আর সোমবার এই সংস্থার উদ্যোগে আন্ত জেলা ক্লাব সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়ে গেল।এই প্রতিযোগিতায় তিন থেকে কুড়ি বছরের শিশু ও কিশোর কিশোরীদের অংশ নেনমোট ৬৫০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।সাঁতারের বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি স্থান পায় এই প্রতিযোগিতায়।জয়নগর, ফুটিগোদা,সাহাজাদাপুর, কুলতলি,নিমপীঠ, বহু, উত্তর দুর্গাপুর,শ্রীপুর, দক্ষিন বারাশত, সাউথ বিষ্ণুপুর,খটির বাজার, মুলদিয়া, এলাকা থেকে বহু প্রতিযোগিরা এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।এব্যাপারে এদিন সাঁতার প্রশিক্ষক শুভজিৎ চক্রবর্তী ও অভীক চক্রবর্তী বলেন, মূলত প্রতিটা শিশুর সাঁতার শেখার খুব দরকার। কারন সব শিশু সাঁতার শিখে রাখলে জলে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার কমে যাবে। তাই আমরা প্রত্যেক অভিভাবকদের বলবো আপনার শিশুর শরীর ও স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে ও জলে ডুবে মৃত্যুর হার থেকে শিশুকে বাঁচাতে অতি অবশ্যই সাঁতার শেখান আমাদের তরফে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী মাসে বিনামূল্যে সাঁতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর এদিনের এই প্রতিযোগিতা থেকে চ্যাম্পিয়ানরা রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পাবে।

যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে প্লাস্টিক বর্জ্যের ক্রিয়াকলাপ হ্রাস করুন

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেল ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত ' হি সেবা' অভিযান পালন করছে। স্বচ্ছতা সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার অংশ হিসেবে এই সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। প্লাস্টিক বর্জ্য কমানোর জন্য আজ অর্থাৎ ২২. ০৯.২৪ তারিখে যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে মেট্রো রেলওয়ে ট্রাফিক বিভাগ দ্বারা একটি অভিযান চালানো হয়েছিল। প্লাস্টিক বর্জ্য কমানোর বার্তা ছড়িয়ে দিতে একটি বোতল ক্রাশার মেশিনে নিষ্পত্তিযোগ্য জলের বোতলগুলি চূর্ণ করা হয়েছিল। এতে ট্রাফিক ও নিরাপত্তা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন। উল্লেখ্য যে এই স্বচ্ছতা হাই সেবা প্রচারাভিযানের সময় সমস্ত মেট্রো স্টেশনে ব্যানার এবং পোস্টারগুলি প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং মেট্রো যাত্রীদের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে।

কল্যাণীতে রেললাইনের ধারে মৃতদেহ উদ্ধার, রক্তাক্ত অবস্থায় ভর্তি ১

কল্যাণী, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ কল্যাণীতে রেললাইনের ধার থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। পাশাপাশি গুরুতর জখম অবস্থায় আরও এক ব্যক্তিকেও উদ্ধার করেছে কল্যাণী জিআরপি। সোমবার সকালে শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখায় কল্যাণী স্টেশনের রেল লাইনের ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁদেরকে উদ্ধার করে কল্যাণী জে এন এম হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজন ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্তে কল্যাণী রেল পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে তাঁরা গুরুতর জখম হন, পরে একজনের মৃত্যু হয়। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ।

মনোজ মিত্রর শারীরিক অবস্থা গুরুতর, চিকিৎসাধীন প্রবীণ অভিনেতা

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রবীণ অভিনেতা মনোজ মিত্র। বিধাননগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। রবিবার প্রবীণ অভিনেতা ও নাট্য ব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার সকালে সূত্র মারফত খবর পাওয়া গিয়েছে, প্রবীণ অভিনেতার শারীরিক অবস্থায় এখনও কোনও উন্নতি হয়নি। বুকে ব্যথা শুরু হওয়ায় রবিবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রবীণ চলচ্চিত্র অভিনেতা মনোজ মিত্রকে। ৮৬ বছরের অভিনেতা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেও অসুস্থ হন তিনি। সেই সময় পেসমেকার বসে তাঁর।

নিউবারাকপুরে চুরির সরঞ্জাম সামগ্রী সহ এক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ ব্যারাকপুর ২ ব্লকের বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের যুগবেড়িয়া বোর্ডঘর বোদাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার পুরনো চেয়ার কারখানা থেকে শনিবার সকালে তিনটি সাইকেল, পুরনো ভাঙাচোরা চেয়ার, ঝালাই গ্যাস এবং ফায়ার সিলিন্ডার, ট্রলি, মিটার বক্স যন্ত্র চুরি হয়। নিউবারাকপুর থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে কর্তব্যরত পুলিশ চুরির কিনারায় তদন্তে নেমে রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে যুগবেড়িয়া বোর্ডঘর এলাকার থেকে যাবতীয় চুরির সরঞ্জাম সামগ্রী যন্ত্র উদ্ধার সহ এক ব্যবসায়ী কে প্রেপ্তার করে থানার পুলিশ। রীতিমতো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিরাট সফলতা পেল নিউবারাকপুর থানার পুলিশ । সোমবার দুপুরে ধৃত ব্যবসায়ী কে মেডিক্যাল করিয়ে পুলিশি হেফাজতে আবেদনে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। ধৃত ব্যবসায়ীর নাম মন্টু শেখ(৫১) বাবা আহমেদ সেখ। বাড়ি যুগবেড়িয়া বোর্ডঘরে। দীর্ঘদিন ধরে আসবাবপত্র ব্যবসা করছেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছতা হি সেবা পালন

গোরখপুর, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর পূর্ব রেলে 'স্বচ্ছ ভারত মিশনের' ১০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে, ১৪শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৪শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'স্বচ্ছতা স্বচ্ছতা - সংস্কার স্বচ্ছতা' থিমে স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৪।) ক্যাম্পেইনের অধীনে, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সদর দপ্তর ও বিভাগগুলিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বচ্ছতা হাই সেবা-২০২৪ প্রচারাভিযানের অধীনে, আইশবাগের বিনোদন কেন্দ্রে বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারলখনউ মিঃ আদিত্য কুমারের নির্দেশনায় লখনউ বিভাগের কর্মী বিভাগ দ্বারা একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্রমানুসারে, মৈলানী, সিৌলী, গঙ্গাধাম এবং বাস্তী ইত্যাদি স্টেশনগুলিতে পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকার এবং পরিচ্ছন্নতা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীগোন্ডা ব্যারাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং স্টেশনগুলিতে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা করা হয়েছিল। এই প্রচারাভিযানের অধীনে, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারবারাণসী শ্রী বিনীত কুমার শ্রীবাস্তবের নির্দেশনায়, বারাণসী বিভাগের প্রধান স্টেশনগুলিতে 'কমা, পুনঃব্যবহার, পুনর্ব্যবহার এবং বর্জ্য থেকে শিল্প'-এর অধীনে বর্জ্য পদার্থ থেকে তৈরি প্রস্তুত প্রদর্শনীর আয়োজন করে জনসচেতনতা তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়াও, রেল যাত্রীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে, প্রধান স্টেশনগুলিতে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা, গণপ্রম দান, সেলফি পয়েন্ট, মানববন্ধন, বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা সংলাপ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছিল। স্বচ্ছতা হাই সেবা-২০২৪ অভিযানের অধীনে, বিভাগীয় রেল ব্যবস্থা পকইজ্জতনগর শ্রী সুশ্রী রেখা যাদবের নির্দেশনায়, 'এক পেড মা কে নাম'-এর অধীনে পরিচ্ছন্নতা র‍্যালি, মানববন্ধন, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য শিবির, 'কমাও, পুনঃব্যবহার', 'রিসাইকেল' কার্যক্রম এবং নিবিড় পরিচ্ছন্নতার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

রাধানগরে রামমোহনের জন্মভিটে জলমগ্ন, মেলেনি সরকারি ত্রাণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিধ্বংসী বন্যার এই ছবি গত ২৫ বছরের ব্যবধানে বেশ ভয়ঙ্কর। হুগলি জেলার মধ্যেই সবচেয়ে বিপদজনক এখনও পর্যন্ত আরামবাগ মহকুমার খানাকুল এক ও দুই নম্বর ব্লক। এই মুহূর্তে সিংহভাগ এলাকায় বানভাসি অবস্থা। খানাকুল থানা এলাকায় এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কমপক্ষে ৬০-৭০টিরও বেশি গ্রাম জলমগ্ন। রাধানগর, সেনপুর, রামনগর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রামের মানুষ জলবন্দী। চারটি পরিবার রাধানগর পল্লী সমিতির ভবনে ঠাঁই নিয়েছে। মানু মালিকের যেমন মাটির ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন। অন্যত্র সে বসু পরিবারে আপাতত আশ্রয় নিয়েছে। এমন ছবি প্রায় সমস্ত গ্রামেই। জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে রাধানগরে রামমোহনের জন্মভিটে ও তৎসংলগ্ন রামমোহন-এর নামাঙ্কিত মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। এর মাঝেই সেখানে জল পেরিয়ে পরীক্ষাতে সামিল হয়েছে পড়ুয়ারা। বেসিক ট্রেনিং কলেজও জলমগ্ন। ছাত্র ও ছাত্রীরা নিরুপায়। এ পর্যন্ত ত্রাণ বিতরণে প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। এদিকে, বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন মাইকিং করে দামোদর নদীতে জল বাড়ছে এই খবরটুকু দিয়েই এ পর্যন্ত দায় সেরেছে স্থানীয় প্রশাসন। যেটুকু প্রচেষ্টা তা বেসরকারি স্তরেই চলছে। রাধানগর পল্লী সমিতি প্রাঙ্গণ

থেকে জল নামতেই তোড়জোড়। দূর্গা দালানের সামনের রাস্তা ও জলবন্দী। সেখানেই তৈরি রান্না করা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। প্রায় ৪০০ জনের মধ্যে তা নিয়মিত এখন বিলি করা হচ্ছে। সেনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসেও ওই খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান রাধানগর পল্লী সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত। অন্যদিকে, রাজা রামমোহনের স্মৃতি মন্দির সংলগ্ন জন্মভিটেয় জল ঢুকে পড়েছে। স্মৃতি মন্দিরে কোমর সমান জল। চাষের জমি দিয়েও জল ছুটছে। ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রামমোহনের স্মৃতি বিজড়িত আমবাগানের ছবিও জলমগ্ন। লাঙ্গুলপাড়াতে যে রামমোহনের নিজে হাতে তৈরি বাড়ি হেরিটেজ তকমা লাগিয়েই দায়িত্ব শেষ। জল ছুটছে সেখানেও। একাধিক রুটে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। কলকাতা-রাধানগর সরকারি বাস পরিষেবা আপাতত স্থগিত। বেসরকারি রুটে তারকেশ্বর-দিগরুইঘাট, গণেশপুর-তারকেশ্বর ও গড়েরঘাট-আরামবাগ রুটেও বাস চলছে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন। অনতিদূরে বন্দর এলাকায় রাজহাটি জল নামছে না। সব মিলিয়ে দুর্ভোগ চরমে।

সুন্দরবনের দুঃস্থ শিশুদের পড়াশোনা ও পরিবেশ রক্ষায় এবার এগিয়ে এলো ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ এবার সুন্দরবনের দু ঃস্থ শিশুদের প।াশুনা ও পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে এলেন ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি।এবার সু ন্দরবনের দু ঃস্থ শিশুদের পড়াশুনা ও সু ন্দরবনের প্রকৃতিরক্ষার জন্য উৎসাহ দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। নিজের টুপি ও টি শার্ট নিলামের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে তুলে দিলেন বিরাট। সেই টি শার্ট ও টুপি নিলাম করে সংগৃহীত অর্থ সারা ভারতের পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকার দু ঃস্থ ও অসহায় শিশুদের প।াশুনা ও সু ন্দরবনের পরিবেশ রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে জানিয়েছেন সংস্থার সদস্যরা। গত বছর ও বিরাট নিজের টি শার্ট দান করেছিলেন নিলামের জন্য। বিশ্বকাপে ভারত আফগানিস্থানের সাথে খেলায় যে টি শার্ট তিনি পড়েছিলেন সেটিকে দান করেছিলেন এই সেবামূলক কাজের জন্য। এবারের দেওয়া শার্ট ও টুপি ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ের একটি পাঁচতাঁরা হোটেলে গত ১৯ শে সেপ্টেম্বর থেকে নিলামে উঠেছে। এই সামগ্রী থেকে পাওয়া সর্বাধিক অর্থ সাহায্যের জন্য আসবে এবার সুন্দরবনে। দীর্ঘ দিন ধরেই বিরাট আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গো ধার্মিকের বিভিন্ন কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। এই সংস্থা কে সমর্থন করেই এ ভাবে প্রতি বছর নিজের ব্যবহৃত খেলার সামগ্রী তুলে দেন তিনি নিলামের জন্য। সে গুলি বিক্রি করেই দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের সেবামূলক কাজ করে সংস্থাটি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, দুর্যোগ মোকাবিলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে এই সংস্থাটি। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর এই সংস্থার পূর্ব ভারতের প্রধান তথা সু ন্দরবন বিশেষজ্ঞ দেবব্রত মন্ডলের হাতে চেন্নাইয়ে একটি পাঁচতাঁরা হোটেলে বৈঠকের পর বিরাট নিজের টুপি ও টি শার্ট তুলে দেন তাঁর হাতে। এবিষয়ে দেবব্রত মন্ডল বলেন, বিরাট একজন খুব ভালো মনের মানুষ।সারা দেশের পাশাপাশি সু ঃদরবনের দু ঃস্থ অসহায় ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি যথেষ্ট চিন্তিত। পাশাপাশি চিন্তিত এখানকার পরিবেশ নিয়েও।তাই বারে বারে সু ন্দরবনের মানুষের পাশে দাঁড়াতে এভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। আগামীদিনে সু ন্দরবনে আসার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন বিরাট।আর বিরাটের এই ধরনের সহায়তায় খুশি সন্দরবনের মানুষ ও।

সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে, কলকাতাও ভিজবে নিম্নচাপে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ শারদোসবের প্রস্তুতির মধ্যেই ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি দক্ষিণবঙ্গে, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা প্রবল। এর ফলে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের উপর আবার তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ। তার জেরে গোটা সপ্তাহ ধরেই দক্ষিণবঙ্গে চলতে পারে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টি। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় হলুদ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস।

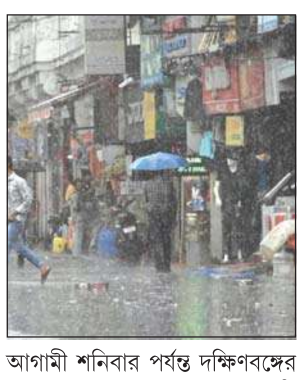

আগামী শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে। জেলার সব জায়গায় তা হবে না। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানে ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলাতেও ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। বুধবার দুই ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই চার জেলার সঙ্গে ঝাড়গ্রামেও জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। ওই দিন পাঁচ জেলাতেই হতে পারে ভারী বৃষ্টি। তবে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়া নিয়ে কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফিরাদ হাকিমকে একহাত নেন প্রাক্তন সাংসদ বিজেপি নেতা অর্জুন সিং

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার হাওড়ার বেলুড়ে এক অনুষ্ঠানে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফিরাদ হাকিমকে একহাত নেন প্রাক্তন সাংসদ বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যেবাদী। তিনি মিথ্যে কথা বলেন। বন্যার সময় সারা বাংলা যখন জলের তলায় যেখানে দাঁড়িয়ে সরকার কোনওরকম ত্রাণের ব্যবস্থা ঠিক করে করতে পারছে না। যার জন্য ওই সকল বন্যা কবলিত এলাকার মানুষজন ঠিকমতো সরকারি সেবা পাচ্ছেন না। আর রাজ্যে বন্যা হওয়া মানে সরকারি তহবিলের লটারি লেগে যাওয়া এবং এই টাকাটা কিভাবে ভাগ বাটোরা করবে সেটাই প্রথম সরকারের মনে থাকে। ত্রাণ কিভাবে যাবে তার দিকে দেখেন না। এদিন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, ফিরহাদ হাকিম এইটুকু জানেন না যে একটি বাঁধ কি কাজ করে কখন তারা জল ছাড়বে আর কখন ছাড়বে না সেটার জ্ঞান ফিরহাদ হাকিমের নেই। বেলুড়ের ওই অনুষ্ঠানে অর্জুন সিং আরও বলেন, রাজ্যে যখনই বন্যা পরিস্থিতি আসে তখনই সরকারের একটা লটারি লাগে। এই লটারি সকলে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়।

বন্যায় সরকারের কোন ভূমিকা থাকে না। বিরোধীরা বা কোনও সংস্থা দুর্গতদের সাহায্য করে। ডিভিসি জল ছাড়ার সময় তাদের কিছু জানায় না বলে মমতা ব্যানার্জি বারে বারে মিথ্যা অভিযোগ জানান। কিন্তু আসল সত্য হলো প্রতিমুহূর্তে ডিভিসির প্রতিনিধিরা কথা বলে তারপর জল ছাড়ে। উনি সব সময় রাজনীতি করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দল এবং ভোটের জন্য এত টাকা দান-খয়রাত করেছেন যে এখন রাজ্যের ত্রাণের জন্য কোনও পয়সা নেই। যা আছে এখন চুরি করার ধান্দা। স্বাস্থ্য বিভাগ সহ প্রতিটি বিভাগ থেকে চুরি করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে দিল্লি থেকে এক প্রতিনিধি দল আসবেন। তারা সার্ভে করে যেমন টাকার প্রয়োজন তা দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী অভয়া কেসে যুক্ত রয়েছেন। ঘটনার দিন মুখ্যমন্ত্রী ৩০ বার পুলিশ কমিশনারকে ফোন করেছেন। এই কেসটা কিভাবে লোপাট করতে, তথ্য শেষ করতে, মামলা চাপা দেওয়ার জন্য তিনি ফোন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন তার কাছে পুলিশ, গুন্ডা আছে। উনি যা করবেন মানুষকে মেনে নেবেন। কিন্তু বাংলা বিশেষ করে সকল পেশার বাঙালিরা যেভাবে প্রতিবাদ করেছেন তাতে ওনার ভয় ধরে গিয়েছে।

সুন্দরবনের মৃত মৎস্যজীবিদের বাড়িতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়ে এলেন সাংসদ বাপি হালদার

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, সুন্দরবনের মৃত মৎস্যজীবীদের বাড়িতে গিয়ে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়ে এলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার।গত শুক্রবার রাতের বঙ্গোপসাগরে টর্নেডো ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে বাবা গোবিন্দ নামে একটি ট্রলারটি উল্টে গিয়ে ডুবে যায়। ৯ জন মৎস্যজীবীর কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না।রবিবার সেই ট্রলারটি উদ্ধার করার পর নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের মধ্যে ৮ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। একজন মৎস্যজীবির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন পুলিশ প্রশাসন ও মৎস্যজীবী সংগঠনের লোকজন। সোমবার স্পিডবোট, হোভার ক্যাপ্ট সহ ট্রলার নামানো হয় বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন জায়গায়।

সোমবার মৃত মৎস্যজীবীদের পরিবারের কাছে সমবেদনা জানাতে যান মথরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। এদিন সাংসদের সঙ্গে ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বংকিম চন্দ্র হাজরা, মন্দির বাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, কাকদ্বীপের বিধায়ক মঃটুরাম পাখিরা সহ আরো অনেকে। এদিন সাংসদকে কাছে পেয়ে পা জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের বাড়ির মহিলারা। মৃতদেহ সৎকার ও তাদের অন্তোষ্টিক্রিয়া করতে ও আপাতত তাদের পরিবার যাতে কিছুদিন সংসার চালতে পারে তাই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে সাংসদ বাপি হালদারের হাত দিয়ে প্রত্যেকটি পরিবারকে অর্থ সাহায্য করা হয়।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের মর্মান্তিক পরিণতির সাক্ষী রইল ভাঙড় এলাকা। বান্ধবীকে নিয়ে হাড়োয়ার নামী রিসর্টে ঘুরতে যাওয়ার পর ফেরার পথে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হল এক ব্যক্তিকে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম সুশান্ত হালদার, বয়স ৫৬ বছর। কলকাতার ট্যাংরা এলাকার বাসিঃদা তিনি। স্বামীকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ভাঙড় থানার দ্বারস্থ মৃতের স্ত্রী। মৃত্যুর ঘটনায় তৃষ্ণা দাস নামে ওই বান্ধবীকে আটক করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তী রাজ্য স।কের ভাঙ। থানা এলাকার পদ্মপুকুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকালে । একটি চারচাকা গাড়ি থেকে সুশান্ত হালদার নামে ওই ব্যক্তিকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নলমুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত্যুর কারণ জানতে সোমবার বেলায় মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে নেমে ভাঙড় থানার পুলিশ জানতে পারে, বান্ধবীকে নিয়ে নামী রিসর্টে গিয়েছিলেন সুশান্ত। তার পরই এই ঘটনা। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা জানতে মৃত ব্যাক্তির সঙ্গে থাকা বান্ধবী তৃষ্ণা দাসকে আটক করেছে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। কলকাতার ট্যাংরা এলাকার বাসিন্দা মৃত সুশান্ত হালদারের স্ত্রী সুস্মিতা স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ভাঙ। থানায় ছুটে আসেন। তিনি জানান, তাঁর স্বামীর সঙ্গে ওই মহিলার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে।

হাওড়া থানায় শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি পালন করলো বিজেপি মহিলা মোর্চা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ এবার হাওড়া থানায় শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি পালন করলো বিজেপি মহিলা মোর্চা। দলের রাজ্য নেত্রী ও আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল সোমবার হাওড়ার ওই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার হাওড়া জেলা সদরের সভানেত্রী পৌলমী আদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিজেপি মহিলা মোর্চা নেতৃত্ব জানান, সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে নারী নিরাপত্তাহীনতা এবং সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদে গোটা বাংলার মানুষ আন্দোলনে রাস্তায় নেমেছেন। অথচ এই নক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরা যখন রাস্তায় নামছে তখন দেখা যাচ্ছে অপরাধীদের তালিকায় নির্লজ্জের মত উঠে আসছে পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের নামও। বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলার পুলিশ প্রশাসনের উপর থেকে সাধারণ মানুষের আস্থা এবং ভরসা দুই তলানিতে এসে ঠেকেছে। পুলিশ প্রশাসনের এই নির্লজ্জ ভূমিকা এবং রাজ্যের থানাগুলি বর্তমানে মহিলাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে অসুরক্ষিত। তারই প্রতিবাদে রাজ্য মহিলা মোর্চার ডাকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সহযোগিতায় আজ হাওড়া সদরের হাওড়া থানায় শুদ্ধিকরণ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল বলেন, নবান্ন অভিযানে গেলে পুলিশ সাধারণ মানুষের উপর লাঠি চালায়। গ্রেফতার করে। অথচ ধর্ষকদের পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনা। তাদের আ।াল করে। এরই প্রতিবাদ জানাতে আমরা এসেছি। আগে সরকার, প্রশাসন সবাই দুর্নীতিতে যুক্ত ছিল। এখন তারা ধর্ষণেও যুক্ত। যেখানে একজন অফিসার ইনচার্জ জেলে আছেন মানুষ কিসের উপর বিশ্বাস করবেন ? প্রশাসন, সরকার, সকলেই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এখন তারা ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত আছে। প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল আরও বলেন, এখন কারও নাম যদি বদল করতে হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর নাম বদল করা উচিত। কারণ ওনার নামের সঙ্গে কাজের কোনও মিল নেই। উনি মমতাময়ী নন।

ইস্টার্ন রেলওয়ে ব্যাপক নিরাপত্তা ড্রাইভ সহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ রেল মন্ত্রক সমস্ত স্তরের অপারেশন জুড়ে নিরাপত্তার জন্য জিরো টলারেন্সের প্রতিশ্রুতি জোরদার করেছে। এই উদ্যোগের সাথে সারিবদ্ধভাবে, পূর্ব রেলওয়ে নিরাপত্তা প্রোটোকল উন্নত করতে এবং ট্রেন পরিষেবাগুলির সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। ট্রেন পরিচালনায় নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য পূর্ব রেলওয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায়, আগস্ট, ২০২৪ মাসে, পূর্ব রেলওয়ের নিরাপত্তা বিভাগ একটি বিশেষ নিরাপত্তা ড্রাইভ চালু করে, সারা মাসে ১৩০০টিরও বেশি নিরাপত্তা পরিদর্শন পরিচালনা করে। এই উদ্যোগটি ট্রেন পরিচালনার নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ, সমস্ত যাত্রীদের জন্য নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ প্রদানের জন্য পূর্ব রেলওয়ের নিষ্ঠা প্রদর্শন করে। এই পরিদর্শনগুলি ছাড়াও, একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি সেফটি অডিট টিম দ্বারা হাওড়া বিভাগে একটি দ্বি-মাসিক

জোনাল সেফটি অডিট করা হয়েছিল। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও প্রশমনে পূর্ব রেলওয়ের সক্রিয় পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটায়। নিরাপত্তা সচেতনতা আরও বাড়ানোর জন্য, শিয়ালদহ, হাওড়া, মালদহ এবং আসানসোল বিভাগে চারটি বিভাগ জুড়ে একাধিক নিরাপত্তা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সেমিনারগুলিতে প্রায় ১৩৬০ জন ফ্রন্টলাইন স্টাফ সদস্যরা বিভিন্ন নিরাপত্তা-সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং কাউন্সেলিং গ্রহণ করেন, যা নিরাপদ ট্রেন পরিচালনা বজায় রাখার জন্য নিরাপত্তা সতর্কতা এবং প্রস্তুতির গুরুত্বকে শক্তিশালী করে। শ্রী কৌশিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকপূর্ব রেলওয়ে বলেছেন যে, পূর্ব রেলওয়ে কঠোর পরিদর্শন, অডিট এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে, এটি একটি নিরাপদ এবং সময়নিষ্ঠ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক উন্মোচন করলো অশ্ব প্রিমিয়াম মেটাল ক্রেডিট কার্ড

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক, একটি নেতৃস্থানীয় উদ্ভাবনী আর্থিক সমাধান, তাদের আধুনিক ও বিচক্ষণ গ্রাহকদের জন্য অশ্ব ক্রেডিট কার্ড চালু করার ঘোষণা করেছে । ভিসা দ্বারা চালিত,অশ্ব ক্রেডিট কার্ড, নতুন ভারতের চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষার উদযাপন। সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত, কার্ডটি আধুনিক জীবনধারার পরিশীলিততার সাথে ভারতীয় ঐতিহ্যের সারাংশকে সু ন্দরভাবে একত্রিত করে। এটি তাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা ভারতকে তাদের হৃদয়ের কাছে ধরে রাখে এবং তারা যেখানেই যায় তাদের সাথে ভারতের চেতনা বহন করে। সর্বোত্তম মেটাল থেকে তৈরি, অশ্ব ক্রেডিট কার্ড একটি মেটাল ডিসাইন মসৃণ পরিশীলিততার সাথে ভারতীয় ঐতিহ্যের কমনীয়তাকে একত্রিত করে। কম ফরেক্স চার্জ এবং এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে কমপ্লিমেন্টারি অ্যাক্সেসের মতো লাক্সারি ট্রাভেল সুবিধায় পরিপূর্ণ, এটি ধনী তরুণ অভিযাত্রীদের জন্য একটি অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে ওঠে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৯৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৭ ভাদ্র, ১৪৩১

ভারতের যে নিজস্ব শিক্ষা রীতি

সম্পাদকীয়

বৈদিক শিক্ষার ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। তারা মনে করছে যে ভারতের প্রাচীন যে শিক্ষা রীতি ছিল তা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃতভাষা একন আর প্রায় শেখানো হয় না। আগে প্রতিটি স্কুলে সংস্কৃত ভাষা শেখানোর জন্য আলাদা মাস্টার ছিল। তারা সংস্কৃত ভাষা শেখাতেন ছাত্রদের। কিন্তু তারপরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে তুলে দেওয়া হয়। তার ফলে ভারতের যে নিজস্ব শিক্ষা রীতি ছিল তা নষ্ট হতে শুরু করে। আবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক বলতে শুরু করেছেন যে এবারে শিক্ষা বর্ষ থেকে সংস্কৃত চর্চার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হবে। ভারতীয় শিক্ষা নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচীন শাস্ত্র সম্পর্কে সব ভারতীয়দের ওয়াকিবহাল করতে হবে। বেদ চর্চা ক্রমশ তলানিতে এসে গিয়েছে। বহু ভারতীয়রা বেদ বলে কোনও গ্রন্থ রয়েছে তা জানে না। তারা বেদের মতো ভারতীয় শাস্ত্রকে ভুলতে বসেছে। এবারে স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বেদ মতো পুস্তককে স্থান দেওয়া হবে। সঙ্গে থাকবে পুরাণও। পুরাণ পাঠও করতে হবে ইচ্ছুক ছাত্রদের। তার ফলে হারিয়ে যাওয়া ভারতীয়তা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। প্রতিটি ভারতীয়দের ভারত সম্পর্কে সাম্যক জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ থাকছে। শিক্ষা মন্ত্রক এবারে বৈদিক অঙ্ক শেখার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে স্কুল স্তরে এবার থেকে বৈদিক অঙ্ক পাঠ করতে হবে। বৈদিক অঙ্ক জানা থাকলে জটিল অঙ্ক শাস্ত্র সহজেই উদ্ধার করতে পারবে ছাত্ররা। এদিকে বৈদিক অঙ্ককে কার্যত অস্বীকার করেছেন অর্মত্য সেন। তিনি বলেছেন বৈদিক অঙ্ক বলে কোনও কিছু আছে বলে তাঁর জানা নেই। কিন্তু অর্থব বেদে অঙ্ক রয়েছে। তবে তা খুবই সামান্য। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষে অঙ্ক চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রীসরা এসে আসার পরে। তার আগে ভারতে অঙ্ক চর্চা বলতে গেলে প্রায় হতো না। দর্শন চর্চার বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুনি ঋষিরা দর্শন চর্চা করতেন। তারা রাজাদের সন্তানদের শস্ত্র পাঠ করাতেন। কীভাবে রাজসভা পরিচালনা করতে হবে এবং প্রজা পালন করতে হবে তার উপদেশ দিতেন। রাজনীতির শিক্ষা দানও করতেন ভারতীয় মুনিরা। রাজার পুত্র ছাড়ার পণ্ডিত ব্যক্তিদের শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার ছিল সেই সময়ে। কিন্তু সবার জন্য শিক্ষার দ্বার একেবারে খুলে দেওয়া হয়নি। সেটা হয়েছিল ইংরেজরা আসার পরে। তার আগে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো না। গীতা পড়ার সবার অধিকার ছিল না। রামায়ণ এবং মহাভারত পাঠ করার সবার অধিকার ছিল না। কেবল মাত্র উচ্চ বর্ণের সন্তানরাই শাস্ত্র পাঠ করার অধিকার পেত। তা ছাড়া সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি ব্যক্তিরা শাস্ত্র পাঠ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। কোনও অন্ত্যজ শ্রেণি সন্তান গীতা পাঠ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। তার জিহ্বা কেটে নেওয়া হতো। এতখানি নিষ্ঠুর ছিল সেই সময়কার সমাজ।

নিজস্ব উন্নতি হচ্ছে চিনের মূল লক্ষ্য

সম্পাদকীয়

চিন দেশটি হচ্ছে কাজের দেশ। তারা কাজ করতে ভালোবাসে। তারা কোনও সময়ে কাজ ফেলে রেখে শুখা রাজনীতি করে না। চিন দেশের ছাত্ররা আন্দোলন করতে গিয়েছিল সরকারের বিরুদ্ধে। ছাত্র আন্দোলনকে দমন করতে চিন সেনা বাহিনী দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিয়েছিল। চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে দেশের উন্নয়নের ক্ষতি করে কোনও আন্দোলন করা চলবে না। কাজ করতে হবে। তবেই খাবার পাবে। না হলে শুকিয়ে থাকতে হবে। তার ফলে চিন আজকে এত শক্তিশালী হতে পেরেছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ হিসাবে চিন পরিচিত হতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে ডলারকে পিছনে ফেলে চিনের টাকা বিশ্বকে বিনিয়োগ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আমেরিকার ডলারের তখন কোনও মূল্য থাকবে না। সেই দিকে চিন এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ভারত একন চিনের সঙ্গে কোনও রকমভাবে কোনও দিক দিয়ে সমকক্ষ হতে পারছে না। চিনের জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে ভারত চলে গেলেও চিনের মতো উন্নত দেশে পরিণত হতে পারছে না। চিন যেভাবে কৃষি থেকে শুরু করে প্রযুক্তিতে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়ে গিয়েছে বিশ্বের বাজার অর্থনীতি। সব দেশকে চিনা পণ্য ক্রয় করতে হচ্ছে। ভারতকে চিনা পণ্য ক্রয় করতে হচ্ছে। সীমান্তে চিনের সেনাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে হাতাহাতি করলেও চিনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়নি। রীতিমতো চিনা পণ্য ভারতকে কিনতে হচ্ছে। চিন রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় না করতে পারলে ভারতের ওষুধ কারখানাগুলি দরজা বন্ধ করে দিতে হবে। সস্তায় পণ্য দিতে পারে একমাত্র চিন। অতিরিক্ত মুনাফা দিকে নজর না দিয়ে অতি সামান্য লাভে বাজারে চিনা পণ্য পৌঁছে দিতে চিন কোনও সময়ে কসুর করে না। কিন্তু ভারত সেই দিক দিয়ে বলতে গেলে চিনের থেকে পিছিয়ে। ভারত শিল্পের দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করতে পেরেছিল ব্রিটিশদের সময়ে। তখন ভারতীয় পণ্য ইউরোপের বাজার বলতে গেলে দখল করে নিয়েছিল। ভারতীয় পণ্যের বাজার আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেছিল। কিন্তু আজকে সেই স্থানটি দখল করে নিয়েছে চিন। ভারতকে পিছন ফেলে চিন সামনে দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত সেখানে কোনও কিছুই করতে পারছে না। চিনের উন্নতির গতির কাছে ভারত পরাস্ত হতে শুরু করে দিয়েছে এটা না বলে থাকতে পারা যাচ্ছে না। চিন দেশটা যেভাবে বিশ্বের কাছে অতি প্রযোজনীয় দেশ হিসাবে গৃহীত হতে শুরু করে দিয়েছে .

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে।

বেথুন ছাত্রী বিপ্লবী প্রীতিলতা মরনোত্তর স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট প্রকাশ

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রায় ৮৬ বছর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন অগ্নিকন্যা বিপ্লবী প্রয়াত প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তাঁর স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট আটকে রাখা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ২৬ জুলাই ২০১৮ সালে কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁদের স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ২৫ মার্চ ১৯৩৩ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তখন হাসান সোহরাওয়ার্দী (১৯৩০-১৯৩৪)। তাঁর স্নাতক সার্টিফিকেট ব্রিটিশ সরকার আটকে রেখে দিয়েছিল তার প্রধান কারণ হচ্ছে তিনি চট্টগ্রামে পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাবে সাহেব সদস্যদের দিকে তাক করে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন বলেই। এই ক্লাবের প্রবেশদ্বারে একটি কথা লেখা ছিল- ‘‘কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ’’। ভারতীয়দের সঙ্গে কুকুরের তুলনা করাকে বাংলার বিপ্লবীরা নিজেদের অপমানবোধ করতে থাকে। এই শব্দগুলি লেখার জন্য বাংলার বিপ্লবীরা সাহেবদের ওপরে বিশেষ করে পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাবের সদস্যদের ওপরে ক্ষিপ্ত হতে থাকে। উচিত শিক্ষা দিয়ে তবেই তাদেরকে চট্টগ্রাম ছাড়া করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল সেখানকার বিপ্লবীরা। গোপনে বিপ্লবী সূর্য সেনের বিপ্লবী সংগঠনে নাম লেখালেন প্রীতিলতা। সেই বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার গোপনে অস্ত্র বিদ্যা চর্চা করতে শুরু করেন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। পাঞ্জাবি পোশাক পরে তিনি পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। প্রায় ১১ জন আহত সহ একজন ইংরেজ মহিলা নিহত হয়েছিল। তারপরে পুলিশ তাঁকে ধরতে পিছু ধাওয়া করলে তিনি ব্রিটিশ পুলিশদের হাতে নিজেকে আত্মসমর্পন না করে পটাশিয়াম খেয়ে আত্মহত্যা করেন। একই বছরে বাংলার আর একজন বিপ্লবী বীণা দাস বাংলার গর্ভনর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের মধ্যে আক্রমণ করে হত্যা করার চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হয়। বীনা দাসের কারাদণ্ড হয়েছিল। সুরাওয়ার্দী স্যার উপাধি লাভ করেছিলেন গর্ভনরের জীবন রক্ষা করার জন্য। প্রায ৮৬ বছর পরে এই দুই বিপ্লবী বীর কন্যার সার্টিফিকেট প্রকাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে গিয়ে গর্বিত হয়েছিল। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পদবী নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তার সমাধান করে দিয়েছিলেন লরেটো কলেজের প্রাক্তন ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা তপতী সেনগুপ্ত।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯১১ সালে ৫ মে ধলঘাট, পটিয়া, চট্টগ্রাম। সেই বছরই কলকাতায় স্বদেশি ক্লাব মোহনবাগান প্রথম আইএফএ শিল্ড লাভ করেছিল। দুই বাংলাকে আবার এক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ফলে এই সালটি বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় রাজনীতিতে অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ সাল বলে বিবেচিত। বিপ্লবী অগ্নীকন্যা প্রীতিলতার ১১৩ তম জন্মদিবস পালন করা হচ্ছে সারা বাংলা জুড়ে। এই সালেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বীণা দাস। তাঁর জন্মের তারিখ হল ১৯১১ সালের ২৪ আগস্ট। কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃভূমি ছিল সারোয়াতলী গ্রাম। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার লাটসাহেব স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে অতর্কিতে রিভালবার থেকে গুলি করতে শুরু করেন। কোনও ক্রমে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন বাংলার লাটসাহেব। মাত্র ২১ বছরে গ্রেফতার হলেন বীরাঙ্গনা বীণা দাস। আবার সেই বছরেই চট্টগ্রামে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেছিলেন প্রীতিলতা। প্রীতিলতা ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখার সদস্যা ছিলেন। সবচেয়ে অবাক লাগে যে বেথুন কলেজের দুই ছাত্রী বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রীতিলতা চট্টগ্রামে এবং বীণা দাস কলকাতায় বসে ব্রিটিশ শাসকদের ওপরে সরাসরি আক্রমণ করে বসলেন একই সালে। দুই জনের মধ্যে বিপ্লবী যোগাযোগ ছিল। একই সালের মধ্যে দুই বেথুন কলেজের ছাত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিল তারা আর অপেক্ষা না করে ব্রিটিশদের অহংকারকে একেবারে চূর্ণ করে দেবেন। ব্রিটিশ সরকার এই আক্রমণ কেঁপে উঠতে শুরু করেছিল। যদিও তাদের আক্রমণ সফল হয়নি। তবুও বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে এই দুই বীরকন্যার নাম সোনার অক্ষরে খদিত থাকবে। প্রীতিলতা বাংলার প্রথম মহিলা শহিদ। প্রীতিলতার পিতার নাম ছিল জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার। মাতা প্রতিভা দেবী। পরিবারের পদবী ছিল দাশগুপ্ত। বংলার নবাব থেকে ‘ওয়াহেদেদার’ উপাধি পেয়েছিলেন বলেই প্রীতিলতার পরিবার তারপর থেকে ‘ওয়াহেদেদার’ বা ‘ওয়াদ্দেদার’ পদবী ব্যবহার করে। ডাক্তার খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকেই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল। ১৯১৮ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। স্কুলে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কল্পনা দত্ত। তিনিও কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। প্রীতিলতার চেয়ে দুই বছরের ছোট ছিলেন কল্পনা। ১৯১৩ সালের ২৭ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন কল্পনা দত্ত। তিনিও চট্টগ্রাম ডাক্তার খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে অঙ্কে লেটার মার্কস পেয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপরে কলকাতায় এসে বেথুন কলেজে ভর্তি হন। বাংলার দুই প্রথম সারির বিপ্লবী মহিলাই বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন তা আজকে ভাবতে খুবই অবাক লাগে। কী আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল এই তিন বিপ্লবী কন্যার মধ্যে। কল্পনা দত্ত লিখছেন,‘‘ ১৯২৯ সালে সূর্য সেনের অনুগামীরা চট্টগ্রামে এক মহিলা সম্মেলন করেন তাতে যোদ দিতে রাণী (প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার) ও আমি কলকাতা থেকে গিয়েছিলাম। সে-সময় আমরা মাস্টারদার কাছে দলে যোগ দেবার আবেদন করলে, তিনি সম্মতি দেন। সে-সময় মাস্টারদারা দলে মহিলাদের নেওয়া হত না।’’ (অগ্নিযুগের বহ্নিশিখা যাঁরা, অরূপ রায়, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা-১০১) প্রীতিলতার সঙ্গে তাঁর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার কথা ছিল। অ্যাকশনে যোগ দেওয়ার সময়ে ১৯৩২ এর সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে মাস্টারদার নির্দেশে পুরুষ বেশে রজত সেনের বাড়ি থেকে সন্ধ্যার সময়ে গাড়ি করে কাট্টলী গ্রামে যাওয়ার পথে পাহাড়তলীতে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিচারচলাকালীন জামিন পাওয়া অবস্থায় মাস্টারদার নির্দেশে আত্মগোপন করেছিলেন কল্পনা দত্ত। চট্টগ্রামে তখন ছিল দুটো ইউরোপীয়ন ক্লাব। একটি ছিল পল্টন ময়দানে। আর অপরটি ছিল পাহাড়তলীতে। বিপ্লবী মাস্টারদার কাছে খবর এলো ১০ আগস্ট পাহাড়তলী ক্লাবে বড় অনুষ্ঠান হবে। মাস্টারদা সূর্য সেন শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পাঁচজন বিপ্লবীকে পাঠান ক্লাব আক্মরণ করতে। কিন্তু সেই অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। তারপরে খবর এলো ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে ক্লাবে বড় অনুষ্ঠান আছে। সেখানে নৌবাহিনী কর্তা থেকে শুরু করে জেলা শাসক এ.সি. হ্যাণ্ডস, বিভাগীয় কমিশনার উপস্থিত থাকবেন। মাস্টারদা ক্লাব আক্রমণকারী বিপ্লবী দল প্রস্তুত করতে শুরু করে দিলেন। সিদ্ধান্ত হল- (১) বীরেশ্বর রায়, প্রফুল্ল দাস ও পান্না সেন আক্রমণ করবেন বিলিয়ার্ড রুম ধরে। সঙ্গে থাকবে হাতবোমা, রাইফেল এবং পিস্তল (২) ক্লাব আক্রমণে অংশ গ্রহণ করবেন প্রীতিলতা, কালীকিংকর দে এবং শান্তি চক্রবর্তী। রিভালবার, হাতবোমা এবং পিস্তল থাকবে। (৩) সমানের দরজা এবং জানলার দিকে থাকবেন সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরী। সঙ্গে থাকবে রাইফেল এবং হাতবোমা। রাত সাড়ে নটা নাগাদ আক্রমণ শুরু হয়েছিল ইউরোপীয়ান ক্লাবে প্রীতিলতার ইশারায়। সফল আক্রমণ করে প্রীতিলতা সবাইকে স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই একজন সাহেবের ছোঁড়া গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছিলেন প্রীতিলতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যেভাবে আহত হয়েছেন তাতে করে সেই স্থান ত্যাগ করা খুবই মুশকিল। ধরা পড়ার আগেই তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে. আত্মত্যাগ করেছিলেন। জানা গিয়েছিল, ১৩ জন শ্বেতাঙ্গ হত্যা ও ১১ জনকে গুরুতর আহত করে জালিওয়ানওয়ালাাবগের হত্যা লীলার প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়। মাস্টার সূর্য সেন প্রীতিলতারক বিপ্লবী গুরু থাকলেও তিনি আর একজন বিপ্লবীর আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই বিপ্লবীর নাম হচ্ছে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ টি জে ক্রেগ চট্টগ্রাম সফরে আসেন। সেই সময়ে তাঁকে হত্যা করতে মাস্টারদা রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্তীকে মনোনীত করেছিলেন। চাঁদপুর স্টেশনে পিস্তল নিয়ে ক্রেগকে আক্রমণ করতে গিয়ে ভুলক্রমে চাঁদপুরের এসডি এবং তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করেন।

ধর্ষিতা বিপ্লব

প্রনব কুমার ভট্টাচার্য

আমার সামনে কত ঘটনা ঘটছে দিন কয়েক,
রাজ্য জড়ে, দেশের কোনায় কোনায়, বিদেশ বিভুঁইয়ে
আমি তার জন্য এখনও গেরিলা নই।
জ্বলন্ত মোমবাতি গলিয়ে আর গান নিয়ে নীরবে হাটি।
রাস্তা জড়ে কেবল মিছিল, মানব বন্ধন, আর রাতের অধিকার
একটা বিপ্লবের দোহাই দিয়ে।
আমরা করবো জয় রবসন....
করেছি কি জয়? জন্মের পরেই যে মৃত্যু
তাই ভেঙে গেছে মিছিল।
ফিরেও গেছি ঘরে বিল্পব টিপ্লব ভুলে।
আমি তো, নিম্ন মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্ত
কিম্বা নয়তো এক বদ্ধিুদ্ধিজীবী, কলমচি
সরকারের পা চাটি কিছু উচ্ছিষ্ট তো পাবো বুঝি
হা হা হা হা রবসন শুনে রাখো তুমি
আমাদের দিয়ে বিপ্লব আসে নি কোনো দিন
আর আসবে না কখনও
বিপ্লব বিপ্লব খেলা করি আমরা
আমরা যে কেউ চে গুয়েভারা নই।
এমন তো কতই ঘটে তাইনা? - কিম্বা এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা
কান যে পচে গেলো আমার শুনে শুনে রবসন।
তোমার কাঁধেই না হয় এবার একজন জোয়ান সমর্থ পুরুষকে চড়িয়ে তুমি আস,
তোমার খোলা চুলে শত সহস্র নাগরকে নিয়েই না হয় তুমি আস
হে আমার নারী,
ঐযে দু-টো ফর্সা নিটোল পায়ের মাঝের গহবর
ওই যে তোমার দধু সাদা বাতাবীর মাঝখানে সহস্র সহস্র পুরুষকে নিয়ে
তুমি থমকে দাড়িয়ে আছো কেন এখনও নারী,
সে ই গানটা তো গাও তো

চিৎকার কর দেখি মেয়ে, কত দুর গলা যায়
দেশটা তোমার বাপের নাকি যে করছ ছেলে খেলা
নিমজ্জিত নারী,পুরুষ মানুষে পরিপূর্ণ
কোনো নদীর মতোই না হয় তুমি আস ,
যে নদী গুলো সর্বদা বয়ে চলে বুনো সমুদ্রের পানে,
শাশ্বত ফেনিল সময়ের দিকে ।
তুমি কেন থমকে দাঁড়িয়ে আছো।
সহস্র কোটি যোনিতেও বিপ্লবী হয় ।
তাদের সবাইকে নিয়েই তুমি আস হে ধর্ষিতা ।
আমি যেখানে তোমার জন্য অপেক্ষমাণ
ছোট্ট একটা বিপ্লবের জন্য একটা অভ্যুত্থানের
আমরা সর্বদাই একাই থাকব,
আমরা সর্বদা তুমি আর আমিই থাকব,
একলা এই পৃথিবীতে
আমাদের নতুনতর জীবন শুরু করব বলে তুমি বিপ্লবের মাঝে।

সোল মেট

আমরা দুজনে শুয়ে রাত্রির কোলে
সাদা বিছানার চাদরে ঢেকে আছি দুজন ।
অন্ধকারেই হয়েছিল সৃষ্টি ব্রহ্মান্ড এর সকল সূর্য
জানালা দিয়ে ভোরটা এখন খুব কাছে।
এইবার আমাদের রাতের ক্লান্তির ঘুম ভাঙবে।
মাথার কাছে রজনীগন্ধারাও জাগছে ফুলদানিতে
সূর্যের আলো দিয়ে.ওদের পানপাত্রও তৈরি করছে ওরা-
এখনই চুমুক দেবে রজনীগন্ধা.।
নগ্ন পুরুষটি পাশ ফিরল, ডাকল সঙ্গীনীকে
পর্দাটাও হঠাৎ উঠল দুলে, গেয়ে উঠল পাখির দল।
পুরুষের নগ্নতা! সে এমন কি ? কতবারই তো স্পর্শ করেছে।
সৃষ্টির সমস্ত জাদু সেখানেই পুঞ্জীভূত
স্বল্প দিনের পরিচিত নারীটি এবারে পাশ ফিরল,
আবারো তার সর্বাঙ্গতপ্ত হলো পুরুষের নিশ্বাসে।
নারী এবারেও ধরিত্রী হয়ে গেলো সৃষ্টির নেশায়।
চোখ খুললাম আমিও...সূর্যেরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে হোটেলের ঘরময়
আমি তোমার মুখের দিকে তাকালাম,
স্ফটিকের আয়নায় দেখতে পেলাম আমাকেই।
আমরা কিন্ত স্থির শুধু সূর্যটাই আমাদের
যেতে থাকল পেরিয়ে, আলো ছড়াতে ছড়াতে।
রোদ্দুরের ঝিলিক,কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ এখন হিরের মতো জ্বলছে,
জীবন, মরন ,আলো-হাসি হাসছে
আর পুরুষের উষ্ণতায় ভরে আছে নারীর সর্বস্ব।
পুরুষ বুঝি এমন ভাবেও ভালো বাসতে পারে ?
কার ইঙ্গিতে হঠাৎ এত আলো, এত সুখ এলো ?
কে এই আনন্দের আর সুখের কারিগর!
সাজানো সংসার থেকেতো আমি অনেক দূরে ।
কাঁধের ওপর সেই আশ্চর্য আলো
লোকটার লোকটাও হেসে উঠলো।
কে লোকটা?
হঠাই সে বললো তুমি কী আমার সোলমেট?
ল অফ মুন, না ল অফ সান, কোন পথে যেতে চাও।
একটাতে সৃষ্টি আর অন্যটায় ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান।
আমরা কী বিভাজিত কোনো আত্মা
পুরুষ আর নারী, সৃষ্টির নেশায় মেতেছি?
আবারো মেঘ জমেছে কার্বনের মতো আকাশে
ফিরে আসছে আবারও ভয়ংকর এক কালো গহ্বর
কোথায় হারালো আনন্দ আর সেই আশ্চর্য আলো!
সূর্যের কাছেতো হাত পেতেছিলাম,
শান্তির কাছেওএই তো ছিল এই তো নেই।
সোলমেট খুজতে গিয়ে আবারও একটা জন্ম নেবো।
তবুও খুঁজে পাবো না?
কত গুলো আরো জন্ম হবে আমার?
আনন্দ শব্দটা ধুলোজমা শব্দের মতো আবার অতীতে হারাল
অন্ধকার পিচ্ছিল জঠরে আবারও দশ মাসের অপেক্ষা।
সূর্যের আলো দেখবো বলে।।

বিদ্রঃ কবিতাটি পয়লো কোহেলো এর ব্রিডা বইয়ের সোলমেট এর অনুপ্রেরণায় লেখা। প্রনব কুমার ভট্টাচার্য।

দেবী দুর্গার চার সন্তানের সৃষ্টি ও আবির্ভাবের কিছু গল্পকথা

মধুসূদন দে ঃ দেবীপক্ষের আরম্ভেই আজকাল পূজোর আনন্দ শুরু হয়ে যায়। মা দুর্গা তাঁর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি আসেন। ফলে দুর্গার পরিবারকে মর্তে দেখা যায়। বাঙালির দুর্গাপূজা খুব বেশি দিনের নয়। ১৬১০ সালে লক্ষ্মীকান্ত নামে এক ব্যক্তি কলকাতায় প্রথম আরম্ভ করেন সপরিবার দুর্গার পূজা। লক্ষ্মী, গণেশ ,সরস্বতী ,কার্তিক সকলকে নিয়ে শুরু হয় আরাধনা। চার সন্তান নিয়ে দেবী দুর্গার আগমন বাঙালি মন কে আনন্দে আত্মহারা করে তোলে। সাধারণ বাঙালি সমাজে শিব দুর্গার পরিবারের গল্প কথাগুলো আমাদের মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছে যে ,আমরা সেই পরিধির বাইরের কিছু কোনদিন ভাবতেও চাইনি। মা দুর্গার এই চার সন্তানের সৃষ্টি তথা জন্ম ও আবির্ভাবের কিছু গল্প নিয়ে আজকের কলম ধরা। গণেশ আমাদের কাছে সেই পুরনো পেটটি নাদা নাদা কোলের ছেলে। বাবার রাগে তাঁর সুদর্শন মুখখানি হাতিমুখো হয়ে গিয়েছে। গণেশ-দুর্গার মূর্তি যাই দেখেছি তাতে মা দুর্গার কোলের উপর গণেশ চুপটি করে বসে আছে।

শিব ও দুর্গার বড় ছেলে গণেশ। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে তুখোড়। পিতা মাতাই যে সন্তানের কাছে সম্পূর্ণ বিশ্ব। এই ধারণা গণেশ ছোটবেলা থেকেই উপলব্ধি করেছে। ফলে পিতা-মাতার চারিদিকে ঘুরে ,বিশ্ব পরিক্রমণ করে গণেশ সহজেই পিতা-মাতার কাছ থেকেই পেয়েছে পুরস্কার।শাস্ত্র- পুরাণ থেকে গণেশের জন্মের যে গল্পগুলো জানা যায় তা হল পার্বতী ও শিবের বিয়ের অনেক বছর পর্যন্ত সন্তান না হলে বিষ্ণুর বরে গণেশের জন্ম হয়। আরেকটি গল্প হল- পার্বতীর তৈরী মাটির পুতুলে শিব গজ মুন্ড বসিয়ে প্রাণ দান করা মাত্রই গণেশের আবির্ভাব। গণেশের সঙ্গে একই আসনে পূজিত হন লক্ষ্মী । বাঙালির মনে এঁরা ভাই বোনের যুগল মূর্তি। এঁদের আরাধনা সংসারে আনে শ্রী ও সিদ্ধি। লক্ষ্মী হলেন ধনদাত্রী। যুগে যুগে সৌভাগ্য সম্পদের দেবী। লক্ষ্মীর সৃষ্টি কথা থেকে জানা যায় সুর অসুরদের সমুদ্র মন্থনের সময় পদ্ম হস্তে সমুদ্র থেকে উত্থিত হন লক্ষ্মী নামক এক ঐশ্বর্যের দেবী। সর্বগুণে সম্পূর্ণা তিনি। সরস্বতী হলেন জ্ঞান দাত্রী। আগে সরস্বতী নদী রূপে পূজিতা ছিলেন। সরস্বতী আদিতে ছিলেন নদী। পরে হলেন দেবী। পুরাণ মতে- লক্ষ্মী ,সরস্বতী ও গঙ্গা তিনজনেই বিষ্ণুর প্রিয়া ছিলেন। সরস্বতীর প্রতি বিষ্ণুর অধিক প্রীতির ফলে গঙ্গা রেগে গিয়ে তাঁকে অভিশাপ দেয়, মর্তে নদী রূপে জন্ম নিতে। সরস্বতী পাল্টা অভিশাপ দেয় গঙ্গা কে। এর ফলে দুজনেই নদী জন্ম লাভ করে ধরাতল বাসিনী হল। আবার দেবী পুরাণ মতে-সরস্বতী শিব -পার্বতীর কন্যা। এই গল্পটি আম বাঙালি জানে। কার্তিক এমন একজন দেবতা, যার মা একা একজন নন, একাধিক। রামায়ণ- মহাভারত পর্যালোচনা করলে জানা যায়, কার্তিকের মায়ের নাম কোথাও আকাশ গঙ্গা ,আবার কোনো জায়গায় পার্বতী বা দূর্গা। তবে কালিকাপুরাণ থেকে জানা যায়, শিব- পার্বতীর রতি প্রক্রিয়ায় কার্তিকের জন্ম। বাঙালির অন্তরে ও হৃদয়ে গণেশ, লক্ষ্মী,কার্তিক, সরস্বতী এঁরা জন্ম সূত্র অনুযায়ী শিব পার্বতীর সন্তান হোক আবার না হোক, আমরা বাঙালিরা এঁদের মা দুর্গার সন্তান হিসেবে মেনে নিয়ে আদর যত্ন করব। ছেলেমেয়েদের নিয়ে মর্তে আসছেন মা দুর্গা। আমরা আনন্দে মাতবো।

ইউরোপীয় বাজনায় রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল?

কৌশিক দাস

এ সৌভাগ্যকে কখনও ভোলেননি দেবব্রত। পরে আবারও সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কবির। কিন্তু কার্যত দূর থেকে। সে আক্ষেপও ভোলেননি কখনও। ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা’ গানে জর্জ বিশ্বাস ‘ শব্দের উচ্চারণ কেমন করে করেন, তা নিয়ে বিশ্ববরেণ্য এক চলচ্চিত্র নির্মাতার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎকার ভিত্তিক আলোচনা করছিলেন বরেণ্য এক সঙ্গীত সমালোচক। খানিকটা রঙ্গরসের সঞ্চার হয় সেখানে, যখন তাঁরা দু’জনেই আবিষ্কার করে বসেন যে, জর্জ বিশ্বাস ‘ শব্দটিকে ‘ উচ্চারণ করেন। শিল্পীর গলায় গানটির একাধিক ‘ পাওয়া যায়। ঋত্বিক ঘটকের ‘ ছবির গানে কেউ কেউ ‘ খুঁজে পান। কিন্তু সেটা কি উচ্চারণ বিকৃতি? না কি বিশেষত্ব? ‘ উচ্চারণটিও কি বিকৃতি? না কি বিশেষত্ব? এ প্রশ্ন উঠবেই। গোটা গানটির প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে এই বিশেষত্ব রয়েছে। আর তা আছে বলেই বাঙালি জর্জ বিশ্বাসের ‘ ভরা’ ভুলতে পারে না। ‘ হোক বা ‘ ভুলতে পারে না। ‘ ঘাসে পা ফেলেছি’ গাইছেন যখন তিনি, তখন সত্যিই পা পড়ছে ঘাসের কোমলে। সে কোমলতা আরও হালকা হচ্ছে দ্বিতীয় বার ‘ ফেলার মুহূর্তে। ফুলের গন্ধে যে ভাবে ‘ লাগছে, তা এর আগে শোনেনি বাঙালির কান! সেই ‘ দ্বিতীয় বার আরও প্রাখর্যে চমকে দেয়! আর তার পরেই ‘ দান’ যেন চরাচরের প্রসারতায় ছড়িয়ে পড়ে প্রগাঢ় শান্তি নিয়ে। শ্রোতা শুনতে পান শান্তির সেই অন্তহীন কোমল রসের আস্তরে গায়ক আলতো করে ‘ পাতছেন। কণ্ঠের আয়নায় মুহূর্তে যেন ভেসে ওঠে এই গ্রহে আদিমানবের প্রথম বিস্ময়! এই একই গানের বেসিক রেকর্ডে ধরা দেয় বীররস। যন্ত্রানুষঙ্গে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। যদিও অতি সাধারণ ঠেকার তবলা। গতি তুলনামূলক ভাবে দ্রুত এবং স্টাকাটো চলন। ‘ শব্দের উচ্চারণে স্বরধ্বনি এখানে কম দীর্ঘ। এখানেই মনে হয়, ছবির প্রয়োজনে খানিক ধীর লয়ের ভার্সনে তাঁর ওই একই শব্দের উচ্চারণ ভেবেচিন্তেই করা। উচ্চারণ নিয়ে তাঁর মতো করে চিন্তাভাবনা আর ক’জন বাঙালি করেছেন, তা নিয়ে ভাবতে হয় বইকি! ‘ সাগরের শ্যামল কিনারে’ গাইতে গিয়ে ‘ উচ্চারণে তাঁর ‘ মুহূর্তে ম্যাজিক ঘটে যায়! কিংবা ওই অংশে- ‘ কথা শিখানু যে আমার বীণারে’গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে’! রবীন্দ্রগানে আপন ঐশ্বর্যে নিজেকে চিনিয়েছেন দেবব্রত। উচ্চারণের মতোই দেবব্রত আপস করেননি নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে। সোজা কথা স্পষ্ট ভাবে বলতে সঙ্কোচ করেননি কখনও। ‘ বিহ্বলতা নিজেরই অপমান’ ছিল তাঁর প্রথম রেকর্ড। ১৯৩৮ সালে, গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে, কনক দাশের সঙ্গে দ্বৈত ভাবে। পরের রেকর্ড ১৯৬১ সালে। হিঃদুস্থান রেকর্ড কোম্পানি থেকে। দু’টি রবীন্দ্রসঙ্গীত- ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা’ আর ‘যেতে যেতে একলা পথে’। বাঙালি নড়ে বসল। যদিও তত দিনে ভারী কণ্ঠের বাতাস বইয়ে দিয়েছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও একই পথের পথিক। তবু দেবব্রত বিশ্বাসের গলায় নতুন কিছু পাওয়া গেল। পাওয়া গেল গানের অভিনয়। এই শব্দবন্ধে আপত্তি থাকতে পারে অনেকের। কিন্তু আপত্তির কোনও কারণ নেই। সুরারোপিত শব্দগুচ্ছের কাঠামো যদি গান হয়, তবে তার প্রায়োগিক বয়ানে অভিনয় থাকবেই। এ অভিনয় মঞ্চের নয়, পর্দার নয় অবশ্যই। এ অভিনয় সুরশব্দের অর্থকে ভাবে পরিস্ফুট করা। দেবব্রত গাইছেন রবীন্দ্রনাথের গান, যা কাব্যগীতি। তাতে সফল সব কণ্ঠেই কোনও না কোনও ভাবে প্রকাশ পেয়েছে ভাব। তবে, প্রত্যেকের বয়ান আলাদা। পঙ্কজকুমারের অভিনয়ের সঙ্গে দেবব্রতের অভিনয়েরও তাই কোনও মিল নেই। পঙ্কজের ‘ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার’ যদি ট্রেমেলোর ঝটিকা-আবহ তৈরি করে, তো দেবব্রতর ‘ যেতে একলা পথে’তে সে ঝড়ের পুঞ্জীভূত গতি পাওয়া যায়। দেবব্রত বিশ্বাসের গানে তাই নিবিড় ভাবে কান পাতল বাঙালি। সব কিছু ঠিকই ছিল। কিন্তু অন্য মেঘ ঘনাল ১৯৬৪ সালে। এ যাব কিছু না বললেও

ক্রমশঃ

কেনাকাটার সময় উপভোক্তাগণকে সতর্ক করতে ট্যাবলো উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মরশুমে কেনাকাটার সময় রাজ্যের উপভোক্তাগণ যাতে সতর্ক হয়ে কেনাকাটা করেন এবং

প্রতারণার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক দপ্তর এর উদ্যোগে জলপাইগুড়ি অফিসের ব্যবস্থাপনায় ক্রেতা সুরক্ষা আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা আইনের বিভিন্ন তথ্য সমন্বিত একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো পতাকা নাড়িয়ে উদ্বোধন করলেন মহকুমা শাসক সদর, জলপাইগুড়ি, শ্রী তমজিৎ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, জলপাইগুড়ি, শ্রী স্বরূপ বিশ্বাস, এবং এ সি এল এম,জলপাইগুড়ি, রামিজ রাজা। এই ট্যাবলো জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত ব্লকের পঞ্চায়েত অফিস ও গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ভাওয়াইয়া সংগীতের মাধ্যমে এবং কথা বলা পুতুলের মাধ্যমে ক্রেতা সুরক্ষা আইনের প্রচার করবে। কেনাকাটা সম্পর্কিত যেকোনো প্রকার প্রতারণা বা অসহযোগিতার ঘটনা ঘটলে সকল ক্রেতা সাধারণকে দপ্তরের জলপাইগুড়ি অফিসে যোগাযোগের অনুরোধ করা হচ্ছে ।

দলের সভায় দলের নেতাদের উপরেই রেগে লাল উদয়ন, দিলেন কড়া হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ একেবারে রণংদেহী মেজাজে উদয়ন গুহ! দিনহাটা ২ নং ব্লকের খট্টিমারিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সভায় নাম না করে নিজের দলের নেতাদের হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গেল তাঁকে। অভিযোগ, দলের বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন সময়ে সালিশি সভা, বিয়ের নাম করে টাকা তুলে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখেন। এদিন তা নিয়ে সরব হতে দেখা যায় উদয়নকে। সেইসব নেতাদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি এরপর কোনওরকম আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ আসে তাহলে সেই সব নেতাদের দল থেকে বহিস্কার করা হবে। অন্যদিকে আবার 'দলবদলু' নেতাদের পাশেও দাঁড়াতে দেখা যায় তাঁকে। সাফ বলেন, যাঁরা বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়ে ফের তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছে, তা ছাড়াও বিজেপির যে সমস্ত নেতৃত্ব তৃণমূলে এসেছে তাদের যেন সমানতালে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মন্ত্রীর দাবি, তৃণমূলের কিছু হেরে যাওয়া পঞ্চায়েত সদস্য বা

নেতা রয়েছেন যারা নিজেদের ভাগ কমে যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন। তাঁরা বিজেপি থেকে যে সমস্ত পঞ্চায়েত স্তরের নেতা-কর্মী এসেছেন তাদের কাছে ঘেঁষতে দেন না। তাঁদেরও এদিন সতর্ক করেন উদয়ন। পাশাপাশি উদয়ন আরও বলেন, দিনহাটা মহকুমাতে সবচেয়ে বেশি বুড়িরহাট দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু তবুও সাধারণ মানুষ বিজেপিকে ভোট দেয়। এই নিয়ে নিজের দলের নেতাদের দোষারোপ করেন তিনি। বিরোধীদেরও তোলেন কাঠগড়ায়। তাঁর সাফ দাবি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেন না এই নেতারা। তাই নির্বাচনে দলের ফলাফলে এই অবস্থা।

বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিতর আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির কাছে ১০৫ কোটি টাকা বকেয়া। এর ফলে পুজোর মুখে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সরকারের কাছে বকেয়া টাকা না-পেলে পুজোর মুখে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হতে পারে। এমন আশঙ্কা করছে রাজ্য ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন। শ্রমিকরা কাজে না এলে কাজ করাতেও সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ঠিকাদাররা। সোমবার জলপাইগুড়িতে এক বেসরকারি হোটেলে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সভাপতির উপস্থিতিতে এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে ছিলেন মূলত উত্তরবঙ্গের জেলার ঠিকাদাররা। সেখানে তাঁরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেন। শ্রমিকরা পুজোর আগে আদৌ বোনাস বা অ্যাডভান্স পাবেন কি না, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি পবিত্র প্রামাণিক বলেন, আমরা সমস্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা দিচ্ছি। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আমরা পরিষেবা দিই। প্রত্যেকবার পুজোর আগে আমাদের কিছু না কিছু বকেয়া পরিশোধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এবার সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের বকেয়া পরিশোধ করা হচ্ছে না। পবিত্র প্রামাণিক বলেন, আমরা এখনও সরকারের পক্ষ থেকে পুজোর আগে বকেয়া টাকা পাওয়ার কোনও আশ্বাস পাইনি। আমাদের পাঁচটা জোন রয়েছে। শিলিগুড়ি জোনের সাত থেকে আট জোনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । আমরা আপৎকালীন কাজ করলেও অন্যান্য কাজ করতে পারব না। আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুই লক্ষ শ্রমিক পরিবার যুক্ত।

মেট্রো রেল 'স্বচ্ছতা হি সেবা' ক্যাম্পেইনে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেল ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত ' স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযান পালন করছে। স্বচ্ছতা সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার অংশ হিসেবে এই সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। আজ অর্থাৎ ২৩.০৯.২০২৪ তারিখে, মেট্রো রেল ভবনের রিক্রিয়েশন ক্লাবে কর্মচারীদের ওয়ার্ডের মধ্যে একটি বসুন এবং আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতার থিম ছিল পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ভারত। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশুদের এই প্রচারণা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। শিশুরাও তাদের আঁকার মাধ্যমে স্বচ্ছতার বার্তা ছড়িয়েদেয়।

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No-1) 167/SGP/2024-25, 2) 168/SGP/2024-25
For on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites sealed tender for total 4(Four) Nos. different works. Last date of Submission of Tender **30.09.2024 at 12.00 Hrs.** Time & Date for opening of Technical Bids on **03.10.2024 at 12.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-26/2024-25
The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **27/09/2024 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**
Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

NOTICE FOR CORRIGENDUM
e-Tenders are invited for road under 15th FC fund in **N.I.e.T. No-7(2nd Call)**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **01/10/2024** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

Government of West Bengal
O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani,Midnapur-721101

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ40/2024-25
Tender ID: 2024_WBPWD_756369_1
Last date of submission of bid :- 01.10.2024 up to 14:00Hrs
Name Of Work: Emergent Repairing of CCTV Spare (Dome camera/IR Ball camera/32 Ch NVR/PTZ Camera) at Super Speciality Building of Bankura Sammilani Medical College and Hospital, Bankura.
Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website **www.pwdwb.gov.in** For all details and online tender submission visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
SE,SWEC,PWDte

মেহতাব আলমের খুনি ভাগ্নেকে ফাঁসির নির্দেশ দিলো আদালত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ গ্রামের রাজুর হাতে আটক খুনের অপরাধীকে ফাঁসির নির্দেশ দিলো আদালত। ভোর বেলায় গ্রামের পথে রক্তমাখা রুমাল হাতে ওড়া কারা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে খুনিদের আটক করেছিলো রাজু, সোমবার অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা দিলো আদালত। ২০২৩ সালের ২৭ জুলাইয়ের রাত, স্থান জলপাইগুড়ি জেলার সাকোয়াঝড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন আংগ্রাভাসা গ্রামের মেহতাব আলমের বাড়ি। হঠাৎ ভোর রাতে প্রতিবেশী মেহতাব আলমের স্ত্রীর আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল প্রতিবেশী যুবক রাজু ইসলামের। আর্তের চিৎকারে সাড়া দিয়ে রাজু ছুটে গিয়েছিল মেহতাব আলমের বাড়ি, ঘরে তখন রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝে পরে মেহতাব আলম সহ তার স্ত্রী। পরিস্থিতি বুঝেই দ্রুত পাড়ার আরো কয়েকজন কে সঙ্গী করে আহতদের নিয়ে হাসপাতালে ছুটে যায় রাজু, গাড়িতেই আহত মেহতাব আলমের স্ত্রী জানিয়েছিল দিল্লি থেকে তার ভাগ্নে কিছু লোকজন নিয়ে এসে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, তারা সবাই হিন্দিভাষি। হাসপাতালে মেহতাব আলমকে মৃত ঘোষণা করে মৃতের আহত স্ত্রীকে জলপাইগুড়ি রেফার করে চিকিৎসক। এরই মধ্যে আঙ্গরা ভাষা গ্রামে ভোর হয়েছে, সঙ্গীদের নিয়ে গ্রামে ফিরছে রাজু,,,, হঠাৎ চোখে পরে গ্রামের পথ ধরে কয়েকজন হিন্দিতে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে, হাতে রক্তমাখা রুমাল। রাজুর সময় লাগেনি বুঝতে এরা কারা, চরম সাহসিকতা দেখিয়ে আগন্তুকদের পথ আটকে দাঁড়ায় রাজু। আটক হয়ে যায় ভিন রাজ্যের চার জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ, আটক ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। শুরু হয় খুনের মামলা। সোমবার সেই খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত মৃত মেহতাব আলমের ভাগ্নে আফতাব আলমের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেন জেলা ও দায়রা আদালত। এই প্রসঙ্গে মৃত মেহতাব আলমের স্ত্রী মৌমিতা দাস জানান, আমাদের সহ্য করতে পারত না আফতাব, ওর বোনকে আমার স্বামী কলেজ পর্যন্ত পড়ায়, তারপর সেই মেয়ে পালিয়ে যায়, তখন থেকেই আফতাবের রাগ যেন আরো বেড়ে যায় আমাদের ওপরে। অপরদিকে এই মামলায় মৃত মেহতাব আলমের আইনজীবী, প্রণব ব্যানার্জি বলেন, এই মামলায় আদালত গত শনিবার বিচারপ্রক্রিয়া সমাপ্ত করে রায় দান স্থগিত রেখেছিল সোমবার আদালত অপরাধী আফতাব আলমকে সর্বোচ্চ শাস্তি, ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন।

পুলিশ প্রশাসনকে শুদ্ধ করতে বাঁকুড়ায় পালিত শুদ্ধিকরন কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ আরজিকর কান্ডে পুলিশ এবং প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বিজেপি মহিলা শাখা। এই ক্ষোভ জানাতে এবং পুলিশ প্রশাসনকে শুদ্ধ করতে সোমবার মহিলা মোর্চার উদ্যোগে বাঁকুড়ায় এস পি অফিস ঘেরাও এবং শুদ্ধিকরন কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন সকালে বাঁকুড়া জেলা বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ববিতা ব্যনার্জি নেতৃত্বে বিরাট মিছিল করে এস পি ঘেরাও করা হয়। মহিলা মোর্চার অভিযান ঘিরে এস পি অফিস সংলগ্ন এলাকা পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করলে সেখানেই বিক্ষোভ শ্লোগান শুরু হয়। চলে সভা। মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী ববিতা ব্যনার্জি বলেন আরজিকর কান্ড বাংলার মাথা হেট করে দিয়েছে। এই কান্ডে স্হানীয় টালা থানার আই সি যুক্ত তা পরিষ্কার। তিনি এই কান্ডে গ্রেফতার হয়েছেন। এর থেকেই পরিষ্কার পুলিশ প্রশাসন এই কান্ডে যুক্ত। কাজেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার, দোষীদের কঠোর শাস্তির পাশাপাশি সমস্ত পুলিশ বিভাগের শুদ্ধিকরন প্রয়োজন। পুলিশ বিভাগের কাজ ও মানসিকতা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আজ রাজ্য জুড়েই এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। বাঁকুড়া তেও এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

দার্জিলিংয়েও তীব্র গরম, দুপুরে হোটেলের থেকে বেরোচ্ছে না পর্যটকেরা

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ শরৎকালে সমতলের মতো হাঁসফাঁস করা গরম পাহাড়েও। সকালে 'হিমের পরশ' থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলদঘর্ম পরিস্থিতি দার্জিলিং শহরে। গরমের জন্য পর্যটকেরাও দুপুরে হোটেলের বাইরে বেরোচ্ছেনই না। বিকেলের পর ভিড় বাড়ছে ম্যাল-সহ শহরের অন্যত্র। দার্জিলিংয়ে দিনের বেলায় শহরের রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। হাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩০ বছরের উষ্ণতার রেকর্ড ভেঙেছে পাহাড়ে। শুধু দার্জিলিংই নয়, কালিম্পং, সিকিমেও একই পরিস্থিতি। গত কয়েক দিন ধরে পাহাড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে। সোমবার তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রির আশপাশে। আবহাওয়া দফতর বলছে, ক্রমশঃ উষ্ণতা বাড়ছে পাহাড়ে। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি- কোথাও তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি তো কোথাও ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেপ্টেম্বরের শেষে দিকে পাহাড়ে শীতের আমেজ অনুভূত হয়। কিন্তু শরতে পাহাড়বাসীর মধ্যে শুরু হয়েছে ফ্যান, এসি কেনার ধুম।

শ'য়ে শ'য়ে জলের পাউচ পড়ে, 'ত্রাণ না দিয়ে এই চলছে', অভিযোগ বিজেপি বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ ত্রাণের জন্য আনা জলের পাউচ নোংরায় বস্তাবন্দি করে ফেলে রাখার অভিযোগ তুলল বিজেপি। সোনামুখী বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় আবর্জনার মধ্যে পানীয় জলের হাজার হাজার পাউচ ফেলে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের। বন্যা দুর্গতদের না দিয়ে প্রশাসনের গাফিলতিতে এভাবে জল নষ্ট করা হচ্ছে বলে দাবি তোলেন সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। গত কয়েকদিনে দামোদরের জল বেড়ে প্লাবিত করেছে সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। গ্রামে গ্রামে হাহাকারের চিত্র। বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, বন্যা দুর্গতদের জন্য আনা হাজার হাজার পরিশ্রুত পানীয় জলের পাউচ দুর্গতদের না দিয়ে অবহেলায় আবর্জনার মধ্যে ফেলে রেখে নষ্ট করা হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে সোমবার বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক-সহ বিজেপির নেতা কর্মীরা। এদিন বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকা বস্তাবন্দি জলের পাউচ হাতে তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিধায়ক। যদিও ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, এই পাউচগুলি ত্রাণের জন্য আনা হয়নি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নের সময় আনা হয়েছিল। মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়াতেই সংলগ্ন এলাকায় ফেলে রাখা হয়েছে। বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামির কথায়, নোংরার মধ্যে জলের পাউচ পড়ে আছে। শ'য়ে শ'য়ে বস্তা জলের পাউচ ফেলে রেখেছে নোংরায়। দুর্গতরা জল পাচ্ছে না, অথচ নোংরায় বস্তা ভরে জলের পাউচ পড়ে। আমি বলায় প্রশাসন বলছে স্টকে রাখা আছে। এটা স্টকে রাখার জায়গা? বিডিও খেয়ে দেখান তাহলে। পাল্টা জেলা পরিষদের সদস্য দেবাশিস ঘোষ বলেন, এলাকায় ওনারা বেরোন না, তাই কিছুই জানেন না। পঞ্চায়েত ভোটের সময় এসব আনা হয়েছিল। সেই থেকে উদ্বৃত্ত এই জল। এখানে দামোদর, শালি নদীর জল যেখানে উঠেছে, সেখানে কীভাবে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে সেটা এলাকার মানুষই বলবেন। গত সপ্তাহে নিম্নচাপের লাগাতার বৃষ্টি এবং দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া জলে প্লাবিত সোনামুখী ব্লকের উত্তর নিত্যানঃদপুর, পাণ্ডে পাড়া-সহ বিভিন্ন গ্রামে। বন্যার জল ঢুকে কৃষিজমির পাশাপাশি ঘরবাড়িও ডুবেছে। এদিন বন্যা দুর্গতদের যথাযথভাবে ত্রাণ দেওয়ার দাবিতে সোনামুখী বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিতে যান সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি-সহ বিজেপির নেতা কর্মীরা। সেখান থেকে ফেরার পথেই বিডিও অফিস সংলগ্ন একটি মার্কেট কমপ্লেক্সের সামনে বস্তা বস্তা জলের পাউচ পড়ে থাকতে দেখেন এরপরই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিধায়ক ও তাঁর অনুগামীরা।

পল্টু কুমার মাইতি এর আকস্মিক প্রয়াণ

কাঁথি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ কাঁথি ৩ নং ব্লকের ভাজাচাউলি অঞ্চলের ভারতীয় জনতা পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী পল্টু কুমার মাইতি এর আকস্মিক প্রয়াণে পর পরিবারের সদস্য এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন উত্তর কাঁথি এর সম্মানীয় বিধায়ক শ্রীমতি সুমিতা সিনহা মহাশয়। এছাড়াও ছিলেন মন্ডল সভাপতি বিপুলেশ ধরা, উত্তম মান্না, প্রমুখ। ঘটনায় প্রকাশ, গত ১৮.০৯.২০২৪ তারিখ দুর্ঘটনাজনিত কারণে পরলোকগমন করেন। বিধায়ক সুমিতা দেবী বলেন - আমাদের দলের সম্পদ ছিল পল্টু মাইতি। তার প্রয়াণে দলের অফুরন্ত ক্ষতি হল। ভারতীয় জনতা পার্টি এই কর্মীর অবদান দল মনে রাখবে। এলাকার সাধারণ মানুষ বলেন - আমাদের বিধায়ক বরাবর আমাদের পাশে থাকে, মৃত্যুর পরের দাহকার্যে সম্পূর্ণ ভাবে উপস্থিত থেকে পরিচালনা করেছেন, আর এই আন্তরিকতা আমাদের আরো উদ্বুদ্ধ করবে।

পানীয় জলের সংকট মেটাতে সোমবার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যসেন কলোনী ব্লক ডি তে শিলিগুড়ি পুরসভার ৫০ লক্ষ টাকায় অর্থানুকূল্যে এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সহায়তায় নিরবচ্ছিন্ন পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এদিন মেয়র গৌতম দেব ও পুরসভার চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী এই প্রকল্পের ফলক উন্মোচন করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জল বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, ৪ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা। মেয়র গৌতম দেব জানান, এই গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপনে শুধু ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড নয়, ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সমান ভাবে উপকৃত হবে।

ফান্ড থেকে কাটমানি দাবি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ স্কুলের ফান্ড থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা না পেলে কোন রেজুলেশনে সই করবে না শাসকদল নির্বাচিত স্কুল সভাপতি। অচল অবস্থা বিদ্যালয় এবারের স্কুলের। ফান্ড থেকে কাটমানি দাবি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতা এবং তার স্কুল প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর বিরুদ্ধে। এদিকে অনৈতিক ভাবে টাকা দিতে নারাজ স্কুল ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষক সদস্য এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। আর তাতেই প্রকাশ্য সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল স্কুল ম্যানেজিং কমিটির শাসকদলের মনোনীত সভাপতি এবং ম্যানেজিং কমিটির অন্যান্য শিক্ষক সদস্যরা। কার্যত টাকার অভাবে অর্থনৈতিক অচল অবস্থা তৈরি হলো মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার বারদুয়ারি হাইস্কুলে। কমিটির শিক্ষকদের অভিযোগ কমিটির সভাপতি যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মনোতোষ ঘোষের স্ত্রী অপর্না ঘোষ এবং তার স্বামী দুজনে মিলে স্কুলের ফান্ড থেকে টাকা দাবি করছেন। টাকা না দিলে কোনরকম রেজুলেশনে সই করা হবে না বলে তারা জানিয়েছেন। পাশাপাশি আরও অভিযোগ এর ফলে বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম এমনকি কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষক পার্ট টাইমার শিক্ষকদের পাশাপাশি স্কুলের সুইপারদের বেতন বন্ধ হয়ে গেছে বিগত ছয় মাস ধরে। এর আগে একই ভাবে এমন অবস্থা তৈরি হওয়ায় বিদ্যুতের বিল বকেয়া হয়ে পড়ে ছিল স্কুলের। তাতে লাইন পর্যন্ত কাটা গিয়ে ছিল। পুনরায় একই অচলাবস্থা তৈরি হয়, বিপাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ। যদিও যুব তৃণমূল নেতা মনোতোষ ঘোষের বক্তব্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকরা স্কুলে ব্যাপক হারে দুর্নীতি করছেন। সেই সমস্ত প্রমাণ তার কাছে রয়েছে। সময় আসলে তিনি সবই প্রকাশ করবেন। স্কুলের দুর্নীতি ধরে ফেলায় তার বিরুদ্ধে এখন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এদিকে এই বিষয়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ রাজ্যের স্কুল দপ্তরের কাছে অভিযোগ জমা করেছেন। এই প্রসঙ্গে জেলা শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে অবিলম্বে যাতে সমস্যার সমাধান হয় সেই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ধর্ষণে অন্তঃস্বত্ত্বা মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতী

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ রেহাই নেই মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীরও! প্রতিবেশীর যুবকের 'ধর্ষণে' এখন সে অন্তঃস্বত্ত্বা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। চাঞ্চল্য আলিপুরদুয়ারে। পুলিস সূত্রে খবর, নির্যাতিতার বাড়ি আলিপুরদুয়ার ১ নং ব্লকের বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পরিবারের লোকেদের দাবি, বৃহস্পতিবার হঠাৎ -ই অসুস্থ হয়ে পড়েন মানসিক ভারসাম্যহীন ওই যুবতী। পেটে ব্যাথা হচ্ছিল তাঁর। ওই যুবতীকে ভর্তি করা হয় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। এরপর গতকাল, রবিবার হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা। কীভাবে? ঘটনাটি জানাজানি হতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। এদিকে মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন পরিবারের লোকেরা। ওই যুবতী জানান, প্রতিবেশী এক যুবকই তাঁকে ধর্ষণ করেছেন। রাতেই অভিযোগ দায়ের করা হয় আলিপুরদুয়ার থানায়। অভিযোগ পাওয়ার পরই তৎপর হয় পুলিস। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। শারীরিক অবস্থায় অবনতি হওয়ার নির্যাতিতাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে কোচবিহার এম.জে.এন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

মহিলার সঙ্গে সহবাস এবং প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ, অভিযুক্ত প্রেমিককে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলার সঙ্গে সহবাস এবং প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ। অভিযুক্ত প্রেমিককে গ্রেফতার করলো ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুব্রত দে(৩৩)। ভক্তিনগর থানা অন্তর্গত আশিঘর এলাকার বাসিন্দা। জানা গেছে, ২০২০ সালে আশিঘরের বাসিন্দা সুব্রত দে এর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় রথখোলার বাসিন্দা এক ডিভোর্সি মহিলার। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ৪ বছর ধরে তাদের মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। তবে চলতি মাসে মহিলা জানতে পারে সুব্রত দে বিবাহিত। এরপরই বিষয়টি নিয়ে সুব্রতের কাছে জানতে চাইলে দুজনের মধ্যে বিবাদ হয়। মহিলার অভিযোগ, গত ১১ সেপ্টেম্বর সুব্রত দে সারপ্রাইজ পার্টির নাম করে নেপালি বস্তিতে একটি গেস্ট হাউসে তাকে ডাকে। সেখানে পৌঁছানোর পর দুজনের মধ্যে ফের বিবাদ হয়। সেইসময় সুব্রত দে মদের বোতল দিয়ে মহিলার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায়। কোনভাবে সেখানে থেকে পালিয়ে বাঁচেন এবং চিকিৎসা করান মহিলা। এই ঘটনা কেউ যাতে না জানতে পারে তার জন্য মহিলাকে হুমকিও দেয় সুব্রত দে। এরপরই গত ১৯ সেপ্টেম্বর ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে তিনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে রবিবার আশিঘর পাইপলাইন এলাকা থেকে অভিযুক্ত সুব্রত দে কে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. C.E.(E)/(WS) IGWTP, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIT No. : KMC/IGWTP/168/24-25, DT 19.09.2024
Name of the Work: **Improvement of the power utilities within the LT Panel Room and Alum Godown Premises at 100 MGD clarifier plant, IGWTP**. Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,58,842.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 days**.

(2) NIT No. : KMC/IGWTP/169/24-25, DT 19.09.2024
Name of the Work: **Restoration of the 1.1 KV Grade LT Panel and its power network system at the ground floor of VIP Room, IGWTP**. Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,66,245.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(3) NIT No. : KMC/IGWTP/170/24-25, DT 19.09.2024
Name of the Work: **Combating the Storm and Festival days to Protect the High Tension Equipments Premises under Intake-2, IGWTP**. Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,65,329.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 days**.

(4) NIT No. : KMC/IGWTP/171/24-25, DT 19.09.2024
Name of the Work: **Restoration of Air Release Valve Connected with 80 inch dia Palta Tallah Water Transmission main at Eastern Flank of 24/18 B.T. Road near Khardah Khal**. Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 3,42,365.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

(5) NIT No. : KMC/IGWTP/172/24-25, DT 19.09.2024
Name of the Work: **Restoration of Power Network in allied with connected junction boxes at Chlorine Plant No. 2 under 60 MGD WTP, IGWTP**. Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,78,776.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(6) NIT No. : KMC/IGWTP/173/24-25, DT 19.09.2024
Name of the Work: **Strengthening of the Bilge Pump Sump PIT & Bilge Water Disposal PITS connected with Drain of Intake Station No. 3 at IGWTP**. Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,90,785.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **35 days**.

(7) NIT No. : KMC/IGWTP/174/24-25, DT 19.09.2024
Name of the Work: **Improvement of area around the Office Premises of the Silt Department at IGWTP**. Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,38,658.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **90 days**.

(8) NIT No. : KMC/IGWTP/175/24-25, DT 19.09.2024
Name of the Work: **Maintenance of the area on the Southern Flank of the FST in between the Security Watch Tower No. 13 to 13A at SILT, IGWTP**. Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,49,579.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **90 days**.

(9) NIT No. : KMC/IGWTP/176/24-25, DT 19.09.2024
Name of the Work: **Repairing of damaged Alum Doising Pipe Line from Doising Pump up to the main distribution box near Raw Water Hopper of Module-1 at IGWTP**. Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,36,093.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Cost of tender & tender documents: **Nil [For Sl. No. 1 to 9]**. Last date and time of submission of bid (online): **23.10.2024** up to **1 p.m. [For Sl. No. 1 to 9]**. For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason. **[For Sl. No. 1 & 9]**.

The Executive Engineer (WS)/Tallah Pumping Station, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/NPBPS/69/2024-2025
Name of the Work: **Installation of New Valve at 600 MM Dia. Suction Line of Pump Number B at New Park BPS**. Estimated Amount: **Quotation**. Earnest Money: **Rs.13,100.00**. Period of Completion: **30 days**.

(2) NIT No.: KMC/WS/NPBPS/70/2024-2025
Name of the Work: **Supply, Delivery & Installation of Submersible Pump inside Pump SUMP for Removal of leakage water at New Park BPS**. Estimated Amount: **Quotation**. Earnest Money: **Rs. 5,400.00**. Period of Completion: **21 days**. Last date and time of submission of bid: **03.10.2024 up to 6 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**. For detail information please visit website: **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Executive Engineer (Water Supply), Central, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/C/BR-V/SEC-E/10/24-25
Name of the Work: **Development of filter water supply by replacing 100 MM Dia. old PVC service main along Nurmull Lohia Lane in Ward No.-42**. Estimated Amount: **1,64,795.00**. Earnest Money: **Rs. 3,296.00**. Period of Completion: **21 days**.

(2) NIT No.: KMC/WS/C/BR-V/SEC-E/09/24-25
Name of the Work: **Development of unfilter water supply by Replacing 100 MM Dia. old service main along Syed Salley Lane in Ward No.-43**. Estimated Amount: **1,83,472.00**. Earnest Money: **Rs. 3,669.00**. Period of Completion: **21 days**. Last date and time of submission of bid: **26.10.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2]**. Date and Time of opening of tender: **29.10.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2]**. The bid forms and other details shall be available on the website: **https://www.etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Executive Engineer (Water Supply), West, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/W/74/T09/2024-25
Name of the Work: **Laying of 100 MM Dia. filtered water service main from 20, Gopal Nagar Road to 20B, Judges Court Road in Ward No.-74**. Estimated Amount: **Rs. 2,61,893.00**. Earnest Money: **Rs. 5,250.00**. Period of Completion: **12 days**. Last date of receipt/opening of tender (online): **03.10.2024 at 1 p.m./05.10.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply), Br-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/JOKA/18/2024-25
Name of the Work: **Development of 1000 MM Dia. dedicated Main by changing of Damaged Gasket, Blank Flange, Nut Bolt of 1000 MM Dia. B/F Valve at Thakur Pukur Metro Station opposite of Thakur Pukur Thana in Ward No.-124**. Estimated Amount: **Rs. 2,92,225.67** Earnest Money: **Rs. 5,900.00**. Period of Completion: **7 days**. Last date and time of submission of bid: **23.10.2024 at 5 p.m.** Tender will be opened on: **28.10.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.09.2024 at 5 p.m.** the website: **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No.: (1) LTG/13/50/V/Z-II/24-25, (2) LTG/130/49/V/Z-II/24-25 published in this Newspaper on **11.09.2024 (Key No. 562/24-25)** of **Electrical/LTG/Z-II Department (Sl. No.-1 & 2)**. Last date and time of submission of bid will be read as **27.09.2024 up to 4 p.m.** instead of 20.09.2024 up to 6 p.m. (For Sl. No. 1 & 2)

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/068/012/2024-2025/Bustee published in this Newspaper on **03.09.2024 (Key No. 510/24-25)** of **Engineering (Civil) BR-VIII Department (Sl. No.-1)**. Last date and time of submission of bid will be **24.09.2024** instead of 19.09.2024 - 12 noon and Tender will be opened on **28.09.2024** instead of 23.09.2024 - 12 noon. Other terms and condition remain unchanged.

(A) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/338, (B) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/340, (C) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/361, published in this Newspaper on **10.09.2024 (Key No. 557/24-25)** of **Roads Department (Sl. No.-1, 2, 3)**. The last date and time of submission of bid **(Sl. No.-A, B, C)** will be read as **27.09.2024 at 12 noon** instead of 21.09.2024 at 12 noon.

643/24-25

বিজ্ঞান - পরিবেশ

প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে তিন হাজার ১০৯ মিটার উঁচু পর্বতের খোঁজ পাওয়া গেছে

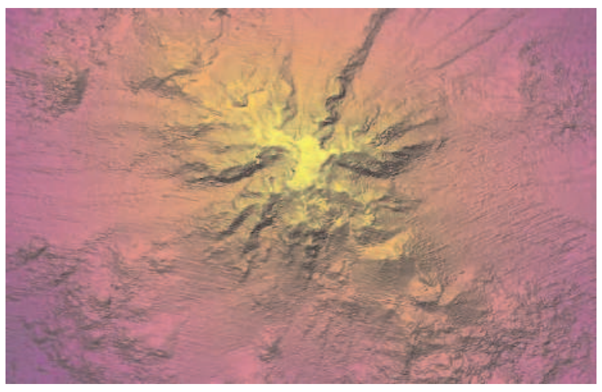

প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে বিশাল এক পর্বতের খোঁজ পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের শ্মিডিট ওশান ইনস্টিটিউটের সমুদ্রবিজ্ঞানীরা। সনার সিস্টেম ব্যবহার করে সমুদ্রতলের মানচিত্র তৈরির সময় চিলির উপকূল থেকে প্রায় ৯০০ মাইল পশ্চিমে সন্ধান পাওয়া এই পর্বতের উচ্চতা তিন হাজার ১০৯ মিটার বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে পর্বতটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা থেকেও প্রায় পৌনে চার গুণবেশি লম্বা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, গবেষণা জাহাজ ফালকোরের মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরের নাজকা রিজ স্থানের আশপাশে অসংখ্য ডুবোপাহাড়-পর্বত রয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী জ্যোতিকা বিরমানি বলেন, শব্দতরঙ্গকে জলের নিচে পাঠানো হলে সমুদ্রের তল থেকে তা বাধা পেয়ে ফিরে আসে। এই সময় পরিমাপ করে আমরা সমুদ্রতলের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি। পৃথিবীর পৃষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশ সমুদ্রের তল। অথচ আমরা কেবল ২৬ শতাংশ সমুদ্রতলের ম্যাপ তৈরি করেছি।

প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে অনুসন্ধানের সময় একটি বিস্তৃত প্রবালবাগানও খুঁজে পেয়েছেন সমুদ্রবিজ্ঞানীরা। সেই বাগান তিনটি টেনিস কোর্টের আকারের চেয়ে বড়। শুধু তা-ই নয়, এই এলাকায় বাস করা প্রোমাচোটিউথিস স্কুইড নামের একটি বিরল প্রজাতির স্কুইডেরও খোঁজ পেয়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী টোমার কেটার বলেন, 'নাজকা ও সালাস ওয়াই গোমেজ রিজেসের আশপাশের বাস্তুতন্ত্রে অসাধারণ বৈচিত্র্য দেখতে পেয়েছি আমরা।'

বিজ্ঞানী অ্যালেক্স ডেভিড রজার্স জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অসাধারণ জৈবিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। একটি ক্যাসপার অক্টোপাসও দেখা গেছে, যাকে উড়ন্ত স্প্যাগেটি দানব বলে মনে করা হচ্ছে। সাগরতলের রহস্য জানতে তৃতীয়বারের মতো অভিযানে নেমেছেন বিজ্ঞানীরা। আগের আভিযানগুলোতে ১৫০টিরও বেশি অজানা প্রজাতির প্রাণীর খোঁজ পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা।

ধারণা করা হচ্ছে, এবারের গবেষণা অনুসন্ধান থেকে আরও প্রাণীর তথ্য জানা যাবে।

বারাসাত জেলা পুলিশের উদ্যোগে সমন্বয় সভা

আশিস কুমার ঘোষ, বারাসাত, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন শারদ উৎসব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বারাসাত জেলা পুলিশের উদ্যোগে মধ্যমগ্রাম নজরুল মঞ্চে সোমবার অনুষ্ঠিত হলো এক সমন্বয়ে সভা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসক সরোদ দ্বিবেদী, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর রথীন ঘোষ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী সহ উপস্থিত ছিলেন আমডাঙ্গা, দেগঙ্গা ও অশোকনগরের বিধায়ক, হাবড়া ,বারাসাত, গোবরডাঙ্গা ও মধ্যমগ্রামের পৌরসভার পৌর প্রধানগন। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এদিন তেজস্বিনী নামে একটি পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়।। এই সভায় দমকল, বিদ্যুৎ বিডিও, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন এই সভায় রাজ্য সরকারের প্রদত্ত আর্থিক অনুদানের ৮৫ হাজার টাকার চেক পুজো কমিটিগুলোকে প্রদান করা হয়।

বায়ুমণ্ডলে বাড়ছে মিথেন গ্যাসের মাত্রা

প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে অন্যতম মিথেন। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের মাত্রা বাড়ার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বেশি দেখা যাচ্ছে। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, গত দুই দশকে প্রাকৃতিক জলাভূমি থেকে মাত্র ২ শতাংশ মিথেন নির্গমন হলেও মানুষের মাধ্যমে হয়েছে প্রায় ১৮ শতাংশ। ফলে প্রাক্-শিল্প যুগের তুলনায় বর্তমানে বাতাসে মিথেনের মাত্রা ২.৬ গুণ বেশি রয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো থেকে শুরু করে বড় আকারের কৃষি খামারের মাধ্যমে মানুষ মিথেন নির্গমন বেশি করছে। দ্রুত মিথেনের দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমুখী প্রভাবের মুখোমুখি হবে বিশ্ব। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী 'এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ লেটারসে' এমন তথ্য প্রকাশ করা হয়। গ্লোবাল কার্বন প্রকল্পের প্রধান ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ুবিজ্ঞানী রব জ্যাকসন জানিয়েছেন, মিথেন জলবায়ুর জন্য বড় একটি হুমকি, অথচ বিশ্ব বিষয়টিকে উপেক্ষা করছে। গত এক দশকে সবচেয়ে বেশি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছে মিথেন। মিথেন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের লড়াইয়ে মানুষ কিছুটা এগিয়ে থাকতে পারে। জলবায়ুবিজ্ঞানী বিল হেয়ার জানিয়েছেন, প্রাক্-শিল্প যুগ থেকে বর্তমান বিশ্বের তাপমাত্রা ১. ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার মধ্যে রাখতে হবে। এ জন্য বিশ্বের কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন প্রায় অর্ধেক ও মিথেন এক-তৃতীয়াংশের বেশি কমাতে হবে। মিথেন নির্গমনের বর্তমান প্রবণতা বজায় থাকলে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। এশিয়ার বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে চীন ও ভারতে সবচেয়ে বেশি মিথেন নির্গমন হচ্ছে। সাধারণভাবে বিশ্বে মিথেন গ্যাসের প্রধান উৎস হিসেবে কৃষিকাজ ও গ্রামীণ জলাভূমিকে দায়ী করা হয়। এখন শিল্প খাত, কৃষি কিংবা বর্জ্য ও বর্জ্যমিশ্রিত জলের মাধ্যমেও মিথেন গ্যাস তৈরি হয়। মিথেন গ্যাস গ্রাম ও শহরের বাতাসকে বিপজ্জনক করে তুলছে। একই সঙ্গে তা বিশ্বের তাপমাত্রাও বাড়াচ্ছে। ৩গবেষণার তথ্যমতে, গত ২০ বছরে কয়লা, তেল ও গ্যাস খনি থেকে মিথেন নির্গমনের হার বেড়েছে ৩৩ শতাংশ। বর্জ্যের কারণে ২০ শতাংশ ও কৃষিকাজের জন্য বেড়েছে ১৪ শতাংশ।

লেবাননে পুনরায় হামলা শুরু ইসরায়েলের

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে সোমবার নতুন করে বিমান হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর (আইডিএফ) পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইডিএফ 'লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে সন্ত্রাসী সংগঠন হিজবুল্লাহর সন্ত্রাসী লক্ষ্যবস্তুতে হামলা শুরু করেছে'। এর আগে আইডিএফের মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি বলেছিলেন, তাঁদের সামরিক বাহিনী লেবাননে আরও 'ব্যাপক হামলা চালাতে যাচ্ছে। সে সময়ে তিনি লেবাননের লোকজনকে 'নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে' হিজবুল্লাহর অবস্থান থেকে দূরে সরে যেতে বলেছিলেন। ফোনে এসংক্রান্ত সতর্কবার্তা পান স্থানীয় বাসিন্দারা। বলা হয়, 'হিজবুল্লাহ অস্ত্র লুকিয়ে রাখার জন্য যেসব আবাসিক ভবন ব্যবহার করেছে', সেসব ভবন থেকে বাসিন্দাদের দূরে সরে যেতে বলা হচ্ছে। ইসরায়েলের সোমবারের হামলায় এখন পর্যন্ত একজন নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

রাঙাপানি রেলওয়ে স্টেশনের ইয়ার্ড রিমডেলিঙের জন্য ট্রেনের বাতিলকরণ, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ

মালিগাঁও, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ট্রেন পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যানজট হ্রাসের লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত রাঙাপানি স্টেশনে ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের ব্যবস্থা সহ ইয়ার্ড রিমডেলিঙের জন্য ১৬ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ২৬ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত নন-ইন্টারলকিং কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এরফলে ট্রেন পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ।

ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণ ঃ ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে যাত্রার জন্য নির্ধারিত যথাক্রমে ট্রেন নং. ০৭৫২০ (শিলিগুড়ি জং.-মালদা কোর্ট) ডেমু এবং ট্রেন নং. ০৭৫১৯ (মালদা কোর্ট-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু বাতিল করা হয়েছে। ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে যাত্রার জন্য নির্ধারিত যথাক্রমে ট্রেন নং. ০৭৫০৮ (শিলিগুড়ি জং.-রাধিকাপুর) ডেমু এবং ট্রেন নং. ০৭৫০৭ (রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু বাতিল করা হয়েছে।

ট্রেনের পথ পরিবর্তনঃ

আলুয়াবাড়ি রোড-শিলিগুড়ি জং.-নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে

২৪ ও ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৩৭৭ (শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার) পদাতিক এক্সপ্রেস। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৯০৪ (চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড়)এক্সপ্রেস। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ-সাব্রুম)কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৯১০ (লালগড়-ডিব্রুগড়)অবধ অসম এক্সপ্রেস। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৯৬০১ (উদয়পুর সিটি-নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৬৪৩ (পুরী-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস। ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৫০৯ (এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-গুয়াহাটি)সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস। ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৬৩৫ (ওখা-গুয়াহাটি)দ্বারকা এক্সপ্রেস। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৩১৪১ (শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৩১৪৭ (শিয়ালদহ-বামনহাট) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস।

নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জং.-আলুয়াবাড়ি রোড হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ২২৪১১ (নাহরলগুন-আনন্দ বিহার টার্মিনাল)অরুণাচল এক্সপ্রেস। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৪০৭ (নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর)কর্মভূমি এক্সপ্রেস। ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৬৪৪ (কামাখ্যা-পুরী) এক্সপ্রেস। ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ০৫৯৫২ (নিউ তিনসুকিয়া-এসএমভিটি বাঙ্গালুরু) স্পেশাল। ২৫ ও ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৩৬৪ (হলদিবাড়ি-কলকাতা) সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৯৬০ (ডিব্রুগড়-হাওড়া) কামরূপ এক্সপ্রেস। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৫২৩ (নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ দিল্লি) এক্সপ্রেস। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৬২৬ (আগরতলা-দেওঘর) এক্সপ্রেস। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৬৫৫ (কামাখ্যা-শ্রী মাতা বৈষ্ণ দেবী কাটরা) এক্সপ্রেস। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৩১৪২ (নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৩১৪৮ (বামনহাট-শিয়ালদহ) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৩৪৪ (হলদিবাড়ি-শিয়ালদহ) দার্জিলিং মেল। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৩৪৬ (গুয়াহাটি-হাওড়া) শরাইঘাট এক্সপ্রেস। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৫০৫ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল)নর্থইস্ট এক্সপ্রেস। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৩৭৮ (নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ) স্পেশাল।

শিলিগুড়ি জং.-ঠাকুরগঞ্জ-আলুয়াবাড়ি রোড হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৯৩০৬ (কামাখ্যা-ড. আম্বেদকর নগর) এক্সপ্রেস।

ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণঃ

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে যাত্রার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২২২৩৪ (পাটনা-নিউ জলপাইগুড়ি) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটির পাটনা জং. রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছাড়ার সময় ১৪.৩০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। যাত্রার পূর্বে আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ট্রেনের সময়সূচি ও রুটগুলির বিবরণ যাচাই করে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান পাঠাবে স্পেসএক্স

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসতি গড়ার পরিকল্পনার কথা আগেই জানিয়েছিলেন স্পেসএক্স, টেসলাসহ খুদে ব্লগ লেখার সাইট এক্সের টুইটার মালিক ইলন মাস্ক। এবার এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, স্পেসএক্স আগামী দুই বছরের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে পাঁচটি মহাকাশযান পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। মহাকাশযানগুলো নিরাপদে অবতরণ করতে পারলে আগামী চার বছরের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে মানুষসহ মহাকাশযান পাঠানো হবে। তবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে মানুষসহ মহাকাশযান পাঠানোর সময় দুই বছর পেছাতে পারে। এক্স পোস্টে স্পেসএক্সের পরিকল্পনা তুলে ধরে ইলন মাস্ক জানান, পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য একটা ভালো সুযোগ তৈরি হয় যখন দুটি গ্রহ সারিবদ্ধ অবস্থায় থাকে। দুই বছর পরপর এমনটি ঘটলেও মঙ্গল গ্রহে যাওয়া খুব সহজ না। অবতরণের সময় যাই ঘটুক না কেন, স্পেসএক্সের প্রতিটি অভিযান দ্রুত হবে। মঙ্গল গ্রহে মানুষসহ মহাকাশযান পাঠানোর জন্য একজন মহাকাশ ভ্রমণকারী খুঁজছে স্পেসএক্স। এ বিষয়ে ইলন মাস্ক জানান, আমরা মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য একজন মহাকাশ ভ্রমণকারী খুঁজছি। আপনি বা আপনার পরিবারের সদস্য বা বন্ধুযে কেউ দুর্দান্ত এই দুঃসাহসিক অভিযানের স্বপ্ন দেখতে পারেন। হাজার হাজার স্টারশিপ মঙ্গল গ্রহে যাবে। তা দেখতে গৌরবময় দৃশ্য হবে।দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের বিকল্প আবাস হিসেবে মঙ্গল গ্রহের কথা বলছেন ইলন মাস্ক। তিনি মনে করেন, মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসতি গড়ে তোলা সম্ভব হলে পারমাণবিক যুদ্ধ বা কোনো ভাইরাসের কারণে পৃথিবীতে বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি তৈরি হলেও মানবজাতি টিকে থাকবে।

আটক যুবক

জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ভুয়ো এস সি, এস টি, সার্টিফিকেট নিয়ে বাংলার চাকরি প্রার্থীদের পেছনে ফেলে দিচ্ছে ভিন রাজ্যের ছেলে মেয়েরা, এই অসাধু কাজকরবারের সঙ্গে জড়িত থাকছে সরকারী এবং বেসরকারী ভাবে বেশ কিছু মানুষ। আর এই অসাধু চক্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে পথে নেমে সোচ্চার হয়েছে বাংলা পক্ষ। সোমবার সেই বাংলা পক্ষের কঠোর নজরদারিতে বিহার থেকে জলপাইগুড়ি জেলায় এসে ডিমিসিয়াল সার্টিফিকেট নিতে যাওয়া এক যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে সংগঠণের সদস্যরা। ঘটনা প্রসঙ্গে সদর মহকুমা শাসক তমজিৎ চক্রবর্তী জানান, এমন একটি চক্র যে জেলায় সক্রিয় সেই ব্যাপারে আমরা অবগত এবং এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ ও নেওয়া হয়েছে।

জাপানে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬

জাপানের ইশিকাওয়া অঞ্চলে রেকর্ড বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ছয়। নিখোঁজ রয়েছেন আরও ১০ জন। স্থানীয় ওয়াজিমা ও সুজু শহর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতেই শহর দুটি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। গত শনিবার শুরু হওয়া মুষলধারে বৃষ্টি আজ সোমবার দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ওয়াজিমা ও সুজু শহরে সাধারণ সময়ে সেপ্টেম্বর মাসে গড়ে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, রবিবার এক দিনে শহর দুটিতে তার দ্বিগুণ বৃষ্টি হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। ফলে সেখানকার নদী উপচে পড়েছে। তলিয়ে গেছে সড়কগুলো। জাপানের সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম এনএইচকের সম্প্রচার করা এক ফুটেজে দেখা গেছে, ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি হারানো মানুষের জন্য নির্মিত অস্থায়ী আবাসন বন্যার জলেতে প্লাবিত হয়েছে। ওয়াজিমায় ভূমিধসে বিধ্বস্ত একটি সুড়ঙ্গের কাছে দুজনের দেহ পাওয়া গেছে। তাঁদের একজন নির্মাণশ্রমিক ছিলেন। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন প্রবীণ পুরুষ ও একজন প্রবীণ নারীও রয়েছেন। এএফপি জানিয়েছে, ইশিকাওয়ার চারটি শহর থেকে ৪০ হাজারের বেশি বাসিন্দাকে ইতিমধ্যে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নিগাতা ও ইয়ামাগাতা প্রদেশ থেকেও ১৬ হাজার বাসিন্দাকে সরে যেতে বলা হয়েছে। অতিবৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যার কারণে প্রায় ৪ হাজার পরিবার বিদ্যুৎবিহীন রয়েছে।

পথ ভোলা পথিকের আশ্রয়স্থল যেন নব বারাকপুর থানা

ব্যারাকপুর, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ বিগত কয়েক দিনে বেশ কয়েকজন মানুষকে উদ্ধার করেছে নব বারাকপুর থানা। তেমনি আরেকটি দৃষ্টান্ত পুনরায় স্থাপন করল উত্তর ২৪ পরগনা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের এই প্রান্তিক থানা। গত শনিবার রাতে নববারাকপুর থানার টহলদারি পুলিশ লক্ষ করেন পুরাতন বাজার মন্দির এলাকায় একজন উদভ্রান্ত ৭০ উর্ধ্বে মহিলা ঘোরাঘুরি করছেন। দেখেই মনে হল তিনি ভুল পথে চলে এসেছেন। কর্তব্যরত অফিসার বাবলু বিশ্বাস বুঝতে পারেন মহিলা মানসিক সমস্যায় রয়েছে। থানার ওসির নির্দেশ মতো তিনি মহিলাকে থানায় নিয়ে আসেন। এবং সাময়িক প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা সুশ্রষার পর দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করেও ফলপ্রসূ সমাধান না পেয়ে পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্য নেয়। বহু সময় অতিবাহিতর পর ও তেমন কোন সদর্থক সমাধান মিলছিল না। থানা এলাকায় বিভিন্ন ল এন্ড অর্ডারের মাঝখানে ও বৃদ্ধাকে নিয়ে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদে বসেন থানার বড় বাবু। মানসিক রোগীর সাথে পরম আত্মীক বার্তালাপে মিলে যায় সমাধান সূত্র। সাথে সাথে নিমতা থানার মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়। সেখান থেকে পাওয়া যায় মহিলার একমাত্র পূর্ব শ্রীনগর দুর্গানগর ঠিকানা। তার পরে পথ ভোলা মহিলাকে রবিবার রাতে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মহিলার নাম ইলা সরকার। অবিবাহিত। বাড়ি উত্তর দমদম পুরসভার ২১ নং ওয়ার্ডে দুর্গানগর পূর্ব শ্রীনগরে। থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান উনি আমার মায়ের বয়সী। মানসিক অসুস্থতার জন্য পথ হারিয়ে ফেলেছেন। আজকে যদি আমার মা এরকম ভাবে পথ হারিয়ে ফেলতেন যেটা ছেলে হিসেবে করার দরকার সেটাই করেছি। স্বভাবতই হারানো মাকে ফিরে পেয়ে উচ্ছ্বসিত দিদি। পুলিশ কে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি।

Name Change

I PANKAJ NATH , S/O LATE PRANBALLAV NATH, R/O 380.ROSEWOOD APARTMENT, BLOCK-1, 3RD FLOOR, BORAL, NARENDRAPUR, BARUIPUR-700154, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PANKAJ KUMAR NATH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024, THAT PANKAJ NATH AND PANKAJ KUMAR NATH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOIZ TANDIWALA, S/O SADIK EBRAHIM BHAI TANDIWALA,R/O 5O, CHRISTOPHER ROAD TOPSIA, KOLKATA-700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOIZ SADIK TANDIWALA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024, THAT MOIZ TANDIWALA AND MOIZ SADIK TANDIWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUBHASHINI GOEL, W/O JAI PRAKASH GOYAL, R/O D/D1, GOYAL HOUSE, BAGUIATI NARAYANTALA (E), BIDHANNAGAR-700159, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASHINI GOYAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024, THAT SUBHASHINI GOEL AND SUBHASHINI GOYAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAI PRAKASH GOEL, S/O LATE PURUSHOTTAM LAL GOYAL,R/O D/D1, GOYAL HOUSE, BAGUIATI NARAYANTALA (E), BIDHANNAGAR-700159, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAI PRAKASH GOYAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024,THAT JAI PRAKASH GOEL AND JAI PRAKASH GOYAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NAREN CHANDRA SHAW & NAREN SHAW, S/O NAGENDRA NATH SHAW, R/O 80,CHETLA ROAD,CHETLA, KOLKATA-700027, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARENDRANATH SHAW,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024, THAT NAREN CHANDRA SHAW & NAREN SHAW AND NARENDRANATH SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KETNA BHARAT MEHTA,W/O BHARAT MEHTA,R/O 34,GIRISH MUKHERJEE ROAD BHAWANIPORE CIRCUS AVENUE, KOLKATA-700025,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KETNA MEHTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024,THAT KETNA BHARAT MEHTA AND KETNA MEHTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I GANESH HALDER, S/O KALACHAND HALDAR, R/O PANCHLAKI, CHARMANIK NAGAR, PURBA BARDHAMAN-713519, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GANESH HALDAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024,THAT GANESH HALDER AND GANESH HALDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Tapan Kumar Ray (old name) son of Bhupal Roy residing at G.I.P. Colony, Jagacha, Santragachi, Howrah-711112, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tapan Kumar Roy (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata on 12/09/2024. Tapan Kumar Ray (old name) and Tapan Kumar Roy (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MUKUL SEKH S/o- IRAD SEKH, Residing at, Vill- Bhabaninagar , Post- Kunia, Ps- Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742168, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MUKUL SEKH To MUKUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MUKUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024, MUKUL SK and MUKUL SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ROFIK KHAN S/o- LATE PALTU KHAN, Residing at, Vill- Kajidara(Banshata), Post- Old malda, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732142, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROFIK KHAN To RAFIK KHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAFIK KHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024, RAFIK KHAN and ROFIK KHAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AKHTAR SK S/o- SAMARAT SEKH, Residing at, Vill- Bahagalpur , Post- Bahagalpur, Ps- Suti, Dist- Jangipur, Pin- 742202, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AKHTAR SK To AKTAB SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AKTAB SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024, AKTAB SK and AKHTAR SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, Azabul Sekh (old name) S/O Mohammad Ismail, residing at GT Road, Madhupur, P.O.- Hoera, Dist.- Hooghly, Pin- 712147, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sekh Ejabul (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/09/2024. Sekh Ejabul (new name) and Azabul Sekh (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Abdur Rajjak Sardar & Md Rajjak Sardar (old name) S/O Chhakatulya Sardar, residing at Vill.- Magurali Satpai, P.O.- Sayestanagar, P.S.- Baduria, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rajjak Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/09/2024. Rajjak Sardar (new name) and Abdur Rajjak Sardar & Md Rajjak Sardar (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Md Ansar Alam Sekh (old name) S/O Sajahan Sekh, residing at Mestakhali, PS-Bishnupur, South 24 Parganad, Pin-743503, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Ansar Alom Sekh (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 23/09/2024. Md Ansar Alom Sekh (new name) and Md Ansar Alam Sekh (old name) both are same and identical person.

Name Change

I MOHAMMED SALIM, S/O NOOR MOHAMMED, R/O 27, KOMEDAN BAGAN LANE, PARK STREET, KOLKATA-700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SALIM SIDDIQUE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024,THAT MOHAMMED SALIM AND MD SALIM SIDDIQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,MOON DAS,WIFE OF SUJAN SAHA, RESIDING AT VILL - SATINSEN NAGAR, PO-MEDIA,PS-SWARUPNAGAR, BASIRHAT - 743273, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONALISHA SAHA DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024. THAT MOON DAS AND MONALISHA SAHA DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,KANCHAN SHAH,WIFE OF MD AMIR WALI, RESIDING AT 31 COLLIN STREET,PS - NEW MARKET, KOLKATA - 700016,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FATIMA WALI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024.THAT KANCHAN SHAH AND FATIMA WALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAKESH KUMAR MADHOGARIA,SON OF KESHAR DEO MADHOGARHIA, RESIDING AT VIP ENCLAVE, PHASE - 3, BELVEDERE BLK K3/3, F NO - 502, PS - BAGUIATI, BIDHANNAGAR - 700059, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAKESH KUMAR MADHOGARHIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/09/2024.THAT RAKESH KUMAR MADHOGARIA AND RAKESH KUMAR MADHOGARHIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,JC - 673698F RANK SUBEDAR NAME RAMBABU MANCHA UNIT HQ 59 INF,DIV S/O SAMBASIVA RAO M R/O DOOR NO 4-14-92/A, KORETAPADU, CHANDRAMOULI NAGAR PO,GUNTUR,ANDHRA PRADESH-522007 DECLARE THAT MY MOTHER NAME RATNA KUMARI AND HAR DOB 01 JUL 1965 ARE WRONGLY MENTIONED IN ARMY RECORDS. BUT MY MOTHER CORRECT & ACTUAL NAME IS MANCHA RATNA KUMARI AND HER CORRECT DOB IS 01 JAN 1962 AS PER HER AADHAR CARD AND OTHER DOCUMENTS.

Name Change

I, Ruma Ray (old name) wife of Tapan Kumar Roy residing at G.I.P. Colony, Jagacha, Santragachi, Howrah-711112, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ruma Roy (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata on 12/09/2024. Ruma Ray (old name) and Ruma Roy (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mahamuda Sardar W/o. Nazimul Hassan Sardar Residing at - Vill - Munshidanga, Purba Sardar Para, P.O.- Bankra , P.S.- Domjur, District - Howrah Pin-711403 W.B shall henceforth be known as Mahamuda Khatun Sardar. I declare that Mahamuda Khatun Sardar and Mahamuda Sardar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn the Notary Public, Kolkata on 23-09-2024.

Name Change

I, Jiyarul Rahaman Sekh S/o. Sk Akhash Mandal Residing at - Vill+P.O - Mandra, P.S.- Dhaniakhali, District - Hooghly Pin-712301 W.B shall henceforth be known as Sk Jiyarul Mandal. I declare that Sk Jiyarul Mandal and Jiyarul Rahaman Sekh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn the Notary Public, Kolkata on 23-09-2024.

Name Change

I, Soyef Sekh S/o. Sk Jiyarul Mandal Residing at - Vill+ P.O - Mandra, P.S.- Dhaniakhali, District - Hooghly Pin-712301 W.B shall henceforth be known as Sk Soyef. I declare that Sk Soyef and Soyef Sekh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn the Notary Public, Kolkata on 23-09-2024.

Name Change

I, Md Chand S/o. Md Siddique Residing at - 13B, Bechulal Road, P.O + P.S - Entally, District - Kolkata Pin-700014 W.B shall henceforth be known as Md Musha. I declare that Md Musha and Md Chand is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn the Notary Public, Kolkata on 23-09-2024.

Name Change

I, Piyali Gyain W/o- Asit Gyain & D/o. Sumit Roy Residing at VTC-Ranidanga, P.O.- Maslandapur, Sub-District-Habra-I, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743289, W.B. that my minor daughter who previously known as Arshi Gain (Old Name) shall henceforth be known as Arshi Gyain (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 23-09-2024. My minor daughter Arshi Gain (Old Name) and Arshi Gyain (New Name) both are same and one identical person.

Notice

আমি মহঃ হিল্লাল সেখ, পিতা মৃত সমির আলি সেখ, ঠিকানা গ্রাম চিনিশপুর, পোঃ সাদিপুর বেরুগ্রাম, থানা কেতুগ্রাম, জেলা পূর্ব বর্ধমানের স্থায়ী বাসিন্দা। আমার জমির দলিল যার Deed No. – 1791, Date – 28/06/2001, গত ইংরাজি 13/09/2024 তারিখ থেকে আমার বাড়ি থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি আমি কেতুগ্রাম থানায় সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করেছি। যার GDE No. – 915, dt. – 19.09.2024. কোন সহৃদয় ব্যক্তি দলিলটির সন্ধান পাইলে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। আমার মোবাইল নম্বর 8250017637

Name Change

I, Bhupati Roy S/O Lt. Harendranath Roy resident of Vill & PO. Sarangram, P.S.- Balurghat, Dist.-Dakshin Dinajpur WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm my actual name Bhupati Roy S/o Lt. Harendranath Roy instead of Bhupati Ray S/o Sarala Ray which is wrongly recorded in my Voter Card No. PHH 0010249176, vide an affidavit sworn before Ld. Judicial Magistrate 1st Class at, Balurghat, Dakshin Dinajpur on 23/09/2024. Bhupati Roy S/o Lt. Harendranath Roy and Bhupati Ray S/o Sarala Ray both are same and one identical person.

Name Change

I, SAILEN DUTTA(old name) S/O UPENDRA MOHAN DUTTA resident of Jadab Pally, P.S.-Falakata, Dist.-Alipurduar, Pin-735211 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAILEN CHANDRA DUTTA, vide an affidavit sworn before Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 19/05/24. SAILEN DUTTA and SAILEN CHANDRA DUTTA both are same and one identical person.

Name Change

I, NIKHIL CH BAIDYA S/O- PURNACHANDRA BAIDYA resident of Dakshin Purba Dighirpar, P.O.- Memari, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'NIKHIL CHANDRA BAIDYA' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 23/09/2024. That Nikhil CH Baidya and Nikhil Chandra Baidya both are same and one identical person.

Name Change

I, Bishwajit Kushmete S/O-Ganesh Kushmete resident of Vill-Mahachanda, P.O.- Mahachanda, P.S.-Bhatar, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'BISWAJIT KUSHMETE' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 23/09/2024. That Bishwajit Kushmete and Biswajit Kushmete both are same and one identical person.

Name Change

I, Hanufa Khatun W/O- Sainur Rahaman resident of Vill- Rampur, P.O.- Irkona, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713428, have changed my name and shall henceforth be known as 'HANUFA BEGAM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 19/09/2024. That Hanufa Khatun and Hanufa Begam both are same and one identical person.

মাথা ন্যাড়া করা হল যুগলের, সালিসি সভার নিদানে তোলপাড় এলাকা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ সালিসিসভার সভার নিদান! বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কারণে এক যুগলের মাথার চুল কেটে ন্যাড়া করে, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার অভিযোগ উঠল গ্রামের কিছু মানুষের বিরুদ্ধে। মাথার চুল কেটে বেঁধে রাখার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার রুইয়া এলাকায়। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রুইয়া আদিবাসী গ্রামের এক বিবাহিত মহিলা গ্রামেরই এক যুবকের সাথে ভালোবাসা করে বিহারে পালিয়ে যায়। এরপর গ্রামবাসীরা তাদের ধরে গ্রামে নিয়ে আসে। গ্রাম্য সভায় তাদের চুল কেটে ন্যাড়া করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্তের পর ওই যুগলের মাথার চুল কেটে ন্যাড়া করে বেঁধে রাখা হয়। এই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হতেই এলাকা জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে থাকে তাহলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ইসলামপুর পুলিস জেলার পুলিস সুপার জানিয়েছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নাসিম আলম বলেন, ওই মহিলার চারটি বাচ্চা রয়েছে। স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে তার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। স্থানীয় লোকজন তাদের ধরে ফেলে। এরপরই তারা বিহার চলে যায়। কিন্তু স্থানীয় আদিবাসীরা তাদের বিহার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এরপরই তাদের বেঁধে রেখে পঞ্চায়েতের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। আমি গিয়ে ওদের বাঁধন খুলে দিই। তারপর আদিবাসী লোকজন সালিশি সভা ডেকে বলে তারাই ওই যুগলের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। শেষপর্যন্ত আদিবাসী সমাজের লোকজনই ওদের মাথা ন্যাড়া করে। তবে ওদের মারধর করতে নিষেধ করেছি। কোনও মহিলার মাথার চুল কেটে নেওয়া অত্যন্ত খারাপ কাজ। ওরা আমাদের কথা শুনবে না।

দুদিন ব্যাপী নানান কর্মসূচিতে যোগ দিতে শিলিগুড়িতে এলেন সুকান্ত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ দুদিন ব্যাপী নানান কর্মসূচিতে যোগ দিতে শিলিগুড়িতে এলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সোমবার সকালে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সোমবার এবং মঙ্গলবার শিলিগুড়ি ও হলদিবাড়িতে তার নানান কর্মসূচি রয়েছে। সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতেই রবিবার রাতে কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে সোমবার শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছান তিনি। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ফের একবার এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক হাত নেন তিনি। সাংবাদিকদের থ্রেট কালচারের প্রশ্নে একরাশ ক্ষোভ উড়ে দেন সুকান্তবাবু। তিনি বলেন, রাজ্যের সমস্ত জায়গায় থ্রেট কালচার চলছে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজেও এই থ্রেট কালচার দেখা গেছে, যা খুবই চিন্তার বিষয়। পাশাপাশি এর রাজ্যের বিধানসভাতেও থ্রেট কালচার চলে বলে অভিযোগ করেন সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও আরজিকরের ঘটনায় ডাক্তারদের আন্দোলনে দুই পুলিশের রদবদল নিও প্রশ্ন তোলেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, পুলিশের রদবদলেও রাজনীতি করছে রাজ্য সরকার। এমনকি বন্যা প্রবলিত এলাকাগুলিতে ত্রাণ নিয়েও রাজনীতি করছে রাজ্য প্রশাসন। এমনকি আরজিকরের ঘটনা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাজ্যবাসীর দৃষ্টিকে বন্যার পরিস্থিতির দিকে আকর্ষণ করছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের বন্যার পরিস্থিতির বিষয়ে সমস্ত খবরই রাখছেন। যার ফলে ইতিমধ্যেই বিজেপির তরফে বেশ কিছু জায়গায় ত্রান বিলি করা হয়েছে। এবং আগামীতেও যথাসাধ্য ত্রানবিলিতে সহায়তার হাত বাড়াবে বিজেপি। পাশাপাশি এই দিন তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিতে গিয়ে বলেন যেমন সঞ্জয় ও সন্দীপ বদ হয়েছে ঠিক তেমনই আরো একজন অর্থাৎ মোট তিনজন বদ হবে পুজোর আগেই।

বাড়ছে পরিবারের সদস্য সংখ্যা, গণ্ডারের খাদ্যের জোগান নিয়ে চিন্তিত বন দফতর

গণ্ডারের সংখ্যা ৫৫ থেকে বর্তমানে ৬০ টি এক শৃঙ্গী গণ্ডারের বাসভূমি এই বনাঞ্চল।

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ বাড়ছে পরিবারের সদস্য সংখ্যা, গণ্ডারের খাদ্যের জোগান নিয়ে চিন্তিত বন দফতর। এশিয়ার এক শৃঙ্গি গণ্ডারের বাসভূমি বলতে বোঝায় আসাম এবং উত্তরবঙ্গে গভীর জঙ্গল সংলগ্ন নদীর পার্শ্ববর্তী ঘন ঘাসের খোলামেলা পরিসর, তবে এই দুই অঞ্চলে এই গ্রাস ল্যান্ড একদিকে যেমন সীমিত ওপর দিকে ক্রমবর্ধমান বাইসনের সংখ্যা সহ অন্যান্য নানান কারনে ক্রমশ কমেছে গণ্ডারের সীমিত বিচরণ ভূমি। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবী বিগত কয়েক বছরে মাত্র দুই বর্গ কিলোমিটার ঘাস ভূমি তৈরী করা হয়েছে এসিয়ান রাইনো কুলের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। রবিবার ওয়ার্ল্ড রাইনো ডে উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বনাধিকারিক দ্বিজপ্রতীম সেন এমনটাই জানালেন। এরই সঙ্গে ডি এফ ও গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক আরও জানান, বৃদ্ধি পেয়েছে

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27.02.2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে,শ্রী রবীন্দর কুমার কাশ্যপ পিতা বিশ্বনাথ রাম কাশ্যপ ঠিকানা H-376, সেক্টর-26 রোহিরি,জেলা - দিল্লি(উত্তর) গত ইংরাজী 11/12/2023 তারিখে 10413 দলিলমূলে (A D S R আসানসোল রেজিস্ট্রী অফিস) শ্রী দুলাল ঘোষাল পিতা নীলকান্ত ঘোষাল ঠিকানা - আদর্শ পল্লী, পোঃ কাল্লা (CH) থানা আসানসোল (উত্তর) জেলা- পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত 4488 তারিখ-26/05/2023 (ADSR রেজিস্ট্রী অফিস) মারফত পশ্চিম বর্ধমান জেলার নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং MN/2024/2305/11546 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

ব্লক - আসানসোল - উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ (ইপি-১)
মৌজা - কাখয়া
জে.এল নং- 30
দাগ নং 163
রায়তের নাম 1. দুলাল ঘোষাল
খতিয়ান – 1)198

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27.02.2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে,শ্রী ধর্মেন্দর শর্মা পিতা শ্রী শর্মা ঠিকানা এস.পি. মুখার্জী রোড, দিলদারাগার,মুর্গাশোল, আসানসোল, থানা আসানসোল(উত্তর) জিলা- পশ্চিম বর্ধমান গত ইংরাজী 08/04/2024 তারিখে 2733 দলিলমূলে (ADSR আসানসোল রেজিস্ট্রী অফিস) শ্রী অলোক রায় পিতা জ রায়গন্নাথ ঠিকানা - গ্রাম- কাঁখ্যা , পোঃ কাঁখ্যা থানা আসানসোল (উত্তর) জেলা- পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত 4514 তারিখ-29/05/2023 (ADSR রেজিস্ট্রী অফিস) এবং শ্রী পঞ্চান্ন ঘোষ পিতা নিবারণ ঘোষ ঠিকানা - কাঁখ্যা জেলা- পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত 871 তারিখ - 06/02/2024 মারফত পশ্চিম বর্ধমান জেলার নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং MN/2024/2305/11567 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

ব্লক - আসানসোল - উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ (ইপি-১)
মৌজা - কাঁখ্যা
জে.এল নং- 30
দাগ নং 152 &154
রায়তের নাম 1. অলোক রায় 2.পঞ্চান্ন ঘোষ
খতিয়ান – 1)46, (2.) 928

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27.02.2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, শ্রী সুরেশ দাস পিতা ফুলালা রবিদাস ঠিকানা গিরমিন্ট পাহাড়পুর নিশ্চিন্দ, থানা- আসানসোল (উত্তর) জেলা- পশ্চিম বর্ধমান গত ইংরাজী 22/02/2024 তারিখে 1376 দলিলমূলে (ADSR রেজিস্ট্রী অফিস) এবং অন্য শ্রীমতি উষা দেবী পত্নী শ্রী সুরেশ দাস ঠিকানা গিরমিন্ট পাহাড়পুর নিশ্চিন্দা, থানা- আসানসোল (উত্তর) জেলা- পশ্চিম বর্ধমান শ্রী দুলাল ঘোষাল পিতা নীলকান্ত ঘোষাল এবং শ্রী পঞ্চানন্দ ঘোষ পিতা নিবারণ ঘোষ ঠিকানা কাখয়া মধ্যপাড়া থানা - কাখ্যা এবং ঠিকানা - আদর্শ পল্লী, পোঃ কাল্লা (CH) থানা আসানসোল (উত্তর) জেলা- পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত I-871তারিখ - 2024 (ADSR) এবং I- 1108 তারিখ-12/02/2024 (ADSR রেজিস্ট্রী অফিস) মারফত পশ্চিম বর্ধমান জেলার নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং MN/2024/2305/11563 অথবা MN/2024/2305/11565 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

ব্লক - আসানসোল - উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ (ইপি-১)
মৌজা - কাখয়া
জে.এল নং- 30
দাগ নং 163 &151
রায়তের নাম 1. দুলাল ঘোষাল 2. পঞ্চানন্দ ঘোষ
খতিয়ান – 1)198 2) 735

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

e-tender invited by the Executive Engineer, P.W.D. Howrah Electrical Division. Onkarmal Jetia Road, Howrah 711103.

NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-177 of 2024-2025.
Memo. 2722 Dt. 23.09.2024
Tender ID: **2024_WBPWD_756322_1**
Name of Work: Repair and Rwnovation to the Comnpound Light and conversion of S.V light fittings to LED fittings within the campus of Gabberia State General Hospital, Howrah.
Last Date of Submission: **28.09.2024.**
Intending bidder may download the Tender/ Quotation documents from the website: **www.pwd.wb.in**

A. Das
Executive Engineer,
P.W.D. Howrah Electrical Division,
Govt. of West Bengal

Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist.:- Howrah

Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- 1)NIT No:-WB/HZP/HAT-II/NIT-059/15 th CFC(Tied)/ 2024-25 Sl. No:-01,02 & 2) NIT No:-WB/HZP/HAT-II/5 th SFC(Tied)/2024-25 Dated:- **23/09/2024,** Bid submission date:- **24/09/2024 to 10:30 AM** and End of Bid Submission:- **30/09/2024 at 05:00 PM.** Date of Opening Technical Bid:- **03/10/2024 at 11.00 PM.** And The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27.02.2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, শ্রীমতি সীমা ছেত্রী দাস পিতা হেমবাহাদুর থাপা ঠিকানা গ্লাস ফ্যাক্টরি রোড, ছাতাপাত্তর, কুর্থিয়াডাঙ্গা, থানা- আসানসোল (উত্তর) জেলা- পশ্চিম বর্ধমান গত ইংরাজী 22/02/2024 তারিখে 1376 দলিলমূলে (ADSR রেজিস্ট্রী অফিস) এবং অন্য শ্রীমতি ছায়া সিং পিতা হেমবাহাদুর থাপা ঠিকানা পূর্বে উল্লিখিত থানা- আসানসোল (উত্তর) জেলা- পশ্চিম বর্ধমান শ্রী দুলাল ঘোষাল পিতা নীলকান্ত ঘোষাল এবং শ্রী পঞ্চানন্দ ঘোষ পিতা নিবারণ ঘোষ ঠিকানা কাখয়া মধ্যপাড়া থানা - কাখ্যা এবং ঠিকানা - আদর্শ পল্লী, পোঃ কাল্লা (CH) থানা আসানসোল (উত্তর) জেলা- পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত 1108 তারিখ-12/02/2024 (ADSR রেজিস্ট্রী অফিস) মারফত পশ্চিম বর্ধমান জেলার নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং MN/2024/2305/11545 অথবা MN/2024/2305/11543 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

ব্লক - আসানসোল - উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ (ইপি-১)
মৌজা - কাখয়া
জে.এল নং- 30
দাগ নং 163
রায়তের নাম 1. দুলাল ঘোষাল
খতিয়ান – 1)198

রাজ্য পশ্চিম মেদিনীপুরে ৪টি নতুন শিল্প তালুক গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার পশ্চিম মেদিনীপুরে ৪টি নতুন শিল্প তালুক গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গড়বেতা-১, চন্দ্রকোণা-২, মেদিনীপুর সদর ও কেশপুর ব্লকে এই ৪টি শিল্প তালুক হবে। এগুলি গড়ার জন্য ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিত হয়ে গেছে। জমিগুলি থেকে যাতে শিল্পপতিরা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পায় সেইদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। নতুন ওই ৪ শিল্প তালুক তৈরি হলে কয়েক হাজার যুবক-যবতীর কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে, গড়বেতা-১ ব্লকের শিল্প তালুকটি হবে গনগনি এলাকায়। ওই এলাকা থেকে ৬০ নম্বর জাতীয় স।ক ও রেল যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে। চন্দ্রকোণা-২ ব্লকের লালগড়ে শিল্প তালুক হবে। এই এলাকা থেকে চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল রোড খুব সহজেই ব্যবহার করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি মেদিনীপুর সদর ব্লকের মুড়াকাটা এলাকায় শিল্প তালুক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কেশপুর ব্লকের চাঁদমুড়া এলাকায় তালুক তৈরি হবে। প্রতিটি শিল্প তালুকে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও জলের ব্যবস্থা থাকবে। শিল্প তালুকের মধ্যে উপাদন, লজিস্টিকস, কোল্ড স্টোরেজ, পোল্ট্রি, মাছের উৎপাদন করা যাবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, রাজ্যে বিনিয়োগে গতি আনতে ১০০টি শিল্পতালুক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সফর ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। বীরের মতো বরণ করার জন্য দলীয় কর্মীরা প্রস্তুত। বড়ো বড়ো প্রমাণ সাইজ তোরণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির নিচে স্বমহিমায় অনুব্রত মণ্ডল। প্রশাসনিক বৈঠক হবে গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে। রাঙাবিতানে মুখ্যমন্ত্রীর রাত কাটানোর সম্ভাবনা মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে রাঙাবিতানকেও। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে সাংবাদিক প্রবেশাধিকার থাকছে না, বলে সূত্রের খবর। তবে, বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে পারেন। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বেলা এগারোটার পর জেলায় ঢুকবেন। তবে তাঁর সঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল থাকবেন কিনা সেটা আদৌ স্পষ্ট নয়। তবে কালকে জেলায় সকন্যা অনুব্রত মণ্ডলের ফেরার কথা। ২০ সেপ্টেম্বর তিনি জামিন পান। সূত্রের খবর, সমস্ত সরকারি কাগজপত্র তৈরী হতে যদি রাত হয়ে যায় এবং তারপর ফ্লাইট না থাকলে সকাল ছাড়া উপায় থাকবে না। তারপর কলকাতা থেকে বীরভূম চার ঘন্টা লাগবেই। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকবেন এমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলছেন না। তবে মুখ্যমন্ত্রী স্নেহধন্য কেষ্ট মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করার জন্যই রাত্রি বাস করতে পারেন এমনটাই সূত্রের খবর। আরেকটি সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে ঘরে ফেরার জন্য উদগ্রীব তিহার জেল ফেরত অনুব্রত ওরফে কেষ্ট মণ্ডল। তাই জেলায় ফিরে প্রথমেই বাড়ি যাবেন তিনি।

মিলল সাফল্য, গ্রেফতার দুষ্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার ডাবগ্রামের বাসিন্দা সন্তোষ কুমার ভগতের বাড়িতে গত ২৩ জুলাই একটি চুরির ঘটনা ঘটে। ওই চুরির ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, পেশায় একটি বেসরকারি ব্যাংকের ম্যানেজার সন্তোষ কুমার ভগত। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্তে নামে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার এন্ট্রি ক্রাইম উইঙ্গের সাদা পোশাকের পুলিশ। বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে ওই চুরির ঘটনার কিনারা করতে চেষ্টা চালাচ্ছিল শিলিগুড়ি থানার এন্টি ক্রাইম উইঙ্গের পুলিশ আধিকারিকরা। অবশেষে মেলে সাফল্য। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া থেকে সুজিত লামা ওরফে ট্যাপাকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইঙ্গের পুলিশ। ধৃতের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় চুরি হওয়া মোবাইল ফোন। ধৃত সুজিত লামা কে সোমবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনটি আদালতের নিয়ম মেনে ওই সন্তোষ কুমার ভগতের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

সামশেরগঞ্জে গঙ্গা ভাঙন, আতঙ্কে দিশেহারা স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ গঙ্গার ভাঙনের আতঙ্কে দিশেহারা মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ। রবিবার রাত ১১টার পর থেকে ভয়াবহ ভাঙনের কবলে পড়েছে ওই এলাকা। নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে মাটি ধসে পড়ছে গঙ্গার জলে। লোহরপুর এলাকায় একটি মসজিদ জলে পড়ে গেছে বলে জানা গেছে। সাধারণ মানুষ রবিবার রাত থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন। অবস্থা এমন যে, ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন বহু বাসিন্দারা। অন্যদিকে, ফরাক্কা ব্যারেজে ডাউন স্ট্রিম ও আপস্ট্রিমে গঙ্গায় ব্যাপকভাবে জলস্তর বাড়ছে। ফারাক্কা সূতি-১ ও ২, সামশেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ -২, লালগোলা ব্লকে জলস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় রাতেই বন্যা সর্তকতা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। অন্যদিকে, নিমতিতা, নুরপুর ও গেরিয়াতেও গঙ্গার জল বিপদসীমা পার করেছে। সোমবার সকালে নিমতিতায় জলস্তর ২২.১৭ মিটার। সেখানে জলের বিপদ সীমা নির্ধারিত রয়েছে ২১.৯০ মিটার।

বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ আবার তাজা বোমা উদ্ধার তুফানগঞ্জে। তৃণমূল যুবনেতার বাড়ির সামনে থেকে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনার পর এবার অন্দরান ফুলবাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ননীবালা বর্মার বাড়ীর সামনে থেকে সোমবার উদ্ধার হয় একটি তাজা বোমা। বোমা উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ননীবালা বর্মার দাবি এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে বোম রেখে গেছে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

Office of the
SARENGA GRAM PANCHAYET
Sarenga; P.S.-Sankrail, Dist.-Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER No.: (1) HOW/SANK/SGP/eNIT-16/24-25, (2) HOW/SANK/SGP/eNIT-17/24-25, (3) HOW/SANK/SGP/eNIT-18/24-25, (4) HOW/SANK/SGP/eNIT-19/24-25, (5) HOW/SANK/SGP/eNIT-20/24-25, (6) HOW/SANK/SGP/eNIT-21/24-25 For and on behalf of the Sarenga Gram Panchayat, the Prodhan, Sarenga Gram Panchayat invites e-tenders for total 13 (Thirteen) Nos. different works. Document download starting from **23/09/2024 from 06.30 PM up to 30/09/2024 up to 06.30 PM.** Last date of submission of Bid **01/10/2024 at 06.45 PM.** Bid Opening Date on **02/10/2024 (03/10/2024 for Only eNIT-21).** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sarenga Gram Panchayat

BAHIRA Gram Panchayat, Uluberia-1, Dist.-Howrah Memo. No. 389/BGP/2024-25 Dated:24/09/2024 & 1179/BGP/2024-25 Date:-23.09.2024

E-Tender is invited by the Prodhan, BAHIRA Gram Panchayat, for different works. for details please visit website **https://webtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
BAHIRA Gram Panchayat

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender (RETENDER)/NIT No. 196/NAB-II/2024, Dated-23/09/2024

"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for the work of Distribution of Waste Bin for house hold under SWM. Last date of submission of Bid on **30/09/2024 up to 10.00 Am.** Date of opening of tender (online): **03/09/2024 at 12.00 pm.** For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

ABRIDGE NIQ NOTICE
NIQ No.- 01/EE/MID of 2024-25

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites above mentioned NIQ for one number work. Last Date of bid submission **22/10/2024** & Time upto **17.00 Hrs.** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov. in/**

Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green park, Malda

OFFICE OF THE PRADHAN JABARRAH JHAPRA 1 GRAM PANCHAYAT
Under Para Panchayat Samity
Vill- PO: Jhapra Dist: Purulia
TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the contractor/Supplier for various works of Jabarrah Jhapra 1 GP area under Para Panchayat Samity. The schedule of the tender process are as follows: **NIT No: 06/2024-25 Date: 20/09/2024.** Date of Sale of Tender Form On any working day from **23/09/2024 to 03/10/2024 (12 pm to 3:00 pm)**. Last date of Sale of Tender Form & dropping of Sealed Tender Form **03/10/2024** till **1:30 pm.** Date of Opening of Tender **03/10/2024 at 2:00 pm.**

Sd/-Pradhan
Jabarrah Jhapra 1 Gram Panchayat

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: **Name of Work: 1 Temprary IT CCTV & internet system and others at Gitanjali Auditorium, Bolpur on 24.09.24 in connection with Administrative review meeting taken by VVIP.** SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: **WBPWD/EE/BIT/NIQ- 32 of 2024-25.** Last date of submission of Quotation: **24.09.2024 up to 8:00 AM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/MED/SNIT-11/2024-25 [Sl. No.-1 to 2]

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 2(Two) Nos. work. Last date & time of application for Tender form on **26.09.2024 up to 13.00 Hours.** Details may be seen at the website: **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএনজিজি-০৩/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ১৯.০৯.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগণা, পো. - কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব). নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষত রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/ এমইএস/সেচ বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় পূর্বে সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : ডব্লুটি-১০-২৪-২৫। কাজের বিবরণ** : কেপিএডব্লু-তে - কাঁচরাপাড়ার ৪র্থ অ্যাভিনিউ-এর এসটিসি-তে পুরনো হোস্টেলের অবস্থার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য** : ২,১৩,৬৭,৬২০.৯৩ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,৫৬,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য** : শূন্য। **এলওএ জারির তারিখ থেকে কাজ শেষের মেয়াদ** : ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ১৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। কাজের পরিধি সঙ্কেতমাত্র। যদিও, বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে। **প্রস্তাব জমার সময়সীমা** : টেন্ডার খোলার ১৫ দিন আগে থেকে। টেন্ডার ১৪.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে এবং ওই দিনই দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে যে কোনও সময়ে খোলা হবে।

(MISC-176/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector - I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:
Name of Work: 1. Temprary IT video conferencing system and sound system at Gitanjali Auditorium, Bolpur on 24.09.24 in connection with Administrative review meeting taken by VVIP.
SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: **WBPWD/EE/BIT/NIQ- 31 of 2024-25.** Last date of submission of Quotation: **24.09.2024 up to 8:00 AM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

OFFICE OF THE
CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT
Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 06 nos. of Schemes (Construction of road and drain), Fund: 5 th SFC, vide Memo No.- CPGP/268/5 th SFC/24 To CPGP/273/5 TH SFC/TIED/24. Last date of submission of Bid up to **05.30 PM on 01/10/2024.** Date of opening of Bid on **03/10/2024 at 12.30 PM.** Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

E-TENDER

The Block Development Officer, Pingla Development Block invites Tender for 1 No. Scheme.

NOTICE INVITING E-TENDER NO.

NIT NO.	Last Date of Application
BDO/Pingla/e-NIT/TD/007/2024-25	21.10.2024

Details of the Tender notice is available in website wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer,
Pingla Development Block

Abridged Notice Inviting Tender

E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/NIET-05/2024-25, dt.-20/09/2024

Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 6 nos schemes under Bagnan-II Panchayat Samity. For Other Details, contact office of the undersigned within office hour.

Sd/-
E.O., Bagnan-II Panchayat Samity, Howrah

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH-JHAPRA 1NO GRAM PANCHAYAT
e-TENDER NOTICE
Memo No: 263/JJ-IGP/2024 Date: 20/09/2024
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-05/2024-25 (2 nd call)

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/**. 1. Date and Time of Download/Sale: from **23/09/2024 6:30 pm to 01/10/2024 1:30 pm.** 2. Date and time of Bid Submission: from **23/09/2024 6:30 pm to 01/10/2024 01:30 pm**. 3. Date and time of Bid Opening: **03/10/2024 at 01:30 PM**. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat
Para Panchayat Samity
Vill + PO- Jhapra, Dist - Purulia

Office of the Executive Officer
Dantan-I Panchayat Samity
Dantan :: Paschim Medinipur
TENDER NOTICE

The Executive Officer, Dantan-I Panchayat Samity, Paschim Medinipur invites E-Tender on percentage basis in the prescribed form for 9(Nine) nos. works vide E-NIT No: 438/E.O/DNT-I P.S, Dated: 23/09/2024.
For more information visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Dantan-I Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Mechanical) / Roads, KMC** invites e-tender online item wise rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/ASPH/PB/TKS-06/2024-25
Name of work : **Manufacturing and fitting, fixing of Slinger Conveyor Belt's guide rollers for DM-45 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar;** Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **4,200.00**; Period of Completion : **10 days**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **05.10.2024 at 2 pm**.

(2) NIT No. : KMC/ASPH/PB/MR/E-01/24-25
Name of work : **Replacement of outdoor luminaries and installing new poles with allied Electrical Works in new Garage under Asphaltum Department, Palmer Bazar;** Estimated Cost : ₹ **1,83,736.17**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **07 days**; Last date and time of submission of bid : **03.10.2024 at 2 pm (For Sl. No. 1), 05.10.2024 - 11 am (For Sl. No. 2)**; Bid opening date for technical proposals : **21.10.2024 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **23.09.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1), 24.09.2024 (5 pm) (For Sl. No. 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **CMHO (Health Department), KMC** invites quotation online item rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/CMHO/12/2024-25 Dated : 23.09.2024
Name of work : **Printing of 5,00,000 Nos. colourful anti-dengue leaflets [18inch x 11inch] for people's awareness about prevention and control of vector-borne diseases;** Estimated Value : ₹ **4,75,000.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/CMHO/13/2024-25 Dated : 23.09.2024
Name of work : **Printing of folder on RI (Routine Immunization) for MAS meetings;** Estimated Value : ₹ **3,44,000.00**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Last date of submission of bid : **03.10.2024 till 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The other details are available on and from **24.09.2024 (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Director General (E&H), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/EH/III/33/01/2024-2025/R1 (2nd Call)
Name of work : **Cleaning and ancillary civil works of water body situated at Surah East Road in Ward no. 33 under Br.-III;** Estimated Amount : ₹ **2,99,073.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **45 days**; Last date and time of submission of bid : **02.10.2024 - 12.30 pm**; The bid forms and other details shall be available on and from **24.09.2024 (4 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Bustee), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : HQ/BS/VIII/69/002/2024-25/74 (1st Call)
Name of work : **Repairing of bustee sanitary latrine at 39B, 40, 40/1, 40/2 Beltala Road, 28 No. Ahiripukur Road, 14 & 16 Beck Bagan Row and surrounding areas in Ward No. 69 under Br.-VIII;** Estimate Amount : ₹ **3,87,263.89 (Incl. GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of Completion : **60 days.**

(2) NIT No. : HQ/BS/VIII/86/003/2024-25/73 (1st Call)
Name of work : **Repairing of sanitary latrine at 3 No. Lake Colony Keyatala Bustee & 7 No. Lake Camp Bustee in Ward No. 86 under Br.-VIII;** Estimate Amount : ₹ **4,53,417.12 (Incl. GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **90 days**; Last date and time of submission of bid : **03.10.2024 at 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; Bid opening date for technical proposals : **05.10.2024 at 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **24.09.2024 (2 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/299 (1st Call)
Name of work : **Repairing of different damaged portions of road surfce by laying hot mix at Raja Rajnarayan Street, Bechu Chatterjee Street, Gas Street etc. under Br.-IV;** Estimate Amount : ₹ **4,87,459.20 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,800.00**; Period of Completion : **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/397 (1st Call)
Name of work : **Repairing of road with hotmix laying at Chowringhee Road (Western Flank) from Jn. of S.N. Banerjee to Jn. of Lenin Sarani under Br.-VI;** Estimate Amount : ₹ **4,78,127.35 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,600.00**; Period of Completion : **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/400 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged road surfce along periphery of KMC Headquarter in Ward No. 46 under Br.-VI;** Estimate Amount : ₹ **4,79,478.83 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,600.00**; Period of Completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **05.10.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2), 04.10.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 3)**; The bid forms and other details are available on and from **25.09.2024 (12 Noon) (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).** 646/24-25

ইন্টার মায়ামি ছাড়তে চান লিও মেসি!

ফ্লোরিডা, ২৩ সেপ্টেমম্বরঃ ফের দলবদলের মুখে লিওনেল মেসি! আচমকাই ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকার ক্লাব ইন্টার মায়ামি ছাড়ার জল্পনা। হঠাৎ কী হল আর্জেন্টিনার তারকা? আর ক্লাব ছাড়লে তাঁর নতুন ঠিকানা হবে কোথায়? সেটা কি ফের সৌদি আরবে? ২০২৩-এ ফ্রান্সের পিএসজি ছাড়ার পর ফ্রি ট্রান্সফারে ডেভিড বেকহ্যামের ইন্টার মায়ামিতে এসেছিলেন মেসি। তার আগে সৌদির ক্লাব আল হিলালের থেকে বিরাট অঙ্কের প্রস্তাব ছিল মেসির কাছে। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি বেছে নেন আমেরিকাকেই। যাদেরকে তিনি গত মরশুমে মেজর লিগ সকারের প্লে

অফে তুলেছিলেন। সেই সঙ্গে গত বছর লিগ কাপ ট্রফি এসেছিল। এবার সেই ক্লাবের সঙ্গেও কি সম্পর্ক ভাঙতে চলেছে বার্সেলোনার প্রাক্তন ফুটবলারের? তবে সেটা সৌদির কোনও ক্লাবের জন্য নয়। বরং জানা যাচ্ছে ইন্টার মায়ামি ছাড়লে ৩৭ বছর বয়সি তারকা ফিরতে পারেন আর্জেন্টিনাতেই। তাঁর ছোটবেলার ক্লাব নিউয়েলস ওল্ড বয়েজে হয়ে খেলার সম্ভাবনাই বাড়ছে। অবশ্য তার জন্য আরও বছর খানেক অপেক্ষা করতে হবে। সূত্রের খবর, ২০২৫-র ডিসেম্বরে তিনি পুরনো ক্লাবে ফিরতে পারেন। যেখানে তিনি ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত খেলেছিলেন। তবে এর আগেও মেসি বলেছিলেন, নিউয়েলস ওল্ড বয়েজে ফিরতে চান। ২০১৬-র একটি সাক্ষাৎকারে আট বার ব্যালন ডি'ওর জয়ীর বক্তব্য ছিল, 'যদি আমি কালই আর্জেন্টিনায় ফিরে যাই, তাহলে আমি নিউয়েলের হয়েই খেলতে চাই। সেটাই আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের।' আর্জেন্টিনার ক্লাব ছাড়ার পর বার্সেলোনার হয়ে মেসি ১৮ বছর খেলেছেন। ২০২১-এ তিনি বার্সা ছাড়েন। এবার যদি তিনি ছোটবেলার ক্লাবে ফেরেন, তাহলে যেন একটা চক্র সম্পূর্ণ হবে বলেই মনে করছেন অনেকে।

ভারতীয় দলে অভিষেক বাংলার পেসারের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টানা জয়

পুদুচেরি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন সেনসেশন হয়ে উঠবেন? তা অবশ্য ভবিষ্যৎ বলবে। তবে বাংলার পেসার যুধাজিৎ গুহ বয়সভিত্তিক স্তরে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। উচ্চতা ৬.২ ফুট। নিজের উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন। অনেকেই তাঁকে নিয়ে বলছেন, বাংলা থেকে নতুন বুমরা-সামি উঠে আসছে। জাতীয় দলে সুযোগ যেন সেই পথেই একধাপ এগনো। পথটা অনেক দীর্ঘ। শুরুটা হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তিন ম্যাচের যুব ওডিআই সিরিজ খেলছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। আজ দ্বিতীয় ওডিআই-তে অভিষেক হল বাংলার পেসার যুধাজিৎ গুহর। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাল্টি ফরম্যাট সিরিজ খেলবে ভারত। সিরিজ শুরু হয়েছে ওয়ান ডে ফরম্যাট দিয়ে। প্রথম ওয়ান ডে-তে ৮৪ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জিতেছিল ভারত। বল হাতে নজর কেড়েছিলেন মহম্মদ এনান। ব্যাটিংয়ে ভরসা দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন মহম্মদ অমন ও কার্তিকেয়। দ্বিতীয় ম্যাচে একাদশে

অন্তর্ভুক্তি বাংলার পেসারের। জয় এল আরও বড় ব্যবধানে। অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ টস জিতে ব্যাটিং নেয়। ভারতের হয়ে অভিষেক হয় যুধাজিৎ গুহর। সামর্থ নাগরাজের সঙ্গে নতুন বলে জুটি গড়েন। অজি ইনিংস শেষ হয় তাঁর উইকেটেই। ৬.৩ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন যুধাজি। তবে লাইন-লেন্থ এবং আগ্রাসনে নজর কেড়েছেন। লাল-বলে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে টেস্ট ম্যাচ লাইন-লেন্থে বিব্রত করতে পারেন। সঙ্গে তাঁর বিষাক্ত ইয়র্কার। বৃহস্পতিবার তৃতীয় ওয়ান ডে। নজর থাকবে যুধাজিতের দিকে।

নভদীপ, মানব ও বিজয়কে দলে নিতে প্রস্তুত কেকেআর

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ গৌতম গম্ভীর নেই। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং কোচও এই মুহূর্তে দলের বাইরে। এছাড়াও দলের মূল কান্ডারী অভিষেক নায়ারও চলে এসেছেন ভারতীয় দলের মধ্যে। সব মিলিয়ে বিগত আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েও বেশ বিপাকে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এছাড়াও দলের পেস ব্যাটারির প্রধান অস্ত্র বৈভব আরোরাও বেশ কিছুদিন আগেই চোট পেয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছেন। তাই ব্যাটিংয়ের পর বোলিং বিভাগেও নিজেদের দলকে একধাপ এগিয়ে রাখতে উঠেপড়ে নেমেছে কলকাতা টিম ম্যানেজমেন্ট। শোনা যাচ্ছে চলতি দলীপ ট্রফি এবং দিল্লি প্রিমিয়ার লীগের বেশ কিছু বোলারকে সামনের আইপিএল নিলামে দলে নিতে চায় শাহরুখ খানের দল। চলতি দলীপ ট্রফিকে পাখির চোখ করছেন অনেক ভারতীয় ক্রিকেটাররা। চলতি বাংলাদেশ সিরিজে জায়গা না পেলেও বেশ কিছু বোলাররা নিজেদের পারফম্যান্সে চমকে দিয়েছেন সমগ্র ভারতীয় ক্রিকেটমহলকে। দেশের নির্বাচকদের পাশাপাশি এই সিরিজে নজর রেখেছেন প্রত্যেক আইপিএল দলের কর্মকর্তারাও। বাদ যাননি কলকাতা নাইট দলের কর্ণধার শাহরুখ খানও। বিশেষ কিছু সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে দলের বিশেষ কর্মকর্তা নাথান লিমনকে নিয়ে নিজ

বাড়িতে গতকাল দীর্ঘ বৈঠক করেন কিং খান। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানও। এবছর দলীপে সব থেকে ভালো ফর্মে রয়েছেন নভদীপ সাইনি। ইন্ডিয়া বি দলের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে গোটা ক্যারিয়ারে নিজের সেরা বোলিং পারফরম্যান্স করেন তিনি। এছাড়াও রবিবার ইন্ডিয়া ডি দলের বিরুদ্ধে অন্বন্তপুরে আট উইকেট নিয়ে একাই শেষ করেন শ্রেয়স আইয়ারের দলকে। তাই নভদীপকে ঘিরে দুর্বলতা তৈরি হয়েছে কেকেআরের অন্দর মহলে। আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে নিয়মিত খেলেন নভদীপ। শোনা যাচ্ছে নভদীপকে ছেড়ে দিতে পারে সঞ্জু স্যামসনের দল। তাই সব ঠিক থাকলে বৈভব অরোরার বিকল্প হিসাবে তাঁর জন্য ঝাঁপাতে পারে কেকেআর ম্যানেজমেন্ট। নভদীপের পাশাপাশি দলীপের প্রথম পর্বে হাত ঘুরিয়ে ৭ উইকেট নিয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন রাজস্থানের হয়ে রঞ্জি খেলা মানব সুথার। যদিও মানব বর্তমানে কোন আইপিএল দলের হয়ে মাঠে নামেননি। আর গত ১৩ বছর ধরে আইপিএলের ইতিহাসে স্পিনারদের ডিপার্টমেন্টে বেশ সফল হয়েছে কলকাতা দল। সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তী প্রমুখ স্পিনাররা কলকাতা দলের হয়ে খেলেই লাইমলাইটের আলোয় এসেছেন। তাই মানব কলকাতার লিস্টে অবশ্যই রয়েছেন। এছাড়াও বিজয় কুমার বিশাখকেও বৈভবের জায়গায় ভেবে রাখছে কলকাতা টিম ম্যানেজমেন্ট। ইন্ডিয়া সি দলের হয়ে চলতি দলীপে বেশ ভালো বল করেছেন তিনি।

১৬ মিনিটেই খেলা শেষ! বল হাতে 'নিউজিল্যান্ড' বধের নায়ক জয়সুরিয়া

গল, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ শ্রীলঙ্কাকে বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক সন জয়সুরিয়া নন। তিনি প্রভাত জয়সুরিয়া। ব্যাট হাতে না পারলেও বল হাতে বর্তমানে গলে অনুষ্ঠিত শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড টেস্টে লঙ্কার পরিত্রাতা হিসেবে আবির্ভুত হয়েছেন তিনি। শ্রীলঙ্কার হয়ে বল হাতে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর পাঁচ উইকেট গতকাল খেলার গতিপ্রকতি বদলে দিয়েছে নিমেষেই। তাঁর এই 'অসাধারণ' পারফরম্যান্সের সুবাদেই দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭৫ রানের টার্গেট নিয়ে খেলতে নামা কিউয়ি ব্যাটাররা থমকে যান মাত্র ২১১ রানে। এদিন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা নিউজিল্যান্ড ব্যাটার রচিন রবীন্দ্রের অতিমানবিক ইনিংসও 'ফিকে' হয়ে যায় দ্বীপরাষ্ট্রের স্পিনারের কাছে। উপমহাদেশের উইকেটে খেলা হলেই স্পিনারদের কাজ থাকে যতটা দ্রুত সম্ভব দলের জন্য উইকেট তুলে নেওয়া। গল টেস্টের চতুর্থ দিনে সেইকাজটাই করে দেখালেন প্রভাত জয়সুরিয়া। এই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমে প্রথমে ব্যাট করে ৩০৫ রান খাড়া করে শ্রীলঙ্কা। এদিন শ্রীলঙ্কার হয়ে সেঞ্চুরি করে কামিন্দু মেন্ডিস। জবাবে তিন ফিফটিতে প্রথম ইনিংসে ৩৫ রানের লিড নেয় নিউজিল্যান্ড। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে কিউয়ি স্পিনার এজাজ প্যাটেলের ৬ উইকেটে লঙ্কানরা

অলআউট হয়ে যান ৩০৯ রানে। ফলে কিউইদের লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৭৫ রান। এদিন জিততে হলে নিউজিল্যান্ডকে নিজেদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড করতে হতো। সেই লক্ষ্যে সফরকারীদের আশা-ভরসার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তরুণ কিউয়ি ব্যাটার রাচিন রবীন্দ্র। এদিন তিনি ছাড়া আর কেউ সেভাবে ব্যাট হাতে দাঁড়াতে পারেননি। উইলিয়ামসন (৩০) কিছুটা চেষ্টা করলেও জয়সুরিয়ার ঘূর্ণির সামনে দাঁড়াতে পারেননি। এদিন দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট নেওয়া জয়াসুরিয়ার হাতেই উঠেছে ম্যাচসেরার পুরস্কার। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী এই বাঁহাতি স্পিনার, যা টেস্ট ক্যারিয়ারে তাঁর অষ্টম 'ফাইফার'। এর মধ্যে সাতটিই নিয়েছেন গলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই টেস্টে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ক্রমতালিকায় আরো একধাপ ওপরে উঠে এল শ্রীলঙ্কা। এই মুহূর্তে তিন নম্বরে রয়েছে তাঁরা। এছাড়াও লঙ্কানরা এই টেস্ট খেলল দুজন প্রেসিডেন্টের সময়ে। যখন এই টেস্ট খেলতে নামে, তখন দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন রনিল বিক্রমাসিংহে। বর্তমানে নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন অনঢ়া কুমারা দিশানায়েকে। এদিন ম্যাচ জেতার পর নতুন প্রেসিডেন্ট নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলকে। তবে দুই দলের সিরিজ নির্ধারণী টেস্টও হবে গলে। ম্যাচ শুরু আগামী বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর)।

দাবায় জোড়া সোনার ইতিহাস ভারতের

রোহিত-স্টাইলে সেলিব্রেশন তানিয়া-গুকেশদের

বুদাপেস্ট, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ বুদাপেস্টে ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াডে বিরাট নজির ভারতের। জোড়া সোনা জিতে ইতিহাস গড়ল ভারতের পুরুষ ও মহিলা দাবা টিম। ওপেন বিভাগে স্লোভেনিয়াকে হারিয়েছে ভারতের পুরুষ দাবা টিম। আর ভারতের মেয়েরা ৩.৫-০.৫ ফলে আজেরবাইজানকে হারিয়ে সোনা জিতেছে। দলগত ভাবে দুই বিভাগে সোনা জেতার পর ট্রফি নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার মতো সেলিব্রেশন করেন তানিয়া-গুকেশরা। এ বছর টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পর এক বিশেষ স্টাইলে রোহিত ট্রফি হাতে তুলে নেন। যা দেখে অনেকে মিল পেয়েছিলেন লিওনেল মেসির কাতার বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশনের। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। এ বার নেটদুনিয়ায় ঘুরছে হিটম্যানের স্টাইলে ভারতীয় দাবাড়ুদের সেলিব্রেশনের ভিডিয়ো। স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে ডি গুকেশ, অর্জুনরা ড্র করলেই ভারত সোনা জিতত। সেই লক্ষ্যে নেমে শুরুটা জয় দিয়ে করেন গুকেশ। কালো ঘুঁটি নিয়ে জয় তাঁর। এরপর অর্জুনও কালো ঘুঁটি নিয়ে জেতেন। এই ২টো জয়ের পাশাপাশি ছন্দে দেখা যায় প্রজ্ঞানন্দকে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পুরুষ টিমের দাপট ছিল দেখার মতো। টানা ৮টি ম্যাচ জেতেন গুকেশরা। এরপর উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে ড্র করে ঘুরে দাঁড়ান প্রজ্ঞারা। ভারতের পুরুষ টিমের সোনার জন্য ড্র যথেষ্ট হলেও মেয়েদের দলের জন্য তেমনটা ছিল না। মেয়েদের টিমে ডি হরিকা, দিব্যা দেশমুখ, বন্তিকা আগরওয়ালরা জেতেন। আর প্রজ্ঞার দিদি বৈশালী ড্র করেন। কিন্তু ৩টে জয়ের ফলে উজবেকিস্তানকে ভারত এই রাউন্ডে হারায়। ভারত ও কাজাখস্তানের পয়েন্ট সমান ছিল শেষ রাউন্ডে নামার আগে। এরপর কাজাখস্তান ড্র করে আমেরিকার সঙ্গে। যার ফলে ভারতের মেয়েরা এগিয়ে যায়। আর ভারতের জোড়া সোনা জয়ের খুশি হয় বাঁধনছাড়া। উল্লেখ্য, দাবা অলিম্পিয়াডে ভারতের জোড়া সোনা এই প্রথম বার। এর আগে ভারতের পুরুষ দল ২০১৪ ও ২০২২ সালে ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। মেয়েদের টিম ২০২২ সালে ব্রোঞ্জ পেয়েছিল।

৫ গোল দিয়ে লা লিগায় বার্সেলোনার ছয়ে ছয়

বার্সেলোনা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ শনিবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ ৪-১ গোলে হারিয়েছে এস্পানিওলকে। রবিবার রিয়ালের চেয়ে ১টি গোল বেশি করল বার্সেলোনা। ভিয়ারিয়ালের মাঠে ভিয়ারিয়ালকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে লা লিগায় টানা ষষ্ঠ জয় পেয়েছে হান্সি ফ্লিকের দল। তবে রবিবারে ম্যাচটি দুশ্চিন্তা নিয়েই শেষ করেছে লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দলটি। গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন যে হাঁটুতে মারাত্মক চোট পেয়ে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছেড়েছেন। বার্সা ৪ গোলের ব্যবধানে জিতলেও নাটকের কমতি ছিল না ম্যাচে। জোড়া গোল করা রবার্ট লেভানডফস্কি পেনাল্টি মিস করে হ্যাটট্রিকের সুযোগ নষ্ট করেছেন। ভিয়ারিয়ালের গোল বাতিল হয়েছে ভিএআরে। ২০ ও ৩৫ মিনিটে পোলিশ তারকা লেভার গোলে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় বার্সা। ৩৮ মিনিটে আয়োজক ভিয়ারিয়াল ব্যবধান কমায় আয়োজ পেরেজের গোলে। ৫৮ মিনিটে পাবলো তোরের গোলে ব্যবধানটা ৩-১ করা বার্সার শেষ দুটি গোল করেন রাফিনিয়া। টের স্টেগেন চোট পেয়েছেন প্রথমার্ধের শেষ দিকে। বল ধরার সময় পড়ে গিয়ে ডান হাঁটুতে চোট পান জার্মান গোলরক্ষক। তাঁর বদলি হিসেবে নামা ইনিয়াকি পেনা ভালোই করেছেন। নিকোলাস পেপের শট ফিরিয়ে স্কোরটাকে ২-২ করতে দেননি পেনা। চ্যাম্পিয়নস লিগে মোনাকোর কাছে হারা বার্সা লিগের ম্যাচটি জিততে পারত আর বড় ব্যবধানে। ১৭ মিনিটে ১৭ বছর বয়সী লামিনে ইয়ামালের শট পোস্টে লাগে। ৬৭ মিনিটে লেভার নেওয়া পেনাল্টিও ফিরেছে পোস্টে লেগে। লেভা পেনাল্টি মিসের পরপরই ভিয়ারিয়ালের করা গোল ভিএআরে বাতিল হয় অফসাইডের কারণে।

'ভারতকে দেখে শেখো', পিসিবি'কে তোপ কামরানের

ইসলামাবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ সম্প্রতি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইওয়াশ হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। আর সেই বাংলাদেশকেই চেন্নাই টেস্টে কার্যত ল্যাজে গোবরে করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। আর এই বিপরীত ফলাফল দেখার পরই কার্যত তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার কামরান আকমল। তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দেগেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছ থেকে পেশাদারিত্ব শেখার পরামর্শ দিলেন। প্রসঙ্গত, চেন্নাইয়ে আয়োজিত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া ২৮০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে। কিন্তু, এই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলই সম্প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জয় করে ভারতের মাটিতে পা রেখেছিল। কামরানের কথায়, যদি সবকিছু পরিকল্পনামাফিক হয় তাহলে পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে এতটাও স্ট্রাগল করতে হয়না। এরপর পিসিবি-র পেশাদারিত্ব নিয়ে কার্যত ক্ষোভ উগরে দেন পাকিস্তানের এই প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার। তিনি বললেন, ''ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের থেকে পেশাদারিত্ব, দল, নির্বাচক, অধিনায়ক এবং কোচের ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত পিসিবি-র। এই জিনিসগুলো একটা দলকে এক নম্বর তৈরি করে এবং ক্রিকেট বিশ্বে রাজত্ব করে। আমরা যদি এতটাই ভালো হতাম, তাহলে পাকিস্তান ক্রিকেট দল আজ এই জায়গায় থাকত না। একে অপরের প্রতি ঈর্ষার কারণে পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে এভাবে ভুগতে হচ্ছে।''

প্রিমিয়ার লিগ স্টোনসের শেষ মুহূর্তের গোলে হার বাঁচিয়ে শীর্ষেই রইল সিটি

লন্ডন, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ সিটি-আর্সেনাল মহারণ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সেই ম্যাচে এক-আধটু বিতর্ক-উত্তেজনা না থাকলে কী চলে! ইতিহাদ স্টেডিয়ামে রবিবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটিতে বড় ম্যাচের উত্তেজনার সব উপকরণই ছিল। গোল নিয়ে বিতর্ক, লাল কার্ডে এক দলের মাঝ পথেই ১০ জন হয়ে যাওয়া, মেজাজ হারিয়ে ধাক্কাধাক্কি-কত কী! সিটি-আর্সেনালের সেই মহারণটা পুরো দ্বিতীয়ার্ধ ১০ জন নিয়ে খেলা আর্সেনাল প্রায় জিতেই গিয়েছিল। কিন্তু ম্যাচের একদম শেষ আক্রমণ থেকেই করা জন স্টোনসের গোল গানারদের ১০ বছরের মধ্যে প্রথমবার ইতিহাদ জয় করতে দেয়নি। ৭ মিনিট অতিরিক্ত সময় দিয়েছিলেন রেফারি মাইকেল অলিভার। সেই সময়ও পেরিয়ে যাওয়ার পরই গোলটি পেয়েছে শেষের দিকে একের পর এক আক্রমণ শাণিয়ে যাওয়া সিটি। পেনাল্টি বক্সের ভেতর থেকেই গোলটি করেছেন স্টোনস। আর্সেনাল জিতলে উঠে যেত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। কিন্তু ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হওয়ায় পাঁচ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে সিটিই রইল শীর্ষে। সমান ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল আছে চারে। স্টোনসের শেষ মুহূর্তের গোল সবচেয়ে বেশি সুখী করেছে বোধ হয় আর্লিং হলান্ডকে। সিটির জার্সিতে ১০০ গোলের মাইলফলক ছোঁয়ার ম্যাচটা যে শেষ পর্যন্ত হার নিয়ে শেষ

করতে হয়নি। নরওয়েজীয় ফরোয়ার্ডের সিটির জার্সিতে শততম গোলেই ৯ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল টানা চারবারের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা। ব্রাজিলিয়ান সাভিনিয়ার পাস থেকে বল পেয়ে আর্সেনাল গোলরক্ষক দাভিদ রায়ার বাঁ পাশ দিয়ে নিচু শটে এবারের লিগে ১০ম গোলটি পেয়ে যান হলান্ড। আর্সেনাল সমতায় ফেরে ২২ মিনিটে করা রিকার্দো কালাফিওরির দারুণ এক গোলে। গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির পাস ধরে প্রায় ২০ গজ দূর থেকে দূরের পোস্ট দিয়ে বল জালে জড়ান ইতালিয়ান ডিফেন্ডার কালাফিওরি। বিতর্ক হয়েছে এই গোল নিয়ে। নিজেদের অর্ধে পাওয়া এক ফ্রিকিকই উৎস ছিল গোলটির। সিটির অভিযোগ তাদের খেলোয়াড়েরা প্রস্তুত না হতেই শর্ট ফ্রিকিক নিয়েছে আর্সেনাল। আর তাতে জায়গামতো যেতে পারেননি সিটি ডিফেন্ডার কাইল ওয়াকার। সিটির আপত্তি কানে না তোলায় দলটির কোচ পেপ গার্দিওলা রেগেমেগে ডাগআউটের চেয়ারে লাথি মেরে বসেন। আর্সেনাল এগিয়ে যায় প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে। এই গোলটিও করেছেন এক ডিফেন্ডার-গ্যাব্রিয়েল মাগালাইস। বুকায়ো সাকার ক্রসে হেডে খুব কাছ থেকে গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। এর আগে অবশ্য প্রায় একই জায়গা থেকে হেড করে শুধু বলটাকে ক্রসবারে ওপর দিয়ে বাইরে পাঠাতে পেরেছিলেন মাগালাইস। ওই গোলের ৬ মিনিট পর সিটির এক খেলোয়াড়কে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় আর্সেনালের লিওনার্দো ত্রোসারকে। সিটি যে ঘরের মাঠে পুরো দ্বিতীয়ার্ধটা একজন বেশি নিয়ে খেলার সুবিধা নিতে পারছিল না তাতে আর্সেনাল গোলরক্ষক দাভিদ রায়ার দারুণ কিছু সেভের বড় ভূমিকাও আছে। ভূমিকা আছে ইলকায় গুন্দোয়ান ও বের্নার্দো সিলভাদের সহজ সুযোগ নষ্ট করারও। শেষ পর্যন্ত ড্র, এমন সময়ে সমতাসূচক গোল যে, এই ড্র সিটির কাছে জয়ের সমান।

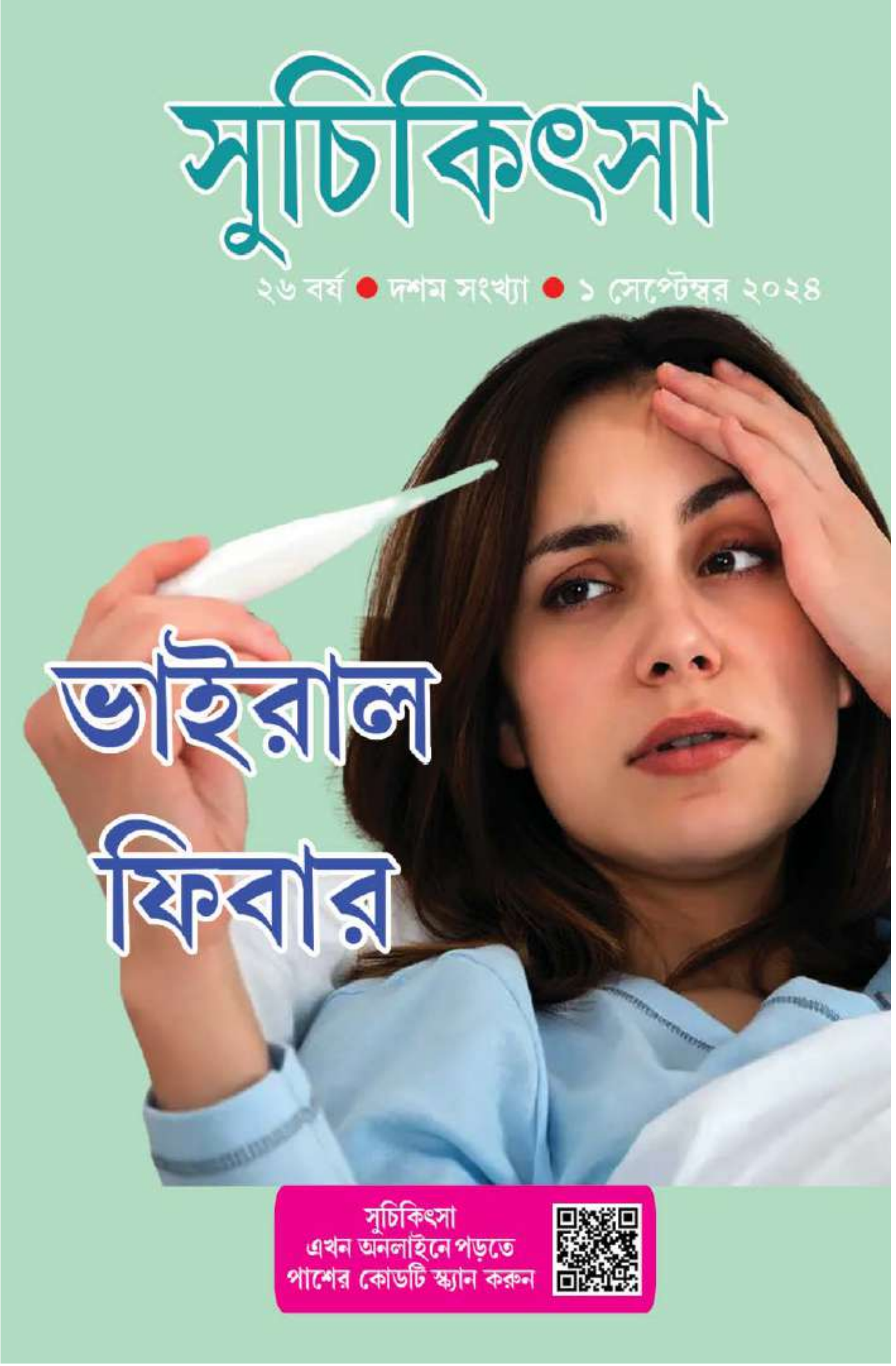

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com